সরল হারমোনিয়ম-সূত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

[সচিত্র]

'ঐক্যতানিক স্বর-সংগ্রহ' এবং 'গীত-শিক্ষা' প্রণেতা

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন

প্রণীত।

A COMPREHENSIVE
THEORETICAL AND PRACTICAL SCHOOL
FOR

HARMONIUM

BY

DAKSHINA CHARAN SEN.

(Author of Collection of 'Airs for Concert', 'Gita Shiksha' and director 'Blue Ribbon Orchestra'.)

কলিকাতা,

২১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, পুরাণ প্রেসে

শ্রীবিপিনবিহারী মুন্সী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৭।

পূর্ব্বভাষ।

অধুনা হারমোনিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে ও পাশ্চাত্য প্রদেশে এ পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশগুলির প্রথমাংশ কেবলমাত্র উপপত্তিতে (theory) এবং তৎপরবর্ত্তি অংশ ক্রিয়াসিদ্ধিতে (practice) পূর্ণ। এজন্য ঐ সকল গ্রন্থের দ্বারা প্রথমশিক্ষার্থিদের হারমোনিয়ম শিক্ষার অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে। কারণ, ক্রিয়াসিদ্ধির কোন স্থলে শিক্ষার্থিদের অজ্ঞাত কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হইলে, উহা জ্ঞাত হইবার জন্য ঔপপত্তিকাংশের নানা স্থানে অন্বেষণ করিতে হয়।

উল্লিখিত অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে পুস্তকের প্রথমাংশে কেবলমাত্র উপপত্তির, এবং পরবর্ত্তী অংশে কেবলমাত্র ক্রিয়াসিদ্ধির বিষয় লিখিত না হইয়া, ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধাংশ এরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, শিক্ষার্থিগণ এতদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুস্তকস্থিত সমস্ত বিষয়গুলি উত্তম প্রণালীতে ও অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। পাঠের ঔপপত্তিকাংশে যে বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরের ক্রিয়াসিদ্ধাংশে সেই বিষয়েরই সাধনা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবং পাঠের ক্রিয়াসিদ্ধাংশে যে বিষয়ের সাধনা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তৎপূর্ব্বের উপপত্তিতে সম্যক্‌রূপে বুঝান আছে। অধিকন্তু যাহাতে পুস্তকখানির উদাহরণগুলি পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট, সাধনা, গৎ ও গানগুলি সহজসাধ্য, এবং ঐ সকল বিরক্তিকর না হইয়া শ্রুতিমধুর হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

পুস্তক দৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে, উত্তমরূপে মাত্রা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকে এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি অতি সংক্ষেপে বিবৃত থাকে; অথবা ইহার আদৌ কোনও উল্লেখই থাকে না। এজন্য ইহা এই পুস্তকে আধুনিক ইউরোপীয় প্রণালীতে বিস্তৃত ও যথাসম্ভব বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পাঠগুলি এমন ক্রমে ও এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি যে, শিক্ষার্থিরা অতি সহজে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিবেন। প্রথম পাঠে আরম্ভ করিয়া, উচ্চ অঙ্গের অনুশীলনে উপসংহার করিয়াছি।

শিক্ষার্থিদিগকে কিয়ৎপরিমাণে সংযোগালঙ্কৃত (Harmonized) সঙ্গীতের আভাস দিবার জন্য এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে কতিপয় গৎ উক্ত স্বরবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের সাধনা, গৎ ও গানগুলি ইউরোপীয় স্বরলিপিতে (staff notation) লিখিতে পারিলে ভাল হইত। কারণ এই প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং বহুল প্রচলিত। অধিকন্তু এই পদ্ধতি জানা থাকিলে, ইউরোপীয় সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট স্বরগ্রামগুলি ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে শিক্ষা করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল স্বরগ্রামের রচনাকৌশলের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহলী শিক্ষার্থিদের ইউরোপীয় সঙ্গীতের ঔপপত্তিকাংশ জানিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে।

ইউরোপীয় স্বরলিপি শিক্ষায় উল্লিখিত উপকারের সম্ভাবনা থাকিলেও, দুইটি কারণে ইহাতে পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ, ইহা অতি অল্পসংখ্যক ছাপাখানায় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ, ইহা প্রথম শিক্ষার্থিদের বিরক্তিকর হইতে পারে। এই দুই কারণে রাজর্ষি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত স্বরলিপি অবলম্বনে ইহা লিখিত হইল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকখানি অশেষগুণালঙ্কৃত বিদ্যোৎসাহী মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুত যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইল, এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণে অনেকগুলি আবশ্যকীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা :—

প্রথমতঃ শিক্ষার্থিদের মাত্রা শিক্ষা হইবার পর অঙ্গুলী চিহ্নিত স্বরলিপি দৃষ্টে বাজাইতে পারেন; কিন্তু যে স্বরলিপিতে অঙ্গুলী চিহ্ন নাই সেরূপ স্বরলিপি বাজাইতে অতিশয় কঠিন বোধ হয়। এজন্য এই সংস্করণে স্বরলিপিকে অঙ্গুলী চিহ্নিত করিয়া বাজাইবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ এ পর্য্যন্ত গানের স্বরলিপি পূর্ণ বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষাপ্রণালী কোন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এজন্য ঐ প্রণালী ইহাতে অতি বিস্তৃত ও বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ অনেকে গানের সহিত হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এজন্য ইহাতে এই বিষয়ের প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ গ্রাম পরিবর্ত্তন করিয়া বাজাইবার প্রণালী। এইস্থলে সুরগুলির ইংরাজী নাম ও সুরের ব্যবধান সম্যক্‌রূপে বুঝান হইয়াছে।

সরল হারমোনিয়ম-সূত্র সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মতামত।

Lovers of music would gladly wellcome another Book Saral Harmonium Sutra from the pen of that distinguished musician Babu Dakhina Charan Sen. His lifelong devotion to the science and his long experience as a teacher of music is a Sufficient guarantee for the excellence of the book. The excercises are arranged progressively leading the student by easy and gradual steps from the elementary principles to the highest and most refined stage of cultivation **—Amritabazar. November 8—1906.

* * We can only say that the book is exceedingly well calculated to remove all the difficulties that a beginner is likely to encounter in his first attempts at playing on the instrument, * * The principles which are explained in the theoretical portion are immediately followed by an exercise for practice * *—Bengallee. October 19—1906.

* * The book is said to be especially meant for those who want to learn to play on the harmonium without the help of a tutor and we can safely say that it does really do what it professes. * * The exercises immediately follow the theories explained and this is an innovation extremely helpful to the student.—Bandemataram. January. 12-1907

* * এই সরল হারমোনিয়ম সূত্রের সাহায্যে সকলেই অতি সহজে হারমোনিয়ম যন্ত্র আয়ত্ত করিতে পারিবেন। দক্ষিণা বাবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষায় যাহা আবশ্যক তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি ছাত্রগণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। -সঞ্জীবনী, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৩।

* * হারমোনিয়ম শিখিবার জন্য ইহাতে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা খুব সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থিরা অল্প চেষ্টায় ও অল্প সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে হারমোনিয়ম শিক্ষা করিতে পারিবেন।

বসুমতী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৩।

সাধারণ সূচী।

হারমোনিয়মের অবয়ব ও উহাদের ক্রিয়া।*

ক ক'—চরণপীঠ (Foot boards)। হাবমোনিয়ম বাজাইবার সময় ইহাদিগকে এক এক করিয়া পদ দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে চাপিতে ও আল্গা দিতে হয়। উপবিস্থিত চিত্রে ক চিহ্নিত চরণপীঠেব স্বাভাবিক অবস্থা ও ক' চিহ্নিত চরণপীঠের অবনত অবস্থা দর্শিত হইয়াছে।

খ খ'—উত্তোলনদণ্ড (Rockers)। ইহাদের এক প্রান্ত চরণপীঠে ও অপর প্রান্ত ভস্ত্রাফলকে † আবদ্ধ থাকে। পদদ্বারা চরণপীঠ অবনত করিলে চরণপীঠে আবদ্ধ প্রান্ত অবনত ও ভস্ত্রাফলকে আবদ্ধ প্রান্ত উন্নত হয়। চিত্রস্থিত খ—উত্তোলনদণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা ও খ'—উত্তোলন দণ্ডের চরণপীঠে আবদ্ধ প্রান্তেব অবনত ও ভস্ত্রাফলকে আবদ্ধ প্রান্তেব উন্নত অবস্থা।

গ গ'—ভস্ত্রাদ্বয় (Feeders)। উত্তোলনদণ্ডের এক প্রান্ত এই ভস্ত্রার নিম্নস্থিত তক্তায় আবদ্ধ ও অপব প্রান্ত চরণপীঠে আবদ্ধ থাকে। চরণপীঠ অবনত কবিলে ভস্ত্রাফলকে আবদ্ধ প্রান্ত উন্নত হইয়া ভস্ত্রাকে আকুঞ্চিত কবে। চিত্রস্থিত গ—ভস্ত্রার স্বাভাবিক অবস্থা এবং গ'—ভস্ত্রাব আকুঞ্চিত অবস্থা।

ঘ ঘ ঘ ঘ' ঘ' ঘ'—ভস্ত্রাদ্বয়েব নিম্নস্থিত আবরণ (Pallets) পদ দ্বারা চরণপীঠ অবনত করিলে, ভস্ত্রাফলকে আবদ্ধ উত্তোলনদণ্ডের প্রান্ত উন্নত হইয়া ভস্ত্রাকে আকুঞ্চিত করে। তখন ইহার মধ্যস্থিত বায়ুব চাপে ভস্ত্রাফলকের

* প্রথম শিক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে আপাততঃ এই অংশকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

† উপরিস্থিত চিত্রে (গ') ও (গ) চিহ্নিত দুইটী অংশকে ভস্ত্রা বা জাঁতা কহে এবং উহাদের নিম্নস্থিত তক্তাকে ভস্ত্রাফলক কহে।

রণ বন্ধ হওয়াতে তদ্দ্বারা ভিতরের বায়ু নির্গত হইতে পারে না ; এবং ভস্ত্রা আকুঞ্চিত হওয়াতে তন্মধ্যস্থ সমস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করে। আবার চরণপীঠ উন্নত করিলে, ভস্ত্রাফলককে আবদ্ধ লন দণ্ডের প্রান্ত অবনত হইয়া ভস্ত্রাকে প্রসারিত করে তখন বাহিরের বায়ুর চাপে নিম্নস্থিত আবরণ উন্মুক্ত ভাবরৎ প্রয়োজনের জন্য ইহাকে বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখে। চিত্রস্থিত ঘ ঘ ঘ—আবরণ ভস্ত্রাফলকের ছিদ্র হইতে উন্মুক্তের এবং ঘ' ঘ' ঘ'—আবরণ ভস্ত্রাফলকের ছিদ্রমুখে আবদ্ধের অবস্থা।

চ চ'—বায়ুপ্রণালী (Chimney)। এই প্রণালীর দ্বারা ভস্ত্রা হইতে বায়ুগৃহে ও বায়ুকোষে বায়ু প্রবেশ । চিত্রস্থিত চ-প্রণালী বায়ু শূন্য এবং চ'-প্রণালী দ্বারা বায়ুগৃহে* ও বায়ুকোষে বায়ু প্রবেশ দর্শিত হইয়াছে।

ছ ছ'—বায়ুপ্রণালীর উপরিস্থিত মুখের আবরণ (Pallets)। চিত্রস্থিত ছ-আবরণ প্রণালীর মুখে আবদ্ধ এবং আবরণ উন্মুক্ত।

জ জ'—বায়ুগৃহ (Wind chest)। প্রণালীর দ্বারা এই স্থানে বায়ু আনীত হয়। ভস্ত্রা হইতে প্রণালীর বায়ু প্রবেশ করিলে ঐ বায়ুর চাপে প্রণালীর উপরিস্থিত আবরণ উন্মুক্ত হয়; আবার ভস্ত্রা প্রসারিত । প্রণালীর মধ্যস্থিত বায়ুর চাপের অভাবে এবং বায়ুগৃহের মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ প্রযুক্ত ঐ আবরণ বন্ধ হইয়া সুতরাং ভস্ত্রা হইতে বায়ুগৃহে একবার বায়ু প্রবেশ করিলে পুনর্বায় আর ভস্ত্রায় ফিরিয়া যাইতে পারে না। স্থিত বায়ুগৃহের জ-স্থান বায়ুশূন্য এবং জ'—স্থান বায়ুপূর্ণ।

ঝ'—বায়ুকোষে বায়ু প্রবেশের পথ। এই চিত্রে ঝ'-স্থান দিয়া বায়ুপ্রবেশ দর্শিত হইয়াছে।

ট ট'—বায়ুকোষ (Reservoir) এই স্থানে বায়ু সঞ্চিত থাকে। যদি ভস্ত্রা হইতে বায়ু আসিয়া বায়ুকোষে শ না করিয়া কেবলমাত্র রীডে (Reed) লাগে; তাহা হইলে দুইখানি চরণপীঠের একখানি আলগা দিয়া অন্য চাপিবার কালে সমবল বিশিষ্ট অথবা অবিচ্ছিন্ন সুর উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বায়ুকোষে বায়ু সঞ্চিত থাকিলে পীঠ পরিবর্ত্তন কালেও বায়ুকোষের সঞ্চিত বায়ু রীডকে কম্পিত করিতে থাকে; এজন্য সুর বন্ধ বা অসমান বিশিষ্ট হয় না।

ঠ ঠ'—বায়ুকোষের নিম্নস্থ স্প্রীং। এই স্প্রীং বায়ুকোষের নিম্নস্থিত তক্তাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করাতে বায়ুকোষ ঞ্চিত হইতে থাকে, ইহাতে তন্মধ্যস্থ বায়ু রীডকে সবলে কম্পিত করে। এই দুইটী স্প্রীং না থাকিলে বায়ু-ষের সঞ্চিত বায়ু রীডগুলিকে সবলে কম্পিত না করিয়া কেবলমাত্র উহাদিগকে স্পর্শ করিয়া থাকিত।

ড ড'—রীড গৃহের আবরণ। সাধারণশ্রেণীর উপরিভাগে কতকগুলি ষ্টপ † থাকে; উহাদের মধ্যে দুইটি ষ্টপ্ দুইটি আবরণের সহিত সংযুক্ত থাকে; ঐ দুইটি ষ্টপ্ টানিলে দুইটি আবরণ উন্মুক্ত হয়। এই চিত্রে ড-আবরণ দ্ধ এবং ড'-আবরণ উন্মুক্ত এবং তদ্দ্বারা রীড-গৃহে বায়ু প্রবেশ দর্শিত হইয়াছে।

ঢ ঢ'—রীডগৃহ (Reed chamber)। এই স্থানে বায়ুগৃহ হইতে বায়ু আসিয়া রীডে লাগিলে সুর নির্গত এই গৃহের মধ্যস্থলে ব্যবধান দ্বারা ইহা সমান দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। চিত্রস্থিত ঢ চিহ্নিত রীডগৃহ বায়ুশূন্য ঢ'-গৃহে বায়ু প্রবেশ করিয়াছে।

ণ ণ'—রীডগৃহের আবরণের স্প্রীং।

ত ত'—রীডশ্রেণী। রীডগৃহের উপরিস্থিত তক্তাকে রীডবোর্ড (Reed board) কহে। এই রীডবোর্ডে কগুলি স্বল্প পরিসর অথচ লম্বা শ্রেণীবদ্ধ ছিদ্র আছে ঐ সকল ছিদ্রের এক প্রান্তে পাতলা, অল্প পরিসর ও লম্বা ল খণ্ড আবদ্ধ থাকে; উহাদিগকে রীড কহে। রীডবোর্ডের ছিদ্রশ্রেণীর অন্য প্রান্ত শ্রেণীবদ্ধ চর্ম্মাবরণ (Pallets) আবদ্ধ। ঐ চর্ম্মাবরণ হারমোনিয়মের চাবির সহিত যুক্ত থাকে; এবং চাবি টিপিলে রীডবোর্ডের ছিদ্রের আবরণ ক্ত হয়; সুতরাং এই সময় রীডগুলি বায়ু সহযোগে কম্পিত হইয়া সুর নির্গত হয়। চিত্রস্থিত ত-চিহ্নিত অর্দ্ধশ্রেণী বায়ু স্পর্শ করে নাই এবং ত'-চিহ্নিত অর্দ্ধশ্রেণী রীডে বায়ু স্পর্শ করিয়াছে।

---

* জ জ'-চিহ্নিত স্থানকে বায়ুগৃহ কহে। ইহার বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

† ষ্টপের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

সরল

হারমোনিয়ম-সূত্র

প্রথম ভাগ

যেমন আটচল্লিশটী বর্ণ ও কতিপয় চিহ্ন দ্বারা বঙ্গভাষা লিখিত হয়; সেইরূপ সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী বর্ণ (১) ও কতিপয় চিহ্ন দ্বারা সংগীতও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই সাতটী বর্ণকে সুর এবং সাতটী সুরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে।

সা হইতে আরম্ভ করিয়া ঋ গ ম ইত্যাদি ক্রমে উত্থানকে অনুলোম বা আরোহী কহে। কারণ সা অপেক্ষা ঋ উচ্চ, ঋ অপেক্ষা গ উচ্চ, গ অপেক্ষা ম উচ্চ ইত্যাদি। নি হইতে আরম্ভ করিয়া ধ প ম ইত্যাদি ক্রমে অবতরণকে বিলোম বা অবরোহী কহে। কারণ নি অপেক্ষা ধ নিম্ন, ধ অপেক্ষা প নিম্ন, প অপেক্ষা ম নিম্ন ইত্যাদি।

হারমোনিয়মের সারণাশ্রেণীতে (২) (Key board) কতকগুলি সাদা ও কাল চাবি থাকে। কাল চাবিগুলি পর্য্যায় ক্রমে দুইটী ও তিনটী করিয়া সাজান থাকে; তন্মধ্যে সারণার যে যে স্থানে দুইটী করিয়া কাল চাবি আছে, সেই সেই স্থানে দুইটী কাল চাবির প্রথমটীর ঠিক বামপার্শ্বের সাদা চাবিতে (৩) সা এবং উহার দক্ষিণ দিকের পর পর সাদা চাবিতে ক্রমান্বয়ে ঋ গ ম প ধ নি পাওয়া যায়।

সারণার প্রায় মধ্যস্থলে, দুইটী কাল চাবির প্রথমটীর বামদিকের সাদা চাবি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকের পর পর সাদা চাবিতে, সা ঋ গ ম ইত্যাদি যে সাতটী সুর পাওয়া যায়, তাহাদিগকে মুদারা-সপ্তকের সুর কহে।

হারমনি-ফ্লুটের (৪) বামদিকের শেষ চাবি হইতে কতকগুলি চাবি ছাড়িয়া, প্রথম যে দুইটী কাল চাবি পাওয়া যায়, সেই দুইটী কাল চাবির প্রথমটির ঠিক বামপার্শ্বের সাদা চাবি হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ দিকের পর পর সাদা চাবিতে ক্রমান্বয়ে সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী সুর পাওয়া যায়, ইহাদিগকে মুদারা-সপ্তকের সুর কহে।

মুদারাসপ্তকের নি সুরের ঠিক দক্ষিণ দিকের সাদা চাবি হইতে আরম্ভ করিয়া, পুনরায় সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী সুর পাওয়া যায় ইহাদিগকে তারা-সপ্তকের সুর কহে। মুদারা ও তারা সপ্তকের সুর পৃথক করিয়া বুঝাইবার

(১) ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটির আদি বর্ণ লইয়া ইহার সংক্ষেপে সা ঋ গ ম প ধ ও নি নামে উক্ত হয়।

(২) হারমোনিয়মের ডালা গুলিতে অনেক গুলি সাদা ও কাল চাবি শ্রেণীবদ্ধভাবে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সাজান দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণীকে সারণা-শ্রেণী কহে।

(৩) কাল চাবির বিষয় পরে লিখিত হইবে।

(৪) ইহাকে চলিত কথায় বক্স হারমোনিয়ম বলে।

জন্য, তারাসপ্তকের স্বরের মস্তকে এইরূপ (˙) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু মুদারা সপ্তকের স্বরের উপরে বা নিম্নে ঐরূপ কোন্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। যথা :—

মুদারা সপ্তক। তারা সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা

কোন কোন হারমোনিয়মের ও হারমনি-ফ্লুটের সারণাশ্রেণীর উপরিভাগে একটী বা অধিক সংখ্যক ধ্বনি পরিবর্ত্তক কীলক থাকে ঐ গুলিকে ষ্টপ্ (stop) কহে। ষ্টপগুলি টানিয়া দিলে প্রবল, মৃদু অথবা বিভিন্ন প্রকারের (quality or tymbre) স্বর উৎপন্ন হয়।

হারমোনিয়মের আয়তন বৃহৎ হইলে ষ্টপের সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে। আয়তন ভেদে এক হইতে ত্রিশ ষ্টপ্ বিশিষ্ট হারমোনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোনটীতে একটিও ষ্টপ্ থাকে না। একের অধিক ষ্টপ্ বিশিষ্ট হারমোনিয়মে অন্ততঃ একটী ষ্টপ্ টানিয়া না দিলে স্বর নির্গত হয় না।

হারমোনিয়মের ঠিক্ মধ্যস্থলের একটী ষ্টপের দ্বারা স্বরকে ইচ্ছামত প্রবল ও মৃদু করিয়া সংগীতে বৈচিত্র্য উৎপাদন করা যায়। উহাকে এক্স্‌প্রেশন্ ষ্টপ্ (expression stop) কহে।

ছোট হারমোনিয়মে প্রায় চারি অষ্টকের (১) ন্যূন ও বৃহৎ হারমোনিয়মে প্রায় পাঁচ অষ্টকের অধিক চাবি থাকে না; কিন্তু বৃহৎ হারমোনিয়মের সারণাশ্রেণীতে পাঁচ অষ্টকের অধিক চাবি না থাকিলেও ষ্টপের সাহায্যে সাত অষ্টক পর্য্যন্ত স্বর পাওয়া যায়।

কোন কোন হারমোনিয়মে দুই শ্রেণীর সারণা থাকে, কিন্তু উল্লিখিত সকল প্রকার হারমোনিয়মের ভস্ত্রা (২) (bellows) চালনা একই প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়।

হারমোনিয়ম বাদন আরম্ভের পূর্ব্বে আসন ও তদুপরি উপবেশনের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। হারমনি-ফ্লুট বিছানায় বসিয়া ও উহার উপর রাখিয়া অথবা চেয়ারে বসিয়া আঁটুর উপর রাখিয়া বাম হস্তে ভস্ত্রা বা হাপর সঞ্চালন ও দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলী চালনা দ্বারা বাজাইতে হয়।

হারমোনিয়মের চরণপীঠ (৩) (foot board) সমতল না হইয়া সম্মুখ দিকে গড়েন হইয়া থাকে; এজন্য উহার কেদারা বা টুলও উহার বিপরীত দিকে গড়েন হওয়া উচিত; এবং উপবেশন করিলে যাহাতে বাদকের কনুই কাল

(১) হারমোনিয়মের কোন একটী চাবি হইতে গণনা করিয়া তাহার দক্ষিণ বা বাম দিকের প্রথম স্বরের নাম বিশিষ্ট অষ্টম চাবির স্বরকে ও ঐ প্রথম চাবির স্বরের অষ্টক কহে। যেমন ঋ হইতে অষ্টম স্বর ব্যবধানে যে ঋ পাওয়া যায় তাহা প্রথম ঋ র অষ্টক।

(২) হারমোনিয়মে কতকগুলি পাতলা পিত্তল খণ্ড শ্রেণীবদ্ধ থাকে, ঐ সকল পিত্তল খণ্ড বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া স্বর উৎপন্ন হয়। যে যন্ত্র দ্বারা ঐ বায়ু উৎপন্ন হয় তাহাকে ভস্ত্রা বা জাঁতা কহে।

(৩) হারমোনিয়মের সম্মুখে কেদারা বা টুল রাখিয়া তদুপরি উপবেশন করিলে বাদকের পদদ্বয়ের সম্মুখে যে দুইখানি কার্পেট মণ্ডিত ছোট ছোট তক্তা গড়েন ভাবে থাকে, তাহাদিগকে চরণপীঠ (foot board) কহে।

চাবির সহিত সমতলে থাকে সেই অনুসারে কেদারা বা টুল উচ্চ হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ যে কেদারা বা টুলের সম্মুখ ভাগ ভূমি হইতে ২৬ ইঞ্চি এবং পশ্চাৎ ভাগ ২৮ ইঞ্চি উচ্চ তাহাই অধিক সুবিধাজনক। পদদ্বয় যাহাতে অনায়াসে চরণপীঠকে সম্পূর্ণরূপে চাপিতে ও পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তোলিত করিতে পারে তজ্জন্য চেয়ার বা টুল হারমোনিয়মের সম্মুখে ঠিক মধ্যস্থলে এবং উহা হইতে ১০ ইঞ্চি দূরে স্থাপন করা উচিত। অর্থাৎ যন্ত্র হইতে এরূপ দূরে টুল বা চেয়ার স্থাপন করা উচিত যাহাতে বাহুদ্বয় গুটাইয়া সারণা শ্রেণীতে অঙ্গুলী চালনা করিতে না হয়। উল্লিখিতরূপে চেয়ার বা টুল স্থাপিত হইলে তদুপরি উপবেশন করিয়া একটীর অধিক ষ্টপ্‌বিশিষ্ট হারমোনিয়মের দক্ষিণ ও বামদিকের সমচিহ্নবিশিষ্ট দুইটী ষ্টপ খুলিতে হইবে এবং তৎপরে সারণাশ্রেণীতে নিম্নস্থিত চিত্রানুযায়ী হস্ত স্থাপন করিতে হইবে। যথা :—
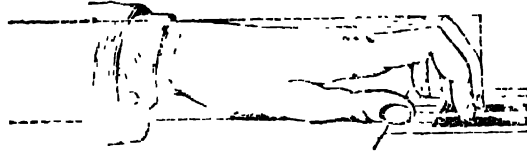
সারণাশ্রেণীতে হস্ত স্থাপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। :—

হস্তের কব্জি কোন মতে উন্নত বা অবনত না হইয়া আয়া ভাবে হস্ত ও বাহুর (১) সহিত সমতলে থাকিবে।

কনুই পাঁজরা স্পর্শ না করিয়া উহার সন্নিকট থাকিবে। অঙ্গুলী চালনার সময় বাহু কিম্বা কব্জি নড়িবে না।

অঙ্গুলীর মূলস্থিত গ্রন্থীগুলি উন্নত বা অবনত না করিয়া হস্তের পশ্চাদ্ভাগের সহিত সমতল করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে হইবে।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগগুলি ক্রমশঃ বক্র হইয়া আসিবে, কিন্তু অধিক বক্র হইয়া নখের অগ্রভাগ চাবিতে স্পর্শ করিবে না।

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলী অন্যান্য অঙ্গুলী অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বক্র হইয়া কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত থাকিবে। যথা :—
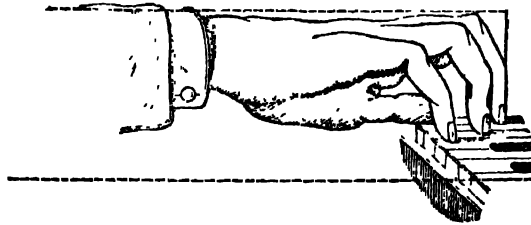
বৃদ্ধাঙ্গুলীর সম্মুখ ভাগকে চাবির উপর সমতলে রাখিবার জন্য ইহাকে সমান রেখায় বিস্তৃত করিয়া রাখিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীকে সারণাশ্রেণীর উপর অথবা ইহার ধারে ঝুলাইয়া রাখা উচিত নয়। যথা :—
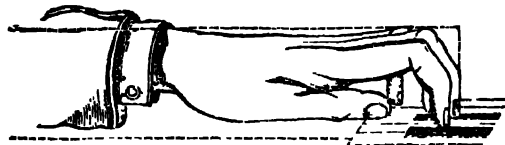
(১) কব্জি হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে হস্ত এবং কব্জি হইতে কনুইয়ের সন্ধি পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে বাহু বলিয়া এই পুস্তকে উক্ত হইয়াছে।

অঙ্গুলী সকল কেবল মাত্র উহাদের মূলস্থিত গ্রন্থীর দ্বারা চালিত হইবে যথা :—

এবং উহাদিগকে সর্ব্বদা সমান ভাবে বক্র করিয়া রাখিতে হইবে।

বৃদ্ধাঙ্গুলী তৃতীয় গ্রন্থীর (অর্থাৎ যে গ্রন্থীর দ্বারা ইহা হস্তের সহিত যুক্ত থাকে) দ্বারাই চালিত হইবে এবং চালনা কালে হস্তের অন্য কোন অংশ নড়িবে না।

যে সকল অঙ্গুলী চাবিকে চাপিয়া না রাখিবে, সেইগুলি চাবির উপর কেবল মাত্র আল্লা ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ ঐ সকল অঙ্গুলী চাবিতে সংলগ্ন থাকিলেও তদ্বারা সুর নির্গত হইবে না।

অঙ্গুলী সকল চাবির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবে।

পাঁচটী অঙ্গুলীর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলীর ব্যবধান অন্যান্য অঙ্গুলীর অপেক্ষা স্বভাবতঃ অল্প," এজন্য বাজাইবার সময় যেন ঐ দুইটী পরস্পরের সহিত সংলগ্ন না হয়।

কোন অঙ্গুলীর দ্বারা একটী চাবির সুর বাজাইয়া অন্য অঙ্গুলীর দ্বারা অন্য চাবির সুর বাজাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পূর্ব্বের চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া লইতে হইবে। কারণ পূর্ব্বের চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিতে বিলম্ব হইলে দুইটী চাবির সুর কিয়ৎকাল একত্রে বাজিবে। আবার ঐ চাবি হইতে অব্যবহিত পূর্ব্বে অঙ্গুলী তুলিয়া না লইয়া অধিক পূর্ব্বে তুলিয়া লইলে দুইটী সুরের মধ্যে ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ঘটিবে।

হস্তকে সহজ (অর্থাৎ আড়ষ্ট না করিয়া) এবং স্বাভাবিক অবস্থায় না রাখিলে বিশুদ্ধরূপে বাজান যায় না। অতএব উপরোক্ত নিয়মে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা মুদারার 'সা'র চাবি টিপিয়া চরণপীঠের উপর এরূপে পদদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে, যেন চরণপীঠের উপর সমগ্র পদতল সংলগ্ন না থাকিয়া কেবল মাত্র অগ্রভাগ সংলগ্ন থাকিয়া গোড়ালি শূন্যে থাকে। যথা :—
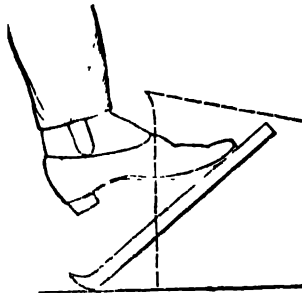
E চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিয়া বাজাইতে হইলে, চরণপীঠে উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী পদদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত ষ্টপ্ ব্যবহার না করিলে, চরণপীঠের নিম্ন প্রান্তে পদের গোড়ালি সংলগ্ন করিয়া বাজান যাইতে পারে। আপাততঃ শিক্ষার্থিরা চরণপীঠের নিম্নপ্রান্তে পদের গোড়ালি সংলগ্ন করিয়া বাজাইবেন পরে যখন E ষ্টপ্ ব্যবহার করিবেন সেই সময় উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী পদদ্বয় স্থাপন করিয়া বাজাইবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন হারমোনিয়মের সারণা শ্রেণীর উপরিভাগে একটী বা অধিক সংখ্যক ষ্টপ্ থাকে। এক্ষণে ঐ ষ্টপ্ গুলির ব্যবহার সংক্ষেপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। (১) যথা :—হারমোনিয়মের ঠিক মধ্যস্থলে E চিহ্নিত যে ষ্টপ্ (২) তাহার দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে 1 2 3 4 ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত ষ্টপ্ থাকে। এবং ঐ E চিহ্নিত ষ্টপের বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ঐরূপ 1 2 3 4 ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত ষ্টপ্ থাকে। হারমোনিয়ম বাজাইবার পূর্ব্বে ষ্টপ্ খুলিতে হইলে, মধ্য স্থলের E চিহ্নিত ষ্টপের দক্ষিণ ও বাম দিকের সম চিহ্ন বিশিষ্ট ষ্টপ্ খুলিতে হইবে।

এক্ষণে E চিহ্নিত ষ্টপের দক্ষিণ ও বাম দিকের 1 চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিয়া প্রথমে চরণপীঠের উপর উল্লিখিত রূপে পদদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে তৎপরে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা সার চাবি টিপিয়া দুইখানি চরণপীঠ এক এক করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে চাপিতে ও আল্গা দিতে হইবে অর্থাৎ চরণপীঠ চাপিবার ও আল্গা দিবার সময় যেন এককালে দুই খানি পা আল্গা দিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বা চাপিয়া সম্পূর্ণ অবনত না করা হয়।

কোন সুরের উপরে বা নিম্নে এইরূপ + চিহ্ন থাকিলে, তাহার চাবিকে বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা, ১ চিহ্ন থাকিলে প্রথমাঙ্গুলীর অর্থাৎ তর্জ্জনীর দ্বারা, ২ চিহ্ন থাকিলে দ্বিতীয়াঙ্গুলীর অর্থাৎ মধ্যমার দ্বারা, ৩ চিহ্ন থাকিলে তৃতীয়াঙ্গুলীর অর্থাৎ অনামিকার দ্বারা ও ৪ চিহ্ন থাকিলে চতুর্থাঙ্গুলীর অর্থাৎ কনিষ্ঠার দ্বারা বাজাইতে হইবে।

দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কোন সুরের চাবি টিপিয়া অন্য একটি সুরের চাবি টিপিতে হইলে, প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে যে দ্বিতীয় সুরটি প্রথম সুর অপেক্ষা উচ্চ অথবা নিম্ন। উচ্চ হইলে প্রথম সুরের চাবিতে যে অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে, পরস্থিত সুরের চাবিতে তাহার দক্ষিণ দিকের অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইবে। যথা :—প্রথমে দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় অঙ্গুলীর দ্বারা গ বাজাইয়া ম বা প বাজাইতে হইলে, দ্বিতীয় অঙ্গুলীর দক্ষিণ দিকের অঙ্গুলী অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইবে যথা :— গ ম প (২ ৩ ৪) কারণ গ অপেক্ষা ম ও প উচ্চ। প্রথম সুর অপেক্ষা দ্বিতীয় সুরটি নিম্ন হইলে, প্রথম সুরের চাবিতে দক্ষিণ হস্তের যে অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় সুরের চাবিতে তাহার বামদিকের অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইবে যথা :—দ্বিতীয় অঙ্গুলীর দ্বারা গ বাজাইয়া ঋ বা সা বাজাইতে হইলে, দ্বিতীয় অঙ্গুলীর বাম দিকের অঙ্গুলী অর্থাৎ প্রথম বা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইবে যথা :— গ ঋ সা (২ ১ +)। কারণ গ অপেক্ষা ঋ ও সা নিম্ন সুর। বাম হস্তের অঙ্গুলী ইহার ঠিক বিপরীত নিয়মে ব্যবহৃত হইবে।

প্রথমশিক্ষার্থীদের এককালে চরণপীঠ চালনা ও সারণাতে অঙ্গুলী চালনার সময় প্রায়ই চরণপীঠ চালনা অঙ্গুলী চালনার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; অর্থাৎ অঙ্গুলী ধীরে ধীরে চালনা করিবার সময় চরণপীঠ ধীরে ধীরে চালিত হয় এবং অঙ্গুলী দ্রুত চালিত হইলে চরণপীঠও দ্রুত চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, অঙ্গুলী চালনার সহিত চরণপীঠ চালনার কোন সংশ্রব নাই; কারণ সুরের প্রাবল্য ও মৃদুতার প্রয়োজন অনুসারে চরণপীঠ দ্রুত ও ধীরে চালিত হওয়া উচিত। উপরোক্ত দোষ নিবারণের জন্য প্রথমতঃ অঙ্গুলী চালনার সহিত চরণপীঠ চালনা না করিয়া হারমোনিয়মের কেবলমাত্র একটি চাবি টিপিয়া দুইখানি চরণপীঠ এক

---

(১) সমস্ত ষ্টপ্ ও উহাদের কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

(২) E চিহ্নিত ষ্টপের ব্যবহারের নিয়ম পরে লিখিত হইবে।

এক করিয়া ধীরে ধীরে চাপিয়া ও আল্গা দিয়া চরণপীঠ চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে চরণপীঠ চালনা অভ্যাস হইলে; চরণপীঠ চালনা বন্ধ করিয়া পরপ্রস্তুত সাধনের সুরের চাবিগুলিতে প্রথমে ধীরে অঙ্গুলী চালনা অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ দ্রুত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে সাধনগুলিতে দ্রুত অঙ্গুলী চালনা অভ্যাস হইলে দ্রুত অঙ্গুলী চালনার সহিত ধীরে চরণপীঠ চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এই সময় চরণপীঠ দুইখানি যাহাতে ধীরে ধীরে এবং পর্য্যায়ক্রমে এক এক খানি চালিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী থাকিতে হইবে। চরণপীঠ ক্রমশঃ দ্রুত চালিত হইয়া অঙ্গুলী চালনার অনুবর্ত্তী হইলে, অঙ্গুলী চালনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র সা'র চাবি টিপিয়া কয়েক বার ধীরে ধীরে চরণপীঠ চালনা করতঃ পুনরায় উহার সহিত দ্রুত অঙ্গুলী চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। সাধনগুলি এইরূপে বারম্বার অভ্যাস করিলে, অঙ্গুলী চালনার সহিত চরণপীঠ চালনার সহানুভূতি নিবারিত হইবে। এখানে শিক্ষার্থিদিগকে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী চালনার সহিত চরণপীঠ চালনার জন্য অনুরোধ না করিয়া একেবারে দ্রুত অঙ্গুলী চালনার সহিত চরণপীঠ চালনার জন্য অনুরোধ করিবার কারণ এই যে দ্রুত অঙ্গুলী চালনাকালে চরণপীঠ অঙ্গুলী চালনার অনুবর্ত্তী হইয়া অধিক দ্রুত চালিত হইলে, শিক্ষার্থিরা সহজেই উহা অনুভব করিতে পারিবেন, কিন্তু ধীরে ধীরে অঙ্গুলী চালনা কালে চরণপীঠ অঙ্গুলী চালনার অনুবর্ত্তী হইলে, শিক্ষার্থিরা সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

নিম্নলিখিত প্রত্যেক ডবল দ্বিরু ছেদের অন্তর্গত ১ ২ ৩ এবং ৪ চিহ্নিত এক একটি সাধনকে আটবার করিয়া বাজাইতে হইবে।

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

(দক্ষিণ হস্তে)

(১)

+	১	২	৩	৪	৩	২	১
সা	ঋ	গ	ম	প	ম	গ	ঋ

(২)

+	১	২	৩	৪	২	৩	১
সা	ঋ	গ	ম	প	গ	ম	ঋ

(৩)

+	১	২	১	২	৩	২	৩	৪	১	২	৩
সা	ঋ	গ	ঋ	গ	ম	গ	ম	প	ঋ	গ	ম

(৪)

২	১	+	৩	২	১	৪	৩	২	৩	২	১
গ	ঋ	সা	ম	গ	ঋ	প	ম	গ	ম	গ	ঋ

পঞ্চাঙ্গুলী সাধনাকালে পাঁচটি অঙ্গুলী ব্যতীত হস্তের অন্য কোন অংশ নড়িবে না। এই সময় প্রায়ই দক্ষিণ হস্তের তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্গুলী চালনা কালে দক্ষিণ হস্তের কনুই দক্ষিণ দিকে ও বাম হস্তের কনুই বামদিকে অগ্রসর হয়। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, দক্ষিণহস্তে অঙ্গুলী চালনা কালে বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণ হস্তের কনুইকে ও বাম হস্তে অঙ্গুলী চালনা কালে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাম হস্তের কনুইকে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

পঞ্চাঙ্গুলী চালনা কালে দক্ষিণ বা বাম হস্তের কব্জী অবনত না হইয়া হস্ত ও বাহুর সহিত সমতলে থাকিবে। দক্ষিণ হস্তের কব্জী অবনত হইলে, বাম হস্তকে দক্ষিণ হস্তের কব্জীর নিম্নে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের কব্জীকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ঐরূপ বাম হস্তের কব্জী অবনত হইলে, দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের কব্জীর নিম্নে রাখিয়া বাম হস্তের কব্জীকে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

স্বরলিপি (১) দৃষ্টে বাজাইবার সময় শিক্ষার্থিদের দৃষ্টি সারণাশ্রেণী ও হস্তের দিকে না থাকিয়া কেবল মাত্র স্বরলিপির উপর থাকিবে, নতুবা দৃষ্টিমাত্র স্বরলিপি হইতে বাজান কোনক্রমে আয়ত্ত হইবে না। স্বরলিপি হইতে বাজাইবার সময় একবার হস্তের দিকে ও একবার স্বরলিপিতে দৃষ্টি করিলে, স্বরলিপির ঠিক বাজাইবার স্থানে শীঘ্র দৃষ্টি পড়িবে না। শিক্ষার্থিরা নিম্নলিখিত উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে স্বরলিপি বাজাইবার সময় তাঁহাদের সারণা দেখিবার প্রয়োজন হইবে না।

যেমন সা'র চাবিতে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও পর পর সাদা চাবিতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অঙ্গুলী (কেবল মাত্র আল্গা ভাবে) স্থাপন করিয়া (সারণা না দেখিয়া) সা বাজাইতে হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলী, ঋ বাজাইতে হইলে ১ম, গ বাজাইতে হইলে ২য়, ম বাজাইতে হইলে ৩য় ও প বাজাইতে হইলে চতুর্থাঙ্গুলীর দ্বারা উহাদের নিম্নস্থিত চাবি টিপিতে হয়। তেমনি ঋ'র চাবিতে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও পর পর সাদা চাবিতে ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থাঙ্গুলী স্থাপন করিয়া ঋ বাজাইতে হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলী, গ বাজাইতে হইতে ১ম, ম বাজাইতে হইলে ২য়, প বাজাইতে হইলে ৩য় ও ধ বাজাইতে হইলে ৪র্থ অঙ্গুলীর দ্বারা উহাদের নিম্নস্থিত চাবি টিপিতে হইবে। এইরূপ যে কোন স্বরের চাবিতে বৃদ্ধাঙ্গুলী স্থাপিত হইবে, তাহা হইতে ২য় স্বরের চাবিতে প্রথমাঙ্গুলী, ৩য় স্বরের চাবিতে দ্বিতীয়াঙ্গুলী ৪র্থ স্বরের চাবিতে ৩য় অঙ্গুলী ও পঞ্চম স্বরের চাবিতে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীর ন্যায় অন্যান্য অঙ্গুলীও ঐরূপ যে কোন স্বরের চাবিতে স্থাপন করিয়া তাহা হইতে ২য় স্বরের চাবি তৎপরস্থিত অঙ্গুলীর দ্বারা, ৩য় স্বরের চাবি সেই অঙ্গুলী হইতে ৩য় অঙ্গুলীর দ্বারা টিপিতে হইবে ইত্যাদি, যথা :—বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা ম বাজাইলে, ২য় অঙ্গুলীর দ্বারা ধ বাজিবে। কারণ যেমন ম হইতে ধ ৩য় স্বর, সেইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে মধ্যমা তৃতীয় অঙ্গুলী। ১ম অঙ্গুলীর দ্বারা সা বাজাইলে, ৪র্থ অঙ্গুলীর দ্বারা ম বাজিবে। কারণ যেমন সা হইতে ম ৪র্থ স্বর, সেইরূপ তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠা ৪র্থ অঙ্গুলী। অঙ্গুলী চালনার এইরূপ নিয়মকে পঞ্চাঙ্গুলী সাধনার নিয়ম কহে। কারণ এইরূপ সাধনায় পাঁচ স্বরের অতিরিক্ত স্বর ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং হস্তকে সারণার উপর এক স্থানে স্থাপন করিয়া পাঁচটি অঙ্গুলীর দ্বারা পাঁচ স্বর বাদিত হইয়া থাকে।

এইরূপে কোন স্বর হইতে তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ব্যবধান বিশিষ্ট স্বর থাকিলে, এবং ঐ ব্যবধান বিশিষ্ট স্বরে কোন অঙ্গুলী চিহ্ন না থাকিলে, সেই প্রথম স্বর হইতে ক্রমান্বয়ে পর পর স্বরগুলির চাবি টিপিয়া যাইবার কালে উহাদের নাম গুলি উচ্চারণ করিয়া ঐ ব্যবধান বিশিষ্ট স্বরে যাইতে হইবে, যথা :—দক্ষিণ হস্তের জন্য ঋর পর ধ থাকিলে, এবং ঋতে বৃদ্ধাঙ্গুলীর চিহ্ন থাকিলে, ক্রমান্বয়ে ঋ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকের ঋ গ ম প ধ স্বর গুলির নাম উচ্চারণের সহিত উহাদের চাবিগুলি + ১ ২ ৩ ৪ অঙ্গুলীর দ্বারা টিপিয়া যাইতে হইবে। তৎপরে ঐ অন্তর বিশিষ্ট প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরে ব্যবহৃত দুইটি অঙ্গুলীর দ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বাজাইয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—এস্থলে + এবং ৪ অঙ্গুলীর দ্বারা ঋ ও ধকে পুনঃ পুনঃ বাজাইয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

অঙ্গুলী চিহ্নিত সাধন বাজাইবার সময় যদিও উপরোক্ত নিয়মে স্বর ও অঙ্গুলীর হিসাব না করিয়া কেবল মাত্র স্বরগুলির উপরিস্থিত বা নিম্নস্থিত অঙ্গুলী চিহ্ন দেখিয়া চাবি টিপিলে, সাধনের স্বরগুলি বাজান যায়, তথাপি উপরোক্ত নিয়মে স্বরগুলির ব্যবধান ও অঙ্গুলীর হিসাব করিয়া বাজাইতে চেষ্টা করা উচিত।

---

(১) সা ঋ গ ম ইত্যাদি স্বর ও কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা সংগীত লিখিত হইয়া থাকে, এইরূপ লিখিত সংগীতকে স্বরলিপি কহে।

স্বরলিপি দৃষ্টে বাদন কালে, স্বরলিপির যে অংশ বাদিত হইবে, বাদকের দৃষ্টি ঠিক সেই অংশের উপর থাকিবে; অর্থাৎ বাদক স্বরলিপির যে যে অংশ বাজাইয়া অগ্রসর হইবেন, বাদকের দৃষ্টি ও স্বরলিপির সেই সেই অংশের উপর দিয়া অগ্রসর হইবে। স্বরলিপির যে অংশ বাজান হইতেছে, বাদকের দৃষ্টি সেই অংশ হইতে কোনরূপে অগ্র পশ্চাৎ হইবে না। অনেক সময় স্বরলিপি মুখস্থ হইয়া গেলে, স্বরলিপির উপর দৃষ্টি না রাখিলেও বাদনের কোনরূপ ব্যাঘাৎ হয় না, এরূপ স্থলে দ্রুত বাজাইলে, বাদকের দৃষ্টি স্বরলিপির বাদিত অংশের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না। এই প্রকার বাদনকে স্বরলিপি দৃষ্টে বাদন না বলিয়া মুখস্থ বাদন বলে। উপরিউক্ত দোষ নিবারণের জন্য, স্বরলিপি দেখিয়া ধীরে ধীরে বাজান উচিত; এবং স্বরলিপি মুখস্থ হইলেও দ্রুত না বাজাইয়া, যেরূপে বাজাইলে বাদকের দৃষ্টি স্বরলিপির বাদিত অংশের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে, প্রথমতঃ সেইরূপ শ্লথ বাজাইতে অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ দ্রুত বাজাইতে চেষ্টা করা উচিত।

কোন স্বরের স্থায়ী কাল পর্য্যন্ত বাদকের দৃষ্টি সেই স্বরের উপর থাকিবে এবং সেই স্বরের স্থায়ী কাল অতীত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী স্বরের উপর যাইয়া বাদকের দৃষ্টি অবস্থিতি করিবে। এই প্রণালীতে স্বরলিপির স্বরগুলি পর পর ধীরে ধীরে বাজাইলে, নূতন স্বরলিপি দৃষ্টে অবাধে বাজান আয়ত্ত হইবে।

মাত্রা।

যেমন সা ঋ গ ম ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা স্বরের ওজন, অর্থাৎ উচ্চতা বা নিম্নতা লিখিত হয়, সেইরূপ কতকগুলি চিহ্নের দ্বারা ঐ সকল স্বরের স্থিতি কালেরও পরিমাণ লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল চিহ্নকে মাত্রা-চিহ্ন কহে। মাত্রা চিহ্ন স্বরের উপরে লিখিত হয়। স্বরলিপি দেখিয়া যন্ত্র বাজাইতে হইলে, স্বরগুলিকে উহাদের উপরিস্থিত মাত্রা অনুসারে স্থায়ী করিয়া যন্ত্র বাজাইতে হয়।

কোন স্বর বাজাইতে হইলে উহার চাবিটী ঐ স্বরের উপরিস্থিত মাত্রা কাল পর্য্যন্ত টিপিয়া রাখিতে হইবে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা অধিক বা অল্প কাল টিপিয়া রাখা উচিত নয়।

স্বল্পকাল স্থায়ী স্বরগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বাজান উচিত; এরূপ স্থলে অঙ্গুলী সকলকে একটী চাবি হইতে অন্য চাবির উপর টানিয়া না লইয়া আবশ্যক মত তুলিয়া লওয়া উচিত; কারণ চাবির উপর অঙ্গুলী অতি সামান্য মাত্র স্পর্শ করিলেও স্বর নির্গত হইতে পারে। অধিক কাল স্থায়ী স্বরগুলিকে বাজাইবার সময় চাবিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে চাপা উচিত।

প্রথম শিক্ষার্থিদের মাত্রা শিক্ষার জন্য একটি মাত্রামাণ (metronomme) যন্ত্রের সাহায্য লইলে সুবিধা হইবে। ঐ যন্ত্রে লৌহ নির্ম্মিত একটি শলাকা আছে এবং শলাকায় একটী ভার সংলগ্ন আছে। ঐ ভার সংলগ্ন শলাকা একবার দক্ষিণ ও তৎপরে বামদিকে সঞ্চালিত হওয়াতে টক্ টক্ শব্দ হয়। ঐ শব্দের দ্বারা স্বরগুলিকে উহাদের মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া যন্ত্র বাজাইতে হয়। অধিকন্তু ঐ শলাকার ভারটি উপরের বা নীচের দিকে সরাইয়া দিলে শলাকার গতি শ্লথ বা দ্রুত হইয়া টক্ টক্ শব্দের মধ্যস্থ সময়ের ব্যবধান অধিক বা অল্প হয়। অধুনা ইউরোপীয় সংগীতের স্বরলিপির উপরে প্রায়ই মাত্রামাণ যন্ত্রের জন্য অঙ্কপাত থাকে; ঐ অঙ্কানুসারে মাত্রামাণের দক্ষিণ ও বামদিকে যে অঙ্কপাত আছে, শলাকার ভার সরাইয়া উহার ঠিক অগ্রভাগ সেইরূপ অঙ্কের উপর স্থাপন করিয়া মাত্রামাণের লয়ে (১) বাজাইতে হয়। কোন কোন মাত্রামাণের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী পিত্তলের শলাকা

(১) সংগীতের গতিকে লয় কহে, যথা:—দ্রুতলয় বিশিষ্ট সংগীত, মধ্যলয় বিশিষ্ট সংগীত, ও শ্লথলয় বিশিষ্ট সংগীত।

থাকে ; ঐ শলাকা টানিয়া দিলে টুং টুং করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় শব্দ হয় ; ঐ শব্দের দ্বারা সঙ্গীতের দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা, চতুর্মাত্রা ইত্যাদি বিশিষ্ট পদ (১) বিভাগ করা যায় ; ঐ সকল পদ বিভাগের অঙ্ক পিত্তল শলাকায় অঙ্কিত থাকে।

মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত একমাত্রা কাল। (২)

বাদকের দৃষ্টি কখন মাত্রামাণের শলাকার দিকে থাকিবে না। কারণ শলাকার দিকে দেখিলে, উহা বামদিকে বা দক্ষিণ দিকে কত দূর অবনত হইয়া টক্ শব্দ উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির করা যায় না। এজন্য কেবল কর্ণে শুনিয়া উভয় টক্ টক্ শব্দের ব্যবধান স্থির করিতে হইবে।

মাত্রামাণ অভাবে যন্ত্র বাজাইবার সময় হস্ত বা পদের সমকালান্তরে একবার পাতন ও পরে উত্তোলন করিতে হয়। এই রূপে ক্রমান্বয়ে পাতন ও উত্তোলন দ্বারা সুরগুলিকে উহাদের উপরিস্থিত মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া যন্ত্র বাজাইতে হয়।

যেরূপ সাতটি সুরের সা ঋ গ ম ইত্যাদি সাতটি নাম ব্যবহৃত হয় ; সেইরূপ বিভিন্ন মাত্রার টা, টাই, টে, কে ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হয় (৩) এবং ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ কালে, স্বরলিপির সুরগুলিকে স্থায়ী করিয়া বাজাইতে হয়।

টা, টাই ইত্যাদি শব্দের স্থায়ী কালের পরিমাণ করিবার জন্য মাত্রামাণের সাহায্য লইতে হয়, অথবা করতলের দ্বারা একবার পাতন ও পরে উত্তোলন করিতে হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পাতন ও উত্তোলনের দ্বারা ঐ শব্দগুলিকে স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

পাতন ও উত্তোলন উভয়ই সমকাল স্থায়ী হওয়া উচিত ; অর্থাৎ পাতন অপেক্ষা উত্তোলন বা উত্তোলন অপেক্ষা পাতন দ্রুত বা শ্লথ হইবে না। এবং করতল পাতনের পর যতক্ষণ স্থায়ী হইয়া উত্থিত হইবে ; আবার উত্তোলনের পর ততক্ষণ স্থায়ী হইয়া পুনর্ব্বার পতিত হইবে।

পাতন ও উত্তোলন অভ্যাসের জন্য প্রথমে ধীরে ধীরে ও সমকালান্তরে ১ ২ ৩ ৪, ১ ২ ৩ ৪, ১ ২ ৩ ৪ এইরূপ গণনা বহুবার আবৃত্তি করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। পরে ১ উচ্চারণ কালে পাতন, ২ উচ্চারণ কালে উত্তোলন, ৩ উচ্চারণ কালে পুনরায় পাতন এবং ৪ উচ্চারণ কালে উত্তোলন, এইরূপে একটী অঙ্ক উচ্চারণ কালে পাতন ও অন্য একটি অঙ্ক উচ্চারণ কালে উত্তোলন, অথবা মাত্রামাণের শলাকার ভারটি ৬০ অঙ্কে স্থাপন করিয়া, একটি টক্ শব্দের কালে পাতন ও আর একটি টক্ শব্দের কালে উত্তোলন উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে, (৪) সম-

(১) কবিতাতে যেমন ছন্দ বিশেষে নিয়মিত স্থানে প্রস্বন (accent) পড়ে, সংগীতেও সেইরূপ ছন্দ বিশেষে নিয়মিত মাত্রা ব্যবধানে প্রস্বন পড়ে। ঐরূপ প্রস্বন গুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল প্রস্বন গুলিকে তাল কহে। প্রত্যেক তালের পূর্ব্বে এইরূপ। রেখা ব্যবহৃত হয় এবং ঐরূপ দুইটি রেখার অন্তর্গত অংশকে পদ কহে।

(২) কোন সুরের উপর এইরূপ '।' চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে একমাত্রা বিশিষ্ট বুঝিতে হইবে।

(৩) উক্ত প্রণালী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশীয় M. Aimo Paris দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই প্রণালীর দ্বারা একমাত্রার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশগুলিকে স্পষ্ট বিভাগ করিয়া বিশুদ্ধরূপে বাজান যাইতে পারে। অধিকন্তু এই প্রকার মাত্রা প্রণালীর দ্বারা অতি সহজে স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষা করা যাইতে পারে।

(৪) মাত্রামাণের একটী টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত একমাত্রা কাল ; সুতরাং একমাত্রা কালের জন্য একটি মাত্র টক্ শব্দের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এস্থানে একটি টক্ শব্দ পা'র কালে অর্থাৎ একটি অর্দ্ধমাত্রায় এবং

কালান্তরে পাতন ও উত্তোলন অভ্যাস হইয়া যাইবে। বিশুদ্ধরূপে মাত্রা বিভাগের জন্য উক্ত প্রণালীতে পাতন ও উত্তোলন অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

যে মাত্র পাতন আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে পতিত অবস্থা যতটুকু, অর্থাৎ উত্তোলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত, অর্দ্ধমাত্রা কাল। সেইরূপ উত্তোলন আরম্ভের সময় হইতে শূন্যে স্থায়ীকাল যতটুকু, অর্থাৎ পুনর্ব্বার পাতন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা কাল।

অতঃপর সুবিধার নিমিত্ত পাতন আরম্ভের কাল হইতে উত্তোলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কে পাতন, ও উত্তোলন আরম্ভের কাল হইতে পুনরায় পাতন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তকে উত্তোলন বলিয়া উক্ত হইবে।

একবার পাতন ও তৎপরে উত্তোলন কাল মিলিয়া একমাত্রা কাল হয়। উপরোক্ত শব্দগুলির মধ্যে যে শব্দটি অর্দ্ধমাত্রিক, তাহা একবার পাতন, বা একবার উত্তোলন কাল স্থায়ী হইবে। আর যে শব্দ একমাত্রিক, তাহা একবার পাতন ও একবাব উত্তোলন কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।

অতঃপর পাতন ও উত্তোলনের পরিবর্ত্তে 'পা' ও 'উ' লিখিত হইবে।

১ম প্রণালী।—একমাত্রা শিক্ষা করিবাব জন্য মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দেব কাল হইতে তৎপরবর্ত্তী টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত টা শব্দকে উচ্চারণ কবিয়া স্থায়ী কবিতে হইবে, পবে ঐ টা শব্দের স্থায়ীকালে একমাত্রিক স্বরকে স্থায়ী কবিয়া বাজাইতে হইবে। মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দের সহিত একমাত্রিক সুর বাজাইতে আবম্ভ করিয়া তৎপরস্থিত দ্বিতীয় টক্ শব্দেব আগমন কাল পর্য্যন্ত উহাকে স্থায়ী করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ স্থলে দ্বিতীয় টক্ শব্দ আসিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় মাত্রা বিশিষ্ট সুর বাজিবে না। বা দ্বিতীয় টক্ শব্দের পর দ্বিতীয় মাত্রা বিশিষ্ট সুব বাজাইতে বিলম্ব হইবে না। মাত্রামাণেব সহিত এক মাত্রিক সুর বাজাইতে অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে মাত্রামাণেব এক একটি টক্ শব্দেব সহিত ১ ২ ৩ ৪ এই চারিটি অঙ্ক বার বার উচ্চাবণ করিয়া অভ্যাস হইলে, মাত্রামাণেব সহিত একমাত্রা বিশিষ্ট এক একটি সুব এক একটি টা উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

অথবা পা' এবং উ'র কালে টা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। (১) যথা:—

পা উ, পা উ, পা উ, পা উ
টা— টা — টা— টা— | তৎপরে একমাত্রিক স্বর যথা:—সা বাজাইতে হইলে, টা উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত 'সা'কে স্থায়ী করিতে হইবে। কারণ টা শব্দ এইরূপে উচ্চারিত হইলে, একমাত্রিক হইয়া থাকে। (২)

অন্য একটি টক্ শব্দ উ'র কালে অর্থাৎ আর একটি অর্দ্ধমাত্রায়, সুতবাং এক মাত্রায় দুইটি টক্ শব্দ ব্যবহার করিতে বলা হইতেছে। এরূপ অনুরোধ কেবল মাত্র সমকালান্তরে পা ও উ অভ্যাসের জন্য। কিন্তু অতঃপব সকল স্থানেই একমাত্রার জন্য একটি টক্ শব্দের প্রযোজন হইযা থাকে।

(১) টা'কে একমাত্রা কাল অর্থাৎ পা' এবং উ'র কালে স্থাযী কবিবার সময় পা'র কালে টা উচ্চারণ করিয়া উ'রকাল পর্য্যন্ত (পৃথকভাবে উহার স্বরাংশ আ উচ্চারণ না করিয়া) টা'কে অবিচ্ছেদে স্থাযী করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে অর্দ্ধমাত্রা বা অন্য কোন প্রকার ভগ্নমাত্রার স্থায়ীত্ব বিভাগ কবিবার প্রযোজন হয, সেই স্থানে পৃথকভাবে আ উচ্চারণের প্রযোজন হইযা থাকে।

(২) এই টা শব্দ আবার এক মাত্রার যে কোন প্রকাব প্রথম ভগ্নাংশেব জন্য ব্যবহৃত হইযা থাকে যথা:—এক মাত্রার প্রথমার্দ্ধ অংশ, প্রথম এক তৃতীযাংশ, প্রথম এক চতুর্থাংশ এবং প্রথম এক অষ্টমাংশ ইত্যাদি। শিক্ষার্থিগণ পরস্থিত নানা প্রকার মাত্রার বিষয় শিক্ষা করিলে উহা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

শিক্ষার্থিদের তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ সারণা না দেখিয়া অঙ্গুলী চালনা করা, দ্বিতীয়তঃ টা, টাই ইত্যাদি মাত্রা শব্দ উচ্চারণে অবহেলা না করা, তৃতীয়তঃ নূতন সাধনগুলি ধীরে ধীরে অভ্যাস করা।

নিম্নস্থিত সাধনে দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার অংশের উপরে অঙ্গুলী চিহ্ন ও নিম্নে মাত্রার জন্য টা শব্দগুলি এবং বামহস্তে বাজাইবার অংশের নিম্নে অঙ্গুলী চিহ্ন ও উপরে মাত্রার জন্য টা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। সাধনগুলির প্রত্যেক দুইটী দ্বিচ্ছেদের (১) মধ্যস্থিত অংশগুলিকে আটবার বাজাইতে হইবে।

শিক্ষার্থিরা পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি মঃ—৬০ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা, টা মাত্রা শব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইবেন।

মাত্রামাণ :—৬০

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন—চতুর্মাত্রিক ছন্দ। (২)

(এক মাত্রা)

দক্ষিণ হস্তে—

অঙ্গুলীচিহ্ন	+	১	২	৩		৪	৩	২	১		+	১	২	৩	
	: সা̇	ঋ̇	গ̇	ম̇	|	প̇	ম̇	গ̇	ঋ̇ :	‖	: প	ধ	নি	সা̇	|
মাত্রা শব্দ	টা	টা	টা	টা	|	টা	টা	টা	টা	‖	টা	টা	টা	টা	|

৪	৩	২	১		+	১	২	৩		৪	৩	২	১	
ঋ̇	সা̇	নি	ধ :	‖	: ম	প	ধ	নি	|	সা̇	নি	ধ	প :	‖
টা	টা	টা	টা	‖	টা	টা	টা	টা	|	টা ইত্যাদি।				

নিম্নলিখিত সাধনায় মাত্রাশব্দ টা টা প্রদত্ত হইল না, কারণ শিক্ষার্থিগণ কেবল মাত্র লিখিত মাত্রাশব্দ দেখিয়া বাজাইলে, মাত্রাশব্দ বিহীন স্থলগুলিতে স্বয়ং মাত্রাশব্দ ব্যবহার করিয়া বাজাইতে পারিবেন না। তজ্জন্য অতঃপর কেবল একটি করিয়া নূতন প্রকার মাত্রা সাধনে মাত্রাশব্দ লিখিত থাকিবে এবং পরস্থিত ঐ প্রকারের মাত্রাবিশিষ্ট সাধনে মাত্রাশব্দ লিখিত থাকিবে না। মাত্রাশব্দ বিহীন সাধনে শিক্ষার্থিগণ উপযুক্ত মাত্রাশব্দ উচ্চারণে বাজাইতেছেন কিনা শিক্ষকগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

মঃ—৬০

২য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

দক্ষিণ হস্তে।

+	১	২	৩		৪	২	৩	১		+	২	১	৩	
: সা	ঋ	গ	ম	|	প	গ	ম	ঋ :	|	: সা	গ	ঋ	ম	|

(১) স্বরলিপির শেষে অথবা অন্য কোন স্থানে এইরূপ ‖ দ্বিচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। যদি কোন স্থানে ছেদের পর দুইটী বিন্দু ব্যবহৃত হয়, যথা :—।: ও তৎপরে অন্য কোন স্থানে ছেদের পূর্ব্বে ঐরূপ দুইটী বিন্দু ব্যবহৃত হয়, যথা :—:। তাহা হইলে এইরূপ।: :। দুইটী ছেদের অন্তর্গত সমস্ত স্বরগুলির পুনরাবৃত্তি হইবে।

(২) কোন স্বরলিপির প্রতিপদে দুই মাত্রা থাকিলে তাহাকে দ্বিমাত্রিক, তিন মাত্রা থাকিলে ত্রিমাত্রিক এবং চারি মাত্রা থাকিলে চতুর্মাত্রিক ছন্দ বিশিষ্ট সংগীত কহে।

২ ৪ ৩ ১ + ১ ২ +

গ প ম ঋ : : সা ঋ গ সা ঋ প ম ঋ :

নিম্নলিখিত প্রত্যেক সাধনের কেবলমাত্র প্রথম স্বরে অঙ্গুলী চিহ্ন প্রদত্ত হইল এবং অবশিষ্ট স্বরগুলিতে অঙ্গুলী চিহ্ন বা মাত্রাশব্দ লিখিত হইল না। এরূপ স্থলে শিক্ষার্থিগণ উপযুক্ত অঙ্গুলী ব্যবহারে এবং মাত্রাশব্দ উচ্চারণে বাজাইতেছেন কিনা শিক্ষকগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

মঃ—৬০

৩য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

দক্ষিণ হস্তে—

| : প ধ নি প | ঋ নি সা ধ : || : গ ম প ধ

| নি ধ প ম : || : প নি ঋ নি | প নি ঋ নি |

| ধ সা নি ধ : || : সা নি ধ প | ধ নি সা ঋ : |

|| : গ ঋ সা গ | প ম গ ঋ | সা ঋ গ ম : ||

| : সা নি ধ প | ম প ধ ম | প ধ নি প : ||

মঃ—৬০

৪র্থ পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

বামহস্তে (১)

| মাত্রাশব্দ টা টা টা টা | টা টা টা টা || টা ইত্যাদি—

| : সা ঋ গ ম | প ম গ ঋ : || : ম গ প ম |

| অঙ্গুলী চিহ্ন ৪ ৩ ২ ১ | + ১ ২ ৩ || ১ ২ + ১

গ ম ঋ গ : || : গ ম প ধ | নি ধ প ম : ||

২ ১ ৩ ২ ৪

| : গ ম প ম | গ সা গ সা : || : ঋ গ ম ঋ |

২ ৩

(১) হারমনিফ্লুট বাজাইতে হইলে, হারমোনিয়মের সাধন হইতে বামহস্তের জন্য লিখিত অংশকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দক্ষিণ হস্তের অংশ বাজাইতে হইবে।

গ প গ সা : ‖ : সা গ প গ | ঋ প ম ঋ : |

‖ : সা প গ প | ঋ প ম প : ‖ : ঋ ম ধ ম |

ধ ম প গ : ‖ : ঋ ধ গ ধ ‖ ম ধ ম গ : ‖

| : ঋ গ ম গ | ম প ধ প | ম প ম গ : ‖

‖ : সা ম গ ঋ | গ প ম ঋ : ‖

পূর্ব্বোক্ত সাধনের কতকগুলি কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তের জন্য এবং কতকগুলি কেবলমাত্র বামহস্তের জন্য লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর সাধন ও গৎগুলি এককালে দক্ষিণ ও বামহস্তে বাজাইবার জন্য লিখিত হইবে।

দক্ষিণ ও বামহস্তে এককালে বাজাইতে হইলে, প্রথম শিক্ষার্থিগণ অগ্রে দক্ষিণ হস্তে বাজাইয়া অভ্যাস হইলে, বামহস্তে বাজাইয়া অভ্যাস করিবেন, পরে দুই হস্তে এককালে বাজাইতে চেষ্টা করিবেন। (১) নিম্নলিখিত সাধনের প্রত্যেক দুইটী দ্বিত্বচ্ছেদের অন্তর্গত অংশগুলিকে আটবার করিয়া বাজাইতে হইবে।

নং—৬০

৫ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

দক্ষিণ ও বামহস্তে। (২)

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলী চিহ্ন	+	১	২	৩	৪	৩	২	১	+	২
	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	পঁ	মঁ	গঁ	ঋঁ	সাঁ	গঁ
	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা		
	সা	ঋ	গ	ম	প	ম	গ	ঋ	সা	গ
বামহস্তের অঙ্গুলী চিহ্ন	৪	৩	২	১	+	১	২	১	৪	২

(১) এস্থলে যদিও দুই হস্তে বাজাইবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই প্রকারে বাজাইতে শিক্ষার্থিদের কঠিন বোধ হইলে, তাঁহারা সাধন ও গৎগুলিকে আপাততঃ দুই হস্তে না বাজাইয়া কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তের জন্য লিখিত অংশ দক্ষিণ হস্তে বাজাইবেন। পরে যখন সকল প্রকার মাত্রার সাধন ও গৎগুলি অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন সাধন ও গৎগুলি দক্ষিণ ও বামহস্তে এককালে বাজাইতে অভ্যাস করিবেন।

(২) এককালে দক্ষিণ ও বাম হস্তে বাজাইবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি দুইটি পংক্তিস্থ স্বরলিপি থাকে। তন্মধ্যে উপরিস্থিত স্বরলিপি দক্ষিণ হস্তে ও নিম্নস্থিত স্বরলিপি বাম হস্তে বাজাইতে হয়। দক্ষিণ হস্তের জন্য স্বরলিপিকে উচ্চ 'কুঞ্চিকার' ও বাম হস্তের জন্য স্বরলিপিকে 'খাদ কুঞ্চিকার' স্বরলিপি কহে। উচ্চ কুঞ্চিকার সুরের অঙ্গুলীচিহ্ন গুলি মাত্রা চিহ্নের উপর এবং খাদ কুঞ্চিকার সুরের অঙ্গুলীচিহ্ন গুলি সুরের নিম্নে লিখিত হইবে। ও টা টা ইত্যাদি মাত্রাশব্দ উচ্চ ও খাদ কুঞ্চিকার মধ্যস্থলে লিখিত হইবে।

অতিতারা, উদারা ও নিম্ন উদারা-সপ্তক।

অধিকাংশ হারমোনিয়মে মুদারা ও তারা সপ্তক ব্যতীত তারা সপ্তকের নি সুরের দক্ষিণে অতিতারা নামক এক সপ্তক এবং তৎপরস্থিত একটী অতিরিক্ত সুর পাওয়া যায়। ঐ সুরটাকে অত্যাতীতার সপ্তকের সা কহে ঐরূপ মুদারার সা সুরের বাম দিকে মন্দ্র বা উদারা ও অতিমন্দ্র বা নিম্ন উদারা নামক দুই সপ্তক সুর পাওয়া যায়। এই প্রকার সারণাবিশিষ্ট হারমোনিয়মের বামদিকের প্রথম সাদা চাবি, দুইটী কাল চাবির বামদিকে থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে সারণাশ্রেণীর বামদিকের প্রথম চাবি, অতিমন্দ্র বা নিম্ন উদারা সপ্তকের সা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

কোন সুরের নিম্নে দুইটী শূন্য যথা:—ন থাকিলে, তাহাকে অতিমন্দ্র বা নিম্ন উদারা সপ্তকের সুর, কোন সুরের নিম্নে একটী শূন্য যথা:—প থাকিলে, তাহাকে মন্দ্র বা উদারা সপ্তকের সুর বুঝিতে হইবে।

কোন সুরের মস্তকে দুইটী শূন্য যথা:—গ থাকিলে, তাহাকে অতিতার সপ্তকের সুর ও কোন সুরের মস্তকে তিনটী শূন্য যথা:—সা থাকিলে তাহাকে অত্যতিতার সপ্তকের সুর বুঝিতে হইবে।

নিম্নস্থিত সারণাশ্রেণীর চিত্রের মধ্যে নিম্ন-উদারা, উদারা, মুদারা, তারা ও অতিতারা সপ্তকের স্বরগুলির সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিম্ন উদারা সপ্তক। উদারা সপ্তক। মুদারা সপ্তক। তারা সপ্তক। অতি তারা সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা

ইতি পূর্ব্বে যে কয়েকটি সাধনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পাঁচটির অধিক স্বর ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ সাধন গুলি বাজাইবার জন্য সারণার উপর হস্তের স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া বাজাইতে পারা যায়। কিন্তু পাঁচটির অধিক স্বরবিশিষ্ট সাধন ও গৎ বাজাইবার জন্য সারণার উপর হস্তকে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ বা বাম দিকে লইয়া যাইতে হয়। ঐ সকল স্থানে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ অনুলোমে গমনকালে, আবশ্যক মত ১ম ২য়, ৩য় অঙ্গুলীর নিম্নদিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীকে লইয়া যাইতে হয় এবং ঐ হস্ত দ্বারা বামদিকে অর্থাৎ বিলোমে গমন কালে, আবশ্যকমত বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া ১ম, ২য় ও ৩য় অঙ্গুলীকে লইয়া যাইতে হয়। বাম হস্তের দ্বারা অনুলোমে গমনকালে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া ১ম, ২য় ও ৩য় অঙ্গুলীকে লইয়া যাইতে হয়। এবং বিলোমে গমনকালে ১ম, ২য়, ও ৩য় অঙ্গুলীর নিম্ন দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীকে লইয়া যাইতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া কোন অঙ্গুলীর গমন অথবা কোন অঙ্গুলীর নিম্ন দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর গমনকে অঙ্গুলীর উল্লঙ্ঘণ (Crossing) কহে।

পাঁচ স্বরের অতিরিক্ত সাধনে বা গৎএ অনেক সময় এরূপ হইয়া থাকে যে, যে অঙ্গুলী যে চাবির উপর অবস্থিতি করিতেছে, সেই অঙ্গুলীর দ্বারা সেই চাবি না টিপিয়া, সেই চাবি হইতে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ইত্যাদি অন্তরের চাবি টিপিতে হয়। যথাঃ—যদি বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা সা বাজাইয়া পরে ৩য় অঙ্গুলীর দ্বারা ধ বাজাইতে হয়, তাহা হইলে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা সা বাজাইবার কালে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অঙ্গুলী পর পর ঋ গ ম প স্বরের চাবির উপর অবস্থিতি করিবে যথাঃ—সা ঋ(১) গ(২) ম(৩) প(৪) কিন্তু ৩য় অঙ্গুলী ধ স্বরের চাবিতে ব্যবহৃত হইবা-মাত্র ২য়, ১ম ও বৃদ্ধাঙ্গুলী পর পর প ম গ চাবির উপর যাইয়া অবস্থিতি করিবে যথাঃ—ধ প ম গ। এই প্রকারে কোন রূপ অন্তর (Interval) বিশিষ্ট চাবিতে কোন অঙ্গুলী যাইয়া উপস্থিত হইলে, বা উল্লঙ্ঘনের দ্বারা কোন চাবিতে কোন অঙ্গুলী যাইলে, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য এক একটি অঙ্গুলীও পর্য্যায়ক্রমে এক একটি চাবির উপর গিয়া অবস্থিতি করিবে।

যে সকল সাধনে পাঁচটির অধিক স্বর ব্যবহৃত হয়, সেই সকল সাধনে উক্তরূপ অঙ্গুলীর ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত নিয়মগুলি পঞ্চাঙ্গুলী সাধনার নিয়মের বহির্ভূত। অতঃপর সাধন ও গৎগুলির প্রত্যেক স্বরের উপর অঙ্গুলী চিহ্ন না থাকিয়া, সাধন ও গৎ গুলির কেবল মাত্র প্রথম স্বরে ও পঞ্চাঙ্গুলী সাধনার নিয়মের বহির্ভূত স্থল গুলিতে অঙ্গুলী চিহ্ন থাকিবে। স্বরলিপির যে যে স্থলে অঙ্গুলী চিহ্ন থাকিবে না, সেই সেই স্থানে পঞ্চাঙ্গুলী সাধনার নিয়মে অঙ্গুলী চালিত হইবে; অর্থাৎ যে যে চাবির উপর যে যে অঙ্গুলী স্থাপিত আছে, সেই সেই অঙ্গুলীর দ্বারা সেই

সেই চাবির সুর বাদিত হইবে। সুতরাং এরূপ স্থলগুলি বাজান শিক্ষার্থীদিগের সহজসাধ্য। কিন্তু যে স্থলগুলি পঞ্চাঙ্গুলী সাধনার নিয়মের বহির্ভূত, অর্থাৎ যে অঙ্গুলী যে চাবির উপর স্থাপিত আছে, সেই অঙ্গুলীর দ্বারা সেই চাবি না টিপিয়া, অন্য চাবি টিপিবার স্থলগুলি, অথবা অঙ্গুলী উল্লঙ্ঘনের স্থলগুলি অপেক্ষাকৃত আয়াস সাধ্য এজন্য অঙ্গুলী চিহ্নিত ঐরূপ স্থলে শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

কোন নূতন স্বরলিপি দেখিয়া বাজাইতে হইলে, শিক্ষার্থীদিগের এককালে এই কয়টি বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হয় যথা :—সা ঋ গ ম ইত্যাদি সুরে, মাত্রায়, অঙ্গুলী চিহ্নে ও ভস্ত্রা চালনায়। এই সকল বিষয়ে এককালে মনোনিবেশ করিতে প্রথম শিক্ষার্থীদের কঠিন বোধ হইতে পারে, এজন্য ঐ গুলিকে নিম্নোক্ত প্রণালীতে পৃথক্ পৃথক্ অভ্যাস করিয়া, পরে স্বরলিপি বাজাইতে চেষ্টা করা উচিত। যথা :—প্রথমে স্বরলিপির প্রত্যেক এক মাত্রার জন্য এক একটি টক্ শব্দের সহিত এক একটি টা অথবা পা' ও উ'র সহিত উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, পরে (ভস্ত্রা চালনা না করিয়া) স্বরলিপির সুরের চাবিগুলিকে চিহ্নিত অঙ্গুলী অনুযায়ী টিপিয়া অঙ্গুলী চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। তৎপরে ভস্ত্রা চালনার সহিত সুরগুলিকে উহাদের উপরিস্থিত মাত্রাও উপযুক্ত অঙ্গুলী চালনার দ্বারা বাজাইবেন।

ম:—৬০

পাঁচ সুরের অতিরিক্ত সুরের সাধন।

১ম সাধন

+			+				+			+	
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা	ঋ	গ	ম	প
টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
•	•	•	•	•	•	•					
৪					২			৩			

							২			৩	
ধ	নি	র্সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা	নি	ধ
ধ	নি	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা	নি	ধ
										•	•
২					+				+		

		২	
প	ম	গ	ঋ
প	ম	গ	ঋ
•	•	•	•
+			

(২য় সাধন) মঃ—৬০

সা ঋ গ ম | প ধ ন সা | ঋ গ ম প | ধ ন

সা ঋ গ ম | প ধ ন সা | ঋ গ ম প | ধ ন

সা ন ধ প ম গ ঋ সা ন ধ | প ম গ ঋ ||

সা ন ধ প ম গ ঋ সা ন ধ | প ম গ ঋ ||

(৩য় সাধন) মঃ—৬০

সা ঋ গ ম | প ধ ন সা | ঋ গ ম প | ধ ন

সা ঋ গ ম | প ধ ন সা | ঋ গ ম প | ধ ন

সা ন ধ প ম গ ঋ সা ন ধ | প ম গ ঋ ||

সা ন ধ প ম গ ঋ সা ন ধ | প ম গ ঋ ||

সুরের ব্যবধান সাধন।

ইতি পূর্ব্বে ৭এর পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, কোন সুরের পর উহা হইতে ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি ব্যবধান বিশিষ্ট সুর থাকিলে, সেই প্রথম সুর হইতে ক্রমান্বয়ে পর পর সুরগুলির চাবি টিপিয়া এবং সেই সঙ্গে উহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া ঐ ব্যবধান বিশিষ্ট সুরে যাইতে হইবে।

মঃ—৬০

স্বরের দ্বিতীয় ব্যবধান সাধন।

| সা ঋ | ঋ গ | গ ম | ম প | প ধ | ধ নি |

| সা ঋ | ঋ গ | গ ম | ম প | প ধ | ধ নি |

নি সা সা | সা নি | নি ধ | ধ প | প ম |

নি সা সা | সা নি | নি ধ | ধ প | প ম |

ম গ গ ঋ ঋ সা | সা ||

ম গ গ ঋ ঋ সা | সা ||

মঃ—৬০

স্বরের তৃতীয় ব্যবধান সাধন

সা ঋ সা গ | ঋ ম ম | প গ ঋ | গ প প |

সা ঋ সা গ | ঋ ম ম | প গ ঋ | গ প প |

| ধ ম গ | ম ধ ধ | প নি ধ সা | নি ঋ সা |

| ধ ম গ | ম ধ ধ | প নি ধ সা | নি ঋ সা |

নং—৬০

সুরের পঞ্চম ব্যবধান সাধন।

সা প ঋ ধ	গ নি ম সা	প ঋ ধ গ
সা প ঋ ধ	গ নি ম সা	প ঋ ধ গ

নি ম গ	ম নি গ ধ	ঋ প সা ম	নি গ ধ ঋ
নি ম গ	ম নি গ ধ	ঋ প সা ম	নি গ ধ ঋ

প সা সা
প সা সা

রাগ-রাগিণী।

সা ঋ গ ম ইত্যাদি সুবের নানা প্রকার বিন্যাস এবং ঐ সকল সুরের বিভিন্ন প্রকার স্থায়ীত্বের দ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ সুর অর্থাৎ স্বর-বিন্যাস রচিত হয়, তাহাদিগকে রাগ বা রাগিণী কহে।

তাল।

কবিতাতে যেমন স্থান বিশেষে লঘু গুরু ইত্যাদি মাত্রার বিন্যাসের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেইরূপ সঙ্গীতের পদের মধ্যেও লঘু গুরু ইত্যাদি মাত্রা বিন্যাসের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হইয়া থাকে। এইরূপ এক এক প্রকার ছন্দকে এক এক প্রকার তাল কহে। যথা:—কাওয়ালী, একতালা ইত্যাদি।

সঙ্গীতে নিয়মিত মাত্রা ব্যবধানে প্রস্বনের উপর আঘাত দেওয়াকে তাল দেওয়া কহে। ঐ প্রস্বনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রস্বনে যে তাল দেওয়া হয়, তাহাকে সম্. অর্থাৎ দ্বিতীয় তাল, তৎপরস্থিত প্রস্বনে যে তাল, তাহাকে অতীত বা তৃতীয় তাল, তৎপরস্থিত প্রস্বনে আঘাত দেওয়ার নিয়ম নাই; এই জন্য উহাকে অনাঘাত বা

ফাঁক এবং তৎপরস্থিত প্রথমে যে তাল দেওয়া হয়, তাহাকে বিষম বা প্রথম তাল কহে। এইরূপ + চিহ্নকে সম, এইরূপ ৩ চিহ্নকে তৃতীয় তাল, এইরূপ ০ চিহ্নকে ফাঁক ও এইরূপ ১ চিহ্নকে প্রথম তাল কহে। এই পুস্তকে তালের চিহ্নগুলি প্রতিপদের পূর্ব্বস্থিত দণ্ডরেখার উপর লিখিত হইয়াছে।

বিভাষ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী	সা	ঋ	গ	প	ধ	নি	ধ	প	প	ধ	প	গ
	টা	টা	টা	টা	টা	টা ইত্যাদি						
	সা	ঋ	গ	প	ধ	নি	ধ	প	প	ধ	প	গ

ঋ	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা	নি	ধ	প
ঋ	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা	নি	ধ	প

প	ধ	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	সা		প	গ	প	ধ
								অন্তরা				
প	ধ	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	সা		প	গ	প	ধ

র্সা	নি	র্সা	র্সা	র্সা	র্ঋ	র্গ	র্ঋ	র্সা	নি	ধ	প
সা	নি	সা	সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা	নি	ধ	প

প	ধ	র্সা	র্সা	প	নি	ধ	প	প	ধ	প	গ
প	ধ	সা	সা	প	নি	ধ	প	প	ধ	প	গ

২য় প্রণালী—একাধিক মাত্রাবিশিষ্ট কোন স্বর শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দের কাল হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তকে একমাত্রা কাল গ্রহণ করিয়া, ঐ প্রকার এক মাত্রা কালে স্বরের উপবিস্থিত ১ম মাত্রার জন্য একটি টা, ও পরস্থিত মাত্রা গুলির সংখ্যা অনুসারে এক এক মাত্রা কালে এক একটি আ' উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে (১)। যথা:—এইরূপ ম্মা (ত্রিমাত্রিক স্বর) থাকিলে, তিনটি এক-মাত্রিক শব্দ মাত্রামাণের সহিত এইরূপে উচ্চারিত হইবে যথা:— টক্ টক্ টক্ | তৎপরে ঐ টা' এবং

টা আ আ |

(১) কোন স্বরের স্থায়ীকালে একাধিক মাত্রানামের প্রয়োজন হইলে, প্রথম মাত্রানাম ব্যতীত অন্যান্য মাত্রানামের কেবল মাত্র স্বরাংশ উচ্চারিত হইবে। যদ্যপি কোন মাত্রানামের স্বরাংশ শেষ হইয়া, সেইরূপ স্বরাংশ বিশিষ্ট আর একটি মাত্রানামের স্বরাংশ আরম্ভ হয় যথা।—আকারান্ত টা শেষ হইয়া পুনরায় আ' আরম্ভ হয়, তাহা হইলে প্রথম মাত্রানামের স্বরাংশকে পরস্থিত মাত্রানামের স্বরাংশ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে স্থায়ী না করিয়া প্রথম স্বরাংশের শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া, দ্বিতীয় স্বরাংশের সময় উপস্থিত হইলে, দ্বিতীয় স্বরাংশ উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপে যতগুলি এক প্রকারের স্বরাংশ বিশিষ্ট মাত্রানামের আবশ্যক হইবে, তত গুলি স্বরাংশকে পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক স্বরাংশের শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে যথা:—সা থাকিলে, সা'কে চারি মাত্রাকাল স্থায়ী করিবার সময় টা আ আ আ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং উচ্চারণ কালে টা শেষ হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া ১ম আ'র সময় আসিলে ১ম আ' উচ্চারণ করিতে হইবে এবং উহা শেষ হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া ২য় আ'র সময় আসিলে, ২য় আ' উচ্চারণ করিতে হইবে এবং উহা শেষ হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া ৩য় আ'র সময় আসিলে ৩য় আ' উচ্চারণ করিতে হইবে ইত্যাদি। কারণ এক প্রকারের একাধিক স্বরাংশ অবিচ্ছেদে স্থায়ী করিলে, একটি মাত্রা শেষ হইয়া অন্য মাত্রা কোন সময় আরম্ভ হইতেছে, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় না।

আ' শব্দ গুলির উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত সেই স্বরের চাবি টিপিয়া রাখিয়া স্বরটিকে অবিচ্ছেদে স্থায়ী করিতে হইবে।

(১) যথা:— ঋ

টা আ আ

অথবা কোন স্বরের উপর যতগুলি মাত্রা থাকিবে, পা' এবং উ' এই দুইটির কালে প্রথম মাত্রার জন্য একটি টা' এবং পরস্থিত মাত্রা গুলির সংখ্যা অনুসারে ঐরূপে পা' এবং উ'র কালে এক একটি আ' উচ্চারণ করিতে হইবে যথা:—এইরূপ সা থাকিলে, পা' ও উ'র সহিত তিনটি এক মাত্রিক শব্দ এইরূপে উচ্চারিত হইবে যথা:—

পাউ, পাউ, পাউ |
টা আ আ |

তৎপরে ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত স্বরটিকে অবিচ্ছেদে স্থায়ী করিতে হইবে যথা:—সা
টা আ আ

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি ম:—৬০ অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

পঞ্চাঙ্গুলী সাধন

সা	ঋ গ	ম প ম গ	ঋ	সা ঋ
টা আ আ আ	টা আ টা আ	টা টা টা টা	টা আ আ আ	টা আ টা আ
সা	ঋ গ	ম প ম গ	ঋ	সা

গ ম প ম	গ ঋ	সা	সা ঋ	গ ম প
গ ম প ম	গ ঋ	সা	সা ঋ	গ ম প

(১) যদ্যপি একাধিক মাত্রাবিশিষ্ট কোন স্বরের চাবিকে তাহার উপরিস্থিত মাত্রাকাল পর্য্যন্ত টিপিয়া না রাখিয়া সেই সকল মাত্রার প্রত্যেকের প্রারম্ভকালে চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া লইয়া পুনরায় টিপিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সেই স্বরটি একাধিক মাত্রাকাল স্থায়ী না হইয়া, একাধিক স্বর প্রত্যেকে এক এক মাত্রাকাল স্থায়ী হইয়া থাকে যথা:—এইরূপ গ থাকিলে, একটি গ ত্রিমাত্রিক না হইয়া, এক এক মাত্রাবিশিষ্ট তিনটি গ হইবে, যথা:—গ গ গ।

ম গ ঋ	সা ঋ	গ ম	প ম গ	ঋ	সা
	টা আ আ টা				
ম গ ঋ	সা ঋ	গ ম	প ম গ	ঋ	সা

বাজাইবার সময় স্বরলিপির কোন স্থানে সা ঋ গ ম বা মাত্রা সম্বন্ধে কোন ভ্রম বা কঠিন বোধ হইলে, পুনরায় স্বরলিপির প্রথম হইতে আরম্ভ করতঃ ঐ ভ্রমের স্থান পর্য্যন্ত না বাজাইয়া, কেবল ঐরূপ ভ্রমের পদের পূর্ব্বস্থিত একটি বা দুইটি পদ হইতে পুনঃ পুনঃ বাজাইয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ তাহা না করিলে, বৃথা সময়ের অপব্যয় হইবে। এরূপ স্থলে যে সুর হইতে পুনঃ পুনঃ আরম্ভ করিয়া বাজাইতে হইবে, তাহাতে অঙ্গুলী চিহ্ন না থাকিলে, শিক্ষার্থিগণ তাহার পূর্ব্বস্থিত কোন অঙ্গুলী চিহ্নিত স্থান হইতে হিসাব করিয়া সেই সুরে অঙ্গুলী চিহ্ন দিয়া লইবেন।

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

	০ ৪	১	+ ২	৩
আস্থায়ী	ঋ সা	নি ধ প	গ ম	গ ঋ সা
	ঋ সা	নি ধ প	গ ম	গ ঋ সা

০	১ +	+	৩
সা ঋ গ প	গ প ধ নি	নি	ধ ঋ সা
সা ঋ গ প	গ প ধ নি	নি	ধ ঋ সা

	১	+
ঋ সা ঋ সা	সা নি সা নি	নি ধ নি ধ
ঋ সা ঋ সা	সা নি সা নি	নি ধ নি ধ

৩য় প্রণালী।—পর পর দুইটি অর্দ্ধমাত্রিক সুর (১) শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামানের একটি টক্ শব্দের কাল হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে সমকালান্তরে -টা -টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে (২) যথাঃ—

ম:—৬০

১ম সাধন

	-টা -টাই	-টা টাই	-টা -টাই	-টা টাই	টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টাই -টাই
মাত্রামাণ	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্

তৎপরে -টা উচ্চারণ কালে প্রথম অর্দ্ধমাত্রিক সুরকে ও টাই উচ্চারণ কালে দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রিক সুরকে স্থায়ী করিয়া বাজাইতে হইবে যথা :—

ম:—৬০

২য় সাধন।

দক্ষিণ হস্তে

সাঁ ঋা	গাঁ ম	পা ম	পা	ম গা	ঋা গা	ঋা
-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	টা	-টা টাই	-টা -টাই	টা
টক্	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্

(১) কোন সুরের উপর এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে অর্দ্ধমাত্রিক বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুইটি অর্দ্ধমাত্রিক সুর পর পর লিখিতে হইলে সচরাচর এইরূপে গা ম লিখিত হইয়া থাকে।

(২) প্রত্যেক অর্দ্ধমাত্রার নামের পূর্ব্বে এইরূপ - হাইফেন্ বা ক্ষুদ্র কসি ব্যবহৃত হয় যথা:— -টা -টাই।

ম̍	গ̍ ঋ	সা̍ ঋ	গ̍ ম	প̍ ম	গ̍	ঋ̍
টা	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	টা	টা
টক্‌	টক্‌	টক্‌	টক্‌	টক্‌	টক্‌	টক্‌

সা̎
টা আ
টক্‌ টক্‌

অথবা পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে -টাই বারম্বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

৩য় সাধন।

পা উ	পা উ	পা উ	পা উ	পা উ	পা উ	পা উ	পা উ
-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই	-টা -টাই

তৎপরে দুইটি অর্দ্ধমাত্রিক সুরের প্রথম অর্দ্ধমাত্রিক সুর -টা'র কালে এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রিক সুর -টাই'র কালে বাজাইতে হইবে। (৩)

মঃ – ৬০

৪র্থ সাধন

দক্ষিণ হস্তে

সা̍ ঋ গ̍ ঋ সা̍ গ̍ ঋ̍ গ ম̍ গ ঋ̍
-টা -টাই -টা -টাই টা টা -টা -টাই -টা -টাই টা

ম̍ প̍ ম গ̍ ঋ গ̍ প̍ ম̍ গ ঋ̍ গ সা̎
টা -টা -টাই -টা -টাই টা টা -টা -টাই -টা -টাই টা আ

(৩) হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় দুইটি পদ ভস্ত্রার কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে পদ দ্বারা পাতন ও উত্তোলন সম্ভব নয়, তজ্জন্য ৩য় প্রণালীর ৪র্থ সাধনের -টা -টাই' এর উপর পা' ও উ' লিখিত হইল না। সুতরাং ৩য় সাধনে পা' ও উ'র সহিত -টা -টাই গুলি যতক্ষণ স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছিল; ৪র্থ সাধনে -টা -টাই গুলিকে ঠিক তদনুরূপ স্থায়ী করিয়া উহার সহিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে। এই সাধন হারমনিফ্লুটে বাজাইবার কালে পা' ও উ'র সহিত -টা -টাই উচ্চারণ করিয়া উহাদের স্থায়ীকালে সুরগুলি বাজাইতে পারা যায়।

নূতন স্বরলিপি বাজাইবার পূর্ব্বে প্রথমে এক একটি সুরের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া উহাদের মাত্রানুসারে মাত্রা-মাণের এক একটি টক্ শব্দের সহিত অথবা পা' ও উ'র সহিত উহাদের উপযুক্ত মাত্রাশব্দ অর্থাৎ টা টাই ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। তৎপরে হারমোনিয়মের ভস্ত্রা চালনা না করিয়া কেবল মাত্র উপযুক্ত অঙ্গুলীর দ্বারা সুরের চাবি গুলিকে ধীরে ধীরে টিপিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে অঙ্গুলী চালনা উত্তম-রূপে অভ্যাস হইলে, ভস্ত্রা চালনা করিয়া টা টাই উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি মঃ—৬০ লয়ে অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল মাত্রাশব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

মঃ—৬০

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

+ সা ঋ সা	ঋ গ ঋ	গ ম গ	ঋ প	ম, প ম
টা -টা -টাই	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই		
সা ঋ সা	ঋ গ ঋ	গ ম গ	ঋ প	ম প ম

৪

| গ ম গ | ঋ গ ঋ | সা ||

| গ ম গ | ঋ গ ঋ | সা ||

| + সা গ | সা প | ম প ম | গ | প ম গ | ঋ গ ম |

| সা গ | সা প | ম প ম | গ | প ম গ | ঋ গ ম |

৪

| গ ঋ | সা ||

| গ ঋ | সা ||

মঃ—৬০

২য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

ম গ | ঋ | সা | সা ঋ গ ম | প ম | গ ঋ সা

ম গ | ঋ | সা | সা ঋ গ ম | প ম | গ ঋ সা

ঋ গ | ম প গ | গ ঋ সা ঋ | গ গ প ম | গ ঋ

ঋ গ | ম প গ | গ ঋ সা ঋ | গ ম প ম | গ ঋ

সা ঋ | গ ম প | ম গ ঋ | সা ঋ | গ ম প

সা ঋ | গ ম প | ম গ ঋ | সা ঋ | গ ম প

ম গ ঋ | সা ঋ গ ম | প ম গ ঋ ||

ম গ ঋ | সা ঋ গ ম | প ম গ ঋ

নং—৬০

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আস্থায়ী
নি ধ নি সা | ধ প গ গ | সা ঋ গ
নি ধ নি সা | ধ প ম গ | সা ঋ গ

প ম প ম গ | গ গ ম গ | ঋ গ সা ঋ
প ম প ম গ | গ গ ম গ | ঋ গ সা ঋ

প প ধ | প ম গ ঋ গ | গ সা ধ নি প ধ
প প ধ | প ম গ ঋ গ | গ সা ধ নি প ধ

ঋ সা নি ধ | প ম গ ঋ গ
ঋ সা নি ধ | প ম গ ঋ গ

কোমল, তীব্র ও স্বাভাবিক স্বর।

হারমোনিয়মের সারণী শ্রেণীর স্থানে স্থানে দুইটী সাদা চাবির মধ্যস্থলে একটী করিয়া কাল চাবি থাকে; ঐ কাল চাবিগুলি উহাদের দক্ষিণ দিকের সাদা চাবির কোমল অথবা উহাদের বাম দিকের সাদা চাবির তীব্র বা কড়ি স্বর (১) যথা :—সা ও ঋ'র মধ্যস্থিত কাল চাবিকে ঋ'র কোমল বা সা'র কড়ি কহে (২); কারণ সা ও ঋ'র মধ্যস্থিত কাল চাবির স্বরের সহিত সা ও ঋ স্বরের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ কাল চাবির স্বর ঋ অপেক্ষা নিম্ন ও সা অপেক্ষা উচ্চ। ঐ প্রকার ঋ ও গ'র মধ্যস্থিত কাল চাবি গ'র কোমল বা ঋ'র কড়ি। ম ও প'র মধ্যস্থিত কাল চাবি প'র কোমল বা ম'র কড়ি। প ও ধ'র মধ্যস্থিত কাল চাবি ধ'র কোমল বা প'র কড়ি, ধ ও নি'র মধ্যস্থিত কাল চাবি নি'র কোমল বা ধ'র কড়ি।

---

(১) কোমল শব্দে নরম অর্থাৎ নিম্ন এবং কড়ি শব্দে শক্ত অর্থাৎ উচ্চ বুঝায়।

(২) হিন্দু সঙ্গীতে ঋ গ ধ নি এই চারিটী ব্যতীত অন্য কোন স্বর কোমল ও ম ব্যতীত অন্য কোন স্বর কড়ি বলিয়া ব্যবহৃত হয় না।

কোন সুরের উপর এইরূপ △ চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে কোমল, ও এইরূপ ↑ চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে কড়ি বা বা তীব্র সুর বুঝিতে হইবে।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর ও চতুর্থাঙ্গুলীর আকার অন্য তিনটি অঙ্গুলীর অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি হওয়াতে উহারা কাল চাবিতে বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না, তবে যে স্বরলিপিতে কড়ি বা কোমল সুর অধিক ব্যবহৃত হয়; কেবল সেই স্থলে কাল চাবিতে ঐ দুইটি অঙ্গুলীর ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

নিম্নস্থিত চিত্রে হারমোনিয়মের সাধারণ শ্রেণীর কোমল ও কড়ি সুরের চাবি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।
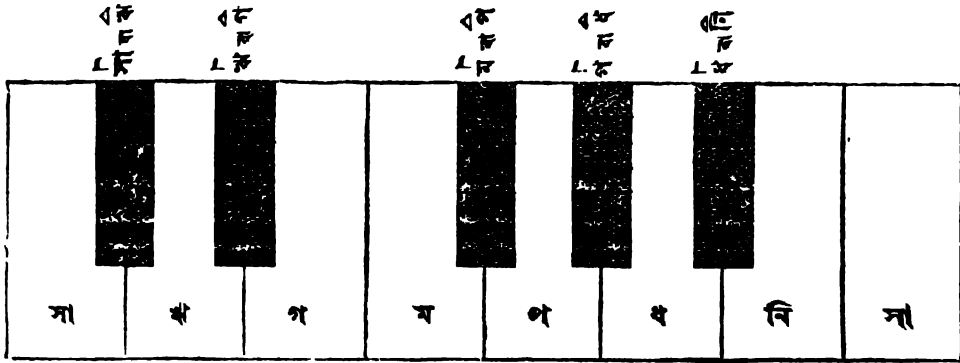
মঃ—৬০

অষ্টম সাধন

(কড়ি ও কোমল সুর)

২ + ১ + ৩

—ধ—ম ০ সাঁ—নি—ধ—প—।—ম—প—সা—। —সা—

—ধ—ম সা—নি—ধ—প—।—ম—প—সা—ঋ —সা—
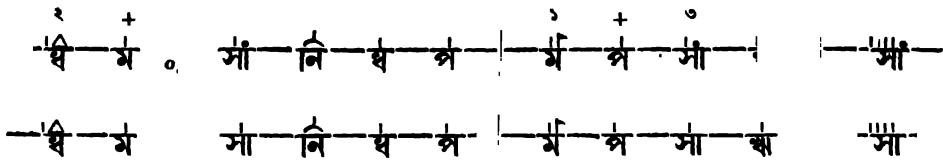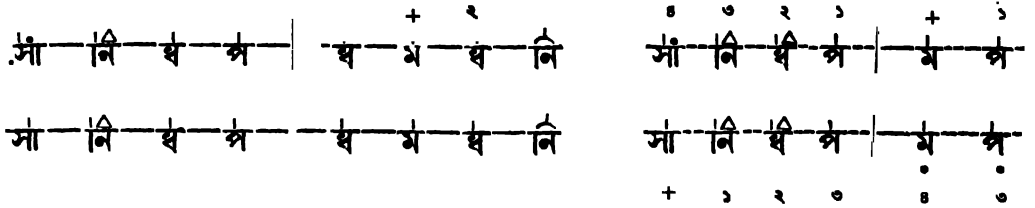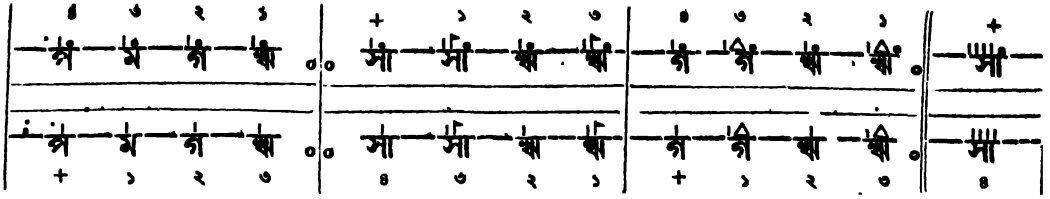
অতঃপর দক্ষিণ ও বামহস্তে বাজাইবার জন্য গৎগুলি কেবলমাত্র একটি পংক্তিতে লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যেরূপ সপ্তকে লিখিত থাকিবে, সেইরূপ দক্ষিণ হস্তে বাজাইতে হইবে এবং লিখিত সপ্তক অপেক্ষা এক সপ্তক নিম্নে বাম হস্তে বাজাইতে হইবে। যথা:—প নি সাঁ ঋঁ লিখিত থাকিলে, দক্ষিণ হস্তে প নি সাঁ ঋঁ ও বামহস্তে প নি সা ঋ বাজাইতে হইবে। এরূপ স্থলে দক্ষিণ হস্তের জন্য অঙ্গুলী চিহ্ন সুরগুলির উপরে ও বাম হস্তের জন্য অঙ্গুলী চিহ্ন সুরগুলির নিম্নে লিখিত থাকিবে, যথা:—

প—নি—সাঁ—

অতঃপর এক একটি পদের পূর্ব্বস্থিত দণ্ড রেখার উপর ফাঁক, ১ম তাল, সম্ ও ৩য় তালের সমস্ত চিহ্ন লিখিত না হইয়া কেবলমাত্র সম্, এর পদের পূর্ব্বস্থিত দণ্ডরেখা গুলির উপর সম্' এর চিহ্ন থাকিবে।

যদি কোন স্থানে ছেদের পর দুইটি শূন্য ব্যবহৃত হয়, এবং তৎপরে অন্য কোন স্থানে শূন্যযুক্ত ছেদের পূর্ব্বের কতকগুলি সুরের উপর বন্ধনী সহযোগে '১ম বার' লিখিত থাকে ও তৎপরবর্ত্তী কতকগুলি সুরের উপর ২য় বার লিখিত থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বের শূন্য চিহ্নিত ছেদের পর হইতে '১ম বার' চিহ্নিত বন্ধনীর মধ্যস্থিত সুরগুলি পর্য্যন্ত বাজাইয়া; পুনর্ব্বার পূর্ব্বের শূন্য চিহ্নিত ছেদের পরস্থিত সুর হইতে আরম্ভ করিয়া ও '১ম বার' চিহ্নিত সুরগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া '২য় বার চিহ্নিত সুরগুলি পর্য্যন্ত বাজাইতে হইবে যথা:—

১ম বার ২য়

° র্সা র্ঋা র্গা | র্ঋা র্গা র্প র্ধ র্সা র্ধ | র্প র্গ র্প র্গ °| র্প | থাকিলে প্রথমে

১ম বার

| ° র্সা র্ঋা র্গা র্ঋা র্গা র্প | র্ধ র্সা র্ধ র্প র্গ র্প র্গ বাজাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের

বিন্দুযুক্ত ছেদের পর হইতে অর্থাৎ র্সা র্ঋা র্গা হইতে র্ধ র্সা র্ধ পর্য্যন্ত

১ম বার ২য় বার

বাজাইয়া তৎপরে র্প র্গ র্প র্গ কে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র র্প বাজাইতে হইবে।

যদি কোন পদের শেষস্থ সুরের উপর কোনরূপ মাত্রা চিহ্নের প্রয়োজন হয়, অথচ সেই সুরের উপর সেই প্রকার মাত্রা দিলে পদের মধ্যস্থিত মাত্রার নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। তাহা হইলে ঐ মাত্রাকে বিভাগ করিয়া ঐ সুরের উপর এরূপ অংশ লিখিত হয়, যাহাতে পদের মধ্যে মাত্রা সংখ্যা নিয়মিত হয়; এবং অবশিষ্ট অংশ পরস্থিত পদের প্রথমে ঐ সুরটি পুনরায় লিখিয়া তদুপরি লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পদের শেষস্থ সুর হইতে পরস্থিত পদের প্রথম সুরের নীচে এইরূপ ———— চিহ্ন থাকে ইহাকে সুরের যোজক চিহ্ন কহে। ঐ দুইটি সুর বাজাইবার সময় একটি সুরের ন্যায় বাজাইতে হয় যথা: নিম্নলিখিত গতের অন্তরার প্রথম পদের শেষ এক-মাত্রা বিশিষ্ট একটি ধর পরিবর্ত্তে প্রথম পদের শেষ একটি অর্দ্ধমাত্রিক ধ ও দ্বিতীয় পদের প্রথমে একটি অর্দ্ধমাত্রিক ধ লিখিত হইয়াছে। এবং ঐ দুইটি অর্দ্ধমাত্রিক ধ একটি একমাত্রা বিশিষ্ট ধ বুঝাইবার জন্য উহাদের নিম্নে এইরূপ ———— যোজক চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী র্প র্সা নি র্সা র্সা নি র্সা নি র্ঋা র্সা নি র্ধ

৩

১ম বার + ২য় বার

১ ২

র্ম র্প | র্সা নি র্ধ র্প র্ম র্গ র্গ ম : || র্গা | র্সা

\+ ১

গ ঋ | গ গ ম | প নি ধ | নি সা | নি সা ঋা |

| সা নি সা | নি ঋা সা নি | ধ || অন্তরা || ম নি ধ |

| ধ নি ধ নি | ধ নি সা ঋা | নি সা | নি সা ঋা গা |

| ঋা সা নি ধ | প ধ ম প | গা | সা গা | গা গা মা |

| ঋা গা ঋা | সা | ঋা সা ঋা সা | নি সা নি ধ | প ধ

| প ম | গ ম ||
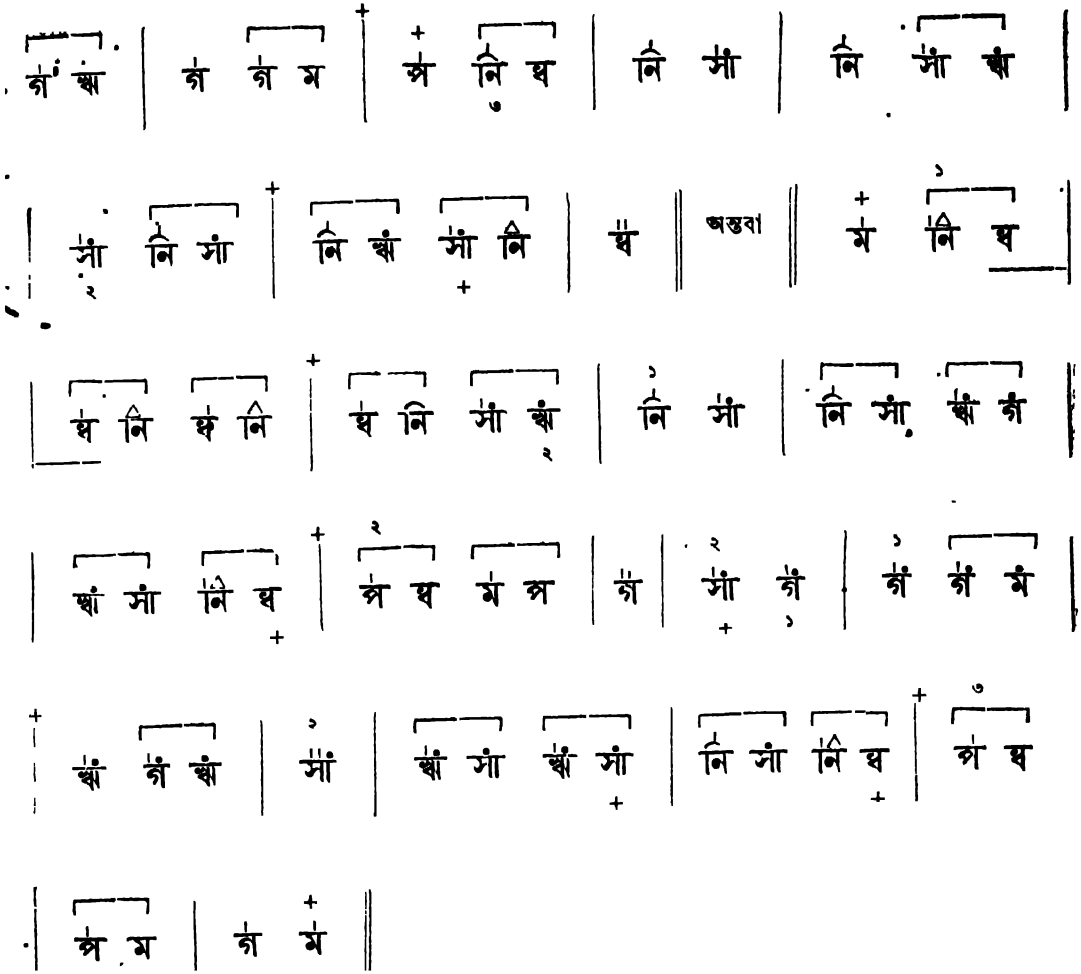
ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, একই প্রকারের দুইটি সুরের নিম্নে এইরূপ ———— চিহ্ন থাকিলে, উহাকে যোজক চিহ্ন কহে। কিন্তু ঐরূপ চিহ্ন যদি দুই বা ততোধিক বিভিন্ন সুরের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আশচিহ্ন এবং ঐরূপ সুরগুলিকে আশচিহ্নিত সুর কহে। আশচিহ্নিত সুরগুলিকে অবিচ্ছেদে বাজাইতে হয়; অর্থাৎ একটি সুর শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরস্থিত সুরটি বাজাইতে হয়। আশচিহ্নিত সুরগুলির মধ্যে যেন অতি সামান্য মাত্র বিরাম অনুভূত না হয়। অতএব যে সুর হইতে আশচিহ্ন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সুরের চাবি উহার মাত্রাকাল পর্য্যন্ত টিপিয়া রাখিয়া; উহা ছাড়িয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরস্থিত সুরের চাবি টিপিতে হইবে।(১)

(১) শিক্ষার্থিদের জানিয়া রাখা উচিত, যে হারমোনিয়মের চাবি টিপিবামাত্র পিয়ানো যন্ত্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সুর নির্গত না হইয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে নির্গত হয়। খাদ সুরের চাবি টিপিলে ইহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

যথা:—সা ঋ গ থাকিলে, সা বাজাইয়া উহার চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া না লইয়া ঋ'র চাবি টিপিবামাত্র সা'র চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া লইতে হইবে। ঐরূপ ঋ' বাজাইয়া উহার চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া না লইয়া গ'র চাবি টিপিবামাত্র ঋ'র চাবি হইতে অঙ্গুলী তুলিয়া লইতে হইবে।

আশ সাধন।

সা ঋ ঋ গ	গ ম ম প	প ধ ধ নি	নি সা সা
সা নি নি ধ	ধ প প ম	ম গ গ ঋ	ঋ সা সা

ললিত—কাওয়ালী।

আস্থায়ী	সা নি সা	ঋ সা	নি ধ নি	প ধ প
ম ক্ষ ধ সা	নি সা	ঋ গ ঋ	সা	সা নি সা
ঋ ম	ম ম ম ম	ম ক্ষ	ম ধ	প ধ প

৪র্থ প্রণালী।—প্রথমে দেড় মাত্রিক ও পরে অর্দ্ধ মাত্রিক সুর শিক্ষার জন্য মাত্রামাণের প্রথম টক্ হইতে দ্বিতীয় টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রথম প্রণালীর টা' কে উচ্চারণ করিয়া স্থায়ী করিতে হইবে ; পরে দ্বিতীয় টক্ হইতে তৃতীয় টক্ শব্দের অব্যাহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে তৃতীয় প্রণালীর -টা -টাই কে সমকাল স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে যথাঃ—

মঃ—৬০

১ম সাধন

মাত্রামাণ	টক্ টক্	টক্ টক্	টক্ টক্	টক্ টক্	টক্ টক্
	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই

টক্ টক্	টক্ টক্	টক্ টক্
টা -টা -টাই	টা -টা -টাই	টা -টা -টাই

উক্ত সাধনা উত্তমরূপে উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, মাত্রামাণের সহিত ১ম প্রণালীর টা এবং (৩য় প্রণালীর -টা -টাই'র পরিবর্ত্তে) -আ -টাই (১) উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে যথাঃ—

(১), কোন সুর বাজাইতে আরম্ভ করিবার সময় উহার সহিত কোন মাত্রানাম উচ্চারণ করিতে হইলে, ঐ মাত্রানাম উহার ব্যঞ্জন ও স্বরসংযোগে উচ্চারিত হয়। কিন্তু কোন সুরের প্রথমে কোন মাত্রানাম অরম্ভ হইয়া ঐ সুরের স্থায়ীকালে পূর্ব্বের মাত্রানাম

ঃ—৬০

২য় সাধন।

মাত্রামাণ	টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্		
	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই

টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্		
টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই

তৎপরে মাত্রামাণের সহিত টা এবং -আ উচ্চারণকালে দেড় মাত্রিক স্বর এবং -টাই উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর বাজাইতে হইবে, যথা :—

ঃ ৬০

৩য় সাধন।

টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্			টক্ টক্		
টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	-আ	-টাই
সাঁ		ঋঁ	গঁ		মঁ	পঁ		মঁ	গঁ		ঋঁ

অথবা প্রথম প্রণালী হইতে টা এবং ৩য় প্রণালী -টা -টাই লইয়া, পা' এবং উ'র কালে ১ম প্রণালীর (অর্থাৎ ক মাত্রিক) টা, পুনরায় পা'র কালে ৩য় প্রণালীর (অর্থাৎ অৰ্দ্ধমাত্রিক) -টা এবং পুনরায় উ'র কালে ৩য় ণালীর -টাই উচ্চারণ করিতে হইবে যথা :—

-৬০

১ম সাধন।

পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ
টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই

পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ
টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই	টা		-টা	-টাই

। করিয়া অন্য প্রকার মাত্রামাম উচ্চারণের প্রয়োজন হইলে, ঐ নূতন নামের কেবল স্বরাংশ উচ্চারিত হইবে। এইরূপ

সাঁ ঋঁ থাকিলে, প্রথমে সা'র উপরিস্থিত এক মাত্রার জন্য ১ম প্রণালীর টা উচ্চারণ করিতে হয়, তৎপরে সা'র উপরি অবশিষ্ট অৰ্দ্ধ মাত্রা ও ঋ'র উপরিস্থিত অৰ্দ্ধ মাত্রার জন্য ৩য় প্রণালীর -টা -টাই উচ্চারণ করিতে হয়। অতএব দেড় মাত্রিক র জন্য ১ম প্রণালীর একমাত্রিক শব্দ টা ও ৩য় প্রণালীর অৰ্দ্ধ মাত্রিক শব্দ -টা এই দুইটি উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু সা'র বচ্ছেদে স্থায়ীকালে পূর্ব্বের ১ম প্রণালীর মাত্রানাম টা শেষ হইয়া ৩য় প্রণালীর মাত্রানাম -টা'র পরিবর্ত্তে -আ উচ্চারিত হইবে।

এইরূপে বারম্বার উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, দ্বিতীয় পা'র কালে -টার পরিবর্ত্তে (কেবল উহার স্বরাংশ -আ হইবে।

মঃ—৬০

২য় সাধন।

পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ
টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা -আ -টাই

পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ
টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা -আ -টাই

এইরূপে বারম্বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, টা -আ উচ্চারণ কালে দেড় মাত্রিক স্বুর এবং -টাই উচ্চারণ কালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বুর বাজাইতে হইবে।

যাঁহারা মাত্রামাণের সাহায্য লইয়া শিক্ষা করিবেন এবং যাঁহারা মাত্রামাণের বিনা সাহায্যে অর্থাৎ কেবল পাতন ও উত্তোলনের সাহায্যে শিক্ষা করিবেন এই উভয়বিধ শিক্ষার্থিদের জন্য নিম্নলিখিত সাধন ও গৎ লিখিত হইল।

নিম্নলিখিত সাধন ও গৎগুলি মঃ—৬০ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' এবং উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল মাত্রাশব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইতে হইবে।

মঃ—৬০

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন

গ ম | ঋ গ সা
টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা আ
গ ম | ঋ গ সা

নং—৬৯

২য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

। সাঁ ঋঁ গঁ মঁ । গঁ ঋঁ পঁ । মঁ গঁ ঋঁ গঁ । ঋঁ সাঁ পঁ ।

টা -আ -টাই টা -আ -টাই টা -আ -টাই

। সাঁ ঋঁ গঁ মঁ । গঁ ঋঁ পঁ । মঁ গঁ ঋঁ গঁ । ঋঁ সাঁ পঁ ।

। পঁ মঁ গঁ গঁ । মঁ গঁ ঋঁ ঋঁ । গঁ মঁ ঋঁ গঁ । সাঁ ।

। পঁ মঁ গঁ গঁ । মঁ গঁ ঋঁ ঋঁ । গঁ মঁ ঋঁ গঁ । সাঁ ।

অতঃপর গৎগুলির আস্থায়ী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে 'আস্থায়ী' এই শব্দটি লিখিত হইবে না ; সুতরাং এরূপ স্থলে গৎগুলির প্রথম হইতে অন্তরার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশকে আস্থায়ী বুঝিতে হইবে।

৫ম প্রণালী।—প্রথমে অর্দ্ধমাত্রিক ও পরে দেড়মাত্রিক সুর শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামাণের প্রথম টক্ শব্দ হইতে ২য় টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ৩য় প্রণালীর -টা -টাইকে সমকালান্তরে উচ্চারণ করিয়া স্থায়ী করিতে হইবে; পরে দ্বিতীয় টক্ শব্দ হইতে ৩য় টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রথম প্রণালীর অর্থাৎ এক মাত্রিক টা'কে স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

ম:—৬০

১ম সাধন।

মাত্রামাণ	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্
	-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা

টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্
-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা	-টা	-টাই	টা

উক্ত সাধন উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, মাত্রামাণের সহিত ৩য় প্রণালীর -টা -টাই এবং (১ম প্রণালীর টা'র পরিবর্ত্তে) আ উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ম:—৬০

২য় সাধন

মাত্রামাণ	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্
	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ

টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্
		আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ

উক্ত সাধন অভ্যাস হইলে, মাত্রামাণের সহিত ৩য় প্রণালীর -টা উচ্চারণ কালে অর্দ্ধমাত্রিক সুর এবং -টাই আ উচ্চারণ কালে দেড়মাত্রিক সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

মঃ —৬০

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

দক্ষিণ হস্তে।

মাত্রামাণ	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্		টক্
	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ	-টা	-টাই	আ
	সাঁ	ঋঁ		গঁ	মঁ		পঁ	গঁ		মঁ	পঁ		গঁ	মঁ	

টক্		টক্	টক্	টক্	টক্	টক্
-টা	-টাই	আ	টা	আ	টা	আ
পঁ	মঁ		গা		ঋা	

টক্		টক্	টক্	টক্	টক্		টক্	টক্	টক্	টক্		টক্	টক্	টক্
-টা	-টাই	আ	টা	টা	-টা	-টাই	আ	টা	টা	-টা	-টাই	আ	টা	টা
পঁ	গঁ		মঁ	পঁ	গঁ	মঁ		ঋা	গঁ	সাঁ	গঁ		ঋা	গঁ

টক্	টক্	টক্	টক্
টা	আ	আ	আ
সা		সা	

অথবা ৩য় প্রণালী হইতে -টা -টাই এবং ১ম প্রণালী হইতে টা লইয়া, পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে -টাই এবং পুনরায় পা' এবং উ' এই দুইটির কালে টা উচ্চারণ করিতে হইবে যথা :—

ধীরে

১ম সাধন।

পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা পা উ পা উ
-টা -টাই টা -টা -টাই টা -টা -টাই টা -টা -টাই টা -টা -টাই টা

পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ পা উ
-টা -টাই টা -টা টাই টা -টা -টাই টা

এইরূপে বারম্বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, দ্বিতীয় পা'র কালে টা'র পরিবর্ত্তে (কেবল উহার স্বরাংশ) আ' উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা :—

ধীরে

২য় সাধন।

পা উ পা উ	পা উ পা উ	পা উ পা উ	পা উ পা উ	পা উ পা উ
-টা -টাই আ	-টা -টাই আ	-টা -টাই আ	-টা -টাই আ	-টা -টাই আ

পা উ পা উ	পা উ পা উ	পা উ পা উ
-টা -টাই আ	-টা -টাই আ	-টা -টাই আ

এইরূপে বারম্বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, -টা উচ্চারণ কালে অর্দ্ধমাত্রিক সুর এবং -টাই আ উচ্চারণ কালে দেড় মাত্রিক সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

ধীরে

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন।

দক্ষিণ হস্তে

+ সাঁ গঁ	ম প	মঁ ঋঁ	গঁ	পঁ গঁ	ঋ ম
-টা -টাই আ	টা টা	-টা -টাই আ	টা আ	-টা -টাই আ	টা টা

গঁ ঋঁ	সাঁ
-টা -টাই আ	টা আ

পরস্থিত সাধন ও গৎ মঃ—৬০ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইতে হইবে।

২য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন

—ম—গ——ঋ—গ—ম—| গ—ঋ—সা

-টা -টাই আ

—ম—গ——ঋ—গ—ম—|—গ—ঋ—সা—

মঃ—৬০ **কালাংড়া—কাওয়ালী**

২ +

-গ ম—প ধ—|—নি—ধ—| -প—ধ—|-প—ম—প—| -গ—ম-

১ +

-প—ম- -গ—ঋ—|—সা—|—সা নি—সা- -গ—ম- -প-

|—ধ—প- |—প ধ—সা—|—নি—ধ—|—প—ম— -গ- -সা—||

অন্তরা ||—ধ—ধ—|—নি—সা—| -ঋ—সা- নি—সা—|—সা—গ—|

৬ষ্ঠ প্রণালী।—প্রথমে অর্দ্ধমাত্রিক, পরে এক মাত্রিক ও তৎপরস্থিত অর্দ্ধমাত্রিক সুর শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামাণের প্রথম টক্ হইতে দ্বিতীয় টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রণালীর -টা -টাই'কে সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে; পরে দ্বিতীয় টক্ হইতে তৃতীয় টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে পুনর্ব্বার তৃতীয় প্রণালীর -টা -টাই'কে সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

ম: ৬০

১ম সাধন।

মাত্রামাণ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ |
-টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই |

টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্
-টা -টাই টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই | -টা -টাই টা টাই

উপরোক্ত সাধনা উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে, মাত্রামাণের সহিত তৃতীয় মাত্রাশব্দ -টা'র পরিবর্ত্তে (উহার স্বরাংশ) -আ উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

২য় সাধন।

টক্ টক্ | টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্
-টা -টাই -আ -টাই | -টা -টাই -আ -টাই -টা -টাই -আ -টাই -টা -টাই -আ -টাই -টা -টাই -আ -টাই

টক্ টক্ | টক্ টক্ টক্ টক্
-টা -টাই -টা -টাই | -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই

উপরোক্ত সাধন উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে, -টা উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক ১ম সুর, -টাই -আ উচ্চারণকালে একমাত্রিক ২য় সুর এবং -টাই উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক ৩য় সুর বাজাইতে হইবে যথা :—

মঃ—৬০

৩য় সাধন।

দক্ষিণহস্তে

টক্		টক্		টক্		টক্		টক্		টক্		টক্		টক্	টক্	টক্		টক্	
-টা	-টাই	-আ	-টাই	-টা	-টাই	-আ	-টাই	টা	-টাই	-আ	-টাই	টা	আ	-টা	-টাই	-আ	-টাই				
+ সাঁ	গঁ		ঋঁ	গঁ	মঁ		পঁ	মঁ	গঁ		ঋঁ	গঁ		পঁ	মঁ		পঁ				

টক্	টক্		টক্	টক্		টক্	টক্
টা	-টা	-টাই	টা	-আ	-টাই	টা	আ
মঁ	পঁ	মঁ	গঁ		ঋঁ	সাঁ	

অথবা পা' ও উ'র কালে ৩য় প্রণালীর -টা -টাই এবং পুনরায় পা' এবং উ'র কালে পুনরায় ৩য় প্রণালীর -টা -টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

মঃ—৬০

৪র্থ সাধন।

পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ | পা উ পা উ   পা উ পা উ
টা -টাই -টা -টাই   টা -টাই -টা -টাই   -টা -টাই -টা -টাই | -টা -টাই -টা -টাই   -টা -টাই -টা -টাই

পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ ||
টা -টাই -টা -টাই   -টা -টাই -টা টাই   -টা -টাই -টা -টাই ||

এইরূপে বারম্বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, দ্বিতীয় পা'রকালে তৃতীয় মাত্রাশব্দ -টা'র পরিবর্ত্তে (কেবল উহার স্বরাংশ) -আ উচ্চারিত হইবে যথা:—

মঃ—৬০

৫ম সাধন।

পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ
-টা -টাই -আ -টাই   -টা -টাই -আ -টাই   -টা টাই -আ -টাই   -টা -টাই -আ -টাই   -টা -টাই -আ -টাই

পা উ পা উ   পা উ পা উ   পা উ পা উ
-টা -টাই -আ -টাই   -টা -টাই -আ -টাই   -টা -টাই -আ -টাই

তৎপরে -টা উচ্চারণ কালে অৰ্দ্ধমাত্রিক ১ম সুর, -টাই-আ উচ্চারণ কালে একমাত্রিক ২য় সুর এবং পুনরায় -টাই উচ্চারণকালে অৰ্দ্ধমাত্রিক ৩য় সুর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি মঃ—৬০ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা ও উ'র সহিত -টা -টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

মঃ—৬০

১ম পঞ্চাঙ্গুলী সাধন

—সা—গ—ম—গ—ঋ—গ—প—ম—প—|—গ—ম—গ—ঋ—গ—ম—|

-টা -টাই-আ-টাই -টা -টাই-আ-টাই -টা -টাই-আ-টাই

—সা—গ—ম—গ—ঋ—গ—প—ম—প—|—গ—ম—গ—ঋ—গ—ম—|

—গ—ঋ—সা—

টা -আ -টাই

—গ—ঋ—সা—

—সা—গ—ম—প—ম—|—গ—ম—গ—ঋ— —সা—প—ম—প—ম—|

-টা -টাই-আ-টাই -টা -টাই আ -টা -টাই-আ-টাই

—সা—গ—ম—প—ম—|—গ—ম—গ—ঋ— —সা—প—ম—প—ম—

—গ—ঋ—সা—

—গ—ঋ—সা—

মঃ—৬০

২য় পঞ্চাঙ্গুলী সাধন

দক্ষিণ ও বামহস্তে।

—সা—সা—গ—ম—|—প—ম—প—গ— —গ—ম—প—ম—|

বেহাগ—কাওয়ালী
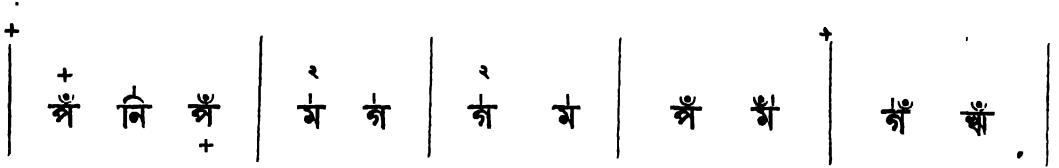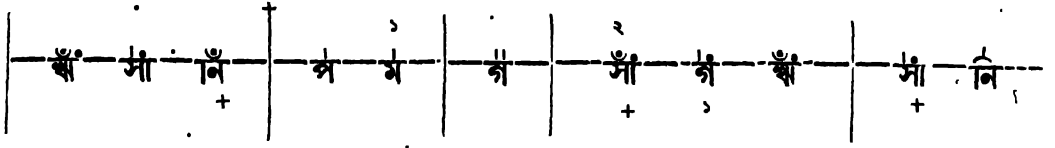
১ম বার	২য় বার
সা ০ ০	সা

৭ম প্রণালী।—পর পর চারিটি সিকিমাত্রিক সুর (১) শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামাণের ৫৬ অঙ্কের একটি টক্ শব্দের কাল হইতে পরস্থিত আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে সমকালান্তরে টা ফা টে ফে এই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে (২)। যথা :—

ম:—৫৬

প্রথম সাধন

মাত্রামাণ	টক্	টক্	টক্	টক্
	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে

উপরোক্ত সাধন উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, +টা উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক ১ম সুর, +ফা উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক ২য় সুর, +টে উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক ৩য় সুর এবং +ফে উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক ৪র্থ সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

(১) কোন্ সুরের উপর এইরূপ × চিহ্ন থাকিলে, তাহা সিকিমাত্রিক বুঝায়, কিন্তু চারিটি সিকিমাত্রিক সুর একত্রে লিখিতে হইলে সচরাচর এইরূপে ম গ ঋ সা লিখিত হইয়া থাকে।

(২) প্রত্যেক সিকিমাত্রিক শব্দের পূর্ব্বে এইরূপ + যোগচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা :— +টা+ফা+টে+ফে।

মঃ—৫৬

২য় সাধন।

ক্ষিপ্র হস্তে

মাত্রামাণ	টক্	টক্	টক্	টক্	টক্
	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	-টা -টাই	+টা+ফা+টে+ফে
	র্সা ঋ গ ম	প ম গ ঋ	গ ম প ম	প গ	ম গ ঋ সা

টক্	টক্	টক
-টা -টাই	+টা+ফা+টে+ফে	টা
ঋ ম	গ ঋ গ ঋ	সা

অথবা শ্লথলয়ে পা'র কালে +টা +ফা এবং উ'রকালে +টে +ফে সমকালান্তরে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে

৩য় সাধন।

পা	পা উ	পা উ	পা উ
+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে	+টা+ফা+টে+ফে

এইরূপে বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, +টা+ফা+টে+ফে এই চারিটীর এক একটীর উচ্চারণের সহিত যথাক্রমে ১ম, ২য, ৩য় ও ৪র্থ সিকিমাত্রিক স্বর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি মঃ—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে ধীরে ধীরে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া পরে ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইতে হইবে।

মঃ—৫৬

৪র্থ সাধন।

সা	ঋ	গ	ম	প	ম	গ	ঋ	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	ম
টা	+টা	+ফা	+টে	+ফে	-টা	-টাই	টা	+টা	+ফা	+টে	+ফে	-টা	-টাই
সা	ঋ	গ	ম	প	ম	গ	ঋ	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	ম

ঋ্ঁ গঁ সাঁ | মঁ গঁ ঋ্ঁ সাঁ ঋ্ঁ মঁ গঁ পঁ | পঁ মঁ গঁ ঋ্ঁ

-টা -টাই টা | +টা +ফা +টে +ফে -টা -টাই টা টা | +টা +ফা +টে +ফে

ঋ্ গ সা | ম গ ঋ্ সা ঋ্ ম গ প | প ম গ ঋ্

মঁ গঁ ঋ্ঁ সাঁ ঋ্ঁ গঁ সাঁ ||

-টা -টাই +টা +ফা +টে +ফে টা ||

ম গ ঋ্ সা ঋ্ গ সা ||

মঃ—৫৬ সোহিনী—কাওয়ালী

—সাঁ—নি—সাঁ—ঋ্ঁ—সাঁ— | নি ধ ম গ —গ ম—ধ ম | —গ ঋ্—

-সা -নি সা গ ঋ্—সা নি -নি ধ—ম গ -ম ধ—নি সা

-নি সা ঋ্ গ—সাঁ + অন্তরা -গ ম—ধ ম | —ধ নি—সাঁ—ঋ্ঁ—সাঁ |

নি সা ঋ্—সা নি—সা | —নি ধ নি ধ—ম গ গঁ—ঋ্ঁ—গঁ—

—ঋঁ সাঁ — নি সাঁ | — নি সাঁ ঋঁ গঁ — ঋঁ সাঁ নি ধ নি ধ — ম ধ

৮ম প্রণালী।—প্রথমে সিকিমাত্রা বিশিষ্ট দুইটী স্বর এবং পরে অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট একটি স্বর শিক্ষা করিতে হইলে, য় প্রণালীর ১ম দুইটি সিকিমাত্রিক শব্দ অর্থাৎ +টা এবং +ফা ও ৩য় প্রণালী হইতে ২য় অর্দ্ধমাত্রিক শব্দ (১) র্থাৎ -টাই লইয়া মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ১ম অর্দ্ধাংশের ধ্য সমকালান্তরে +টা +ফা এবং ২য় অর্দ্ধাংশের মধ্যে -টাই উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে +টা +ফা এই টির এক একটির উচ্চারণকালে ১ম ও ২য় সিকিমাত্রিক স্বর এবং -টাই উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর বাজাইতে বে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ
+টা +ফা -টাই

কিন্তু এরূপস্থলে অনেক সময় স্বরগুলি উপযুক্তকাল স্থায়ী না হইয়া অল্লাধিক হ্রস্ব দীর্ঘ হইয়া পড়ে এজন্য থমে শিক্ষার্থিরা মাত্রামাণের সহিত +টা +ফা -টাই উচ্চারণের পরিবর্ত্তে কেবল ৩য় প্রণালীর -টা -টাই বারংবার কালান্তরে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিবেন, যথা :—

---

(১) এক মাত্রার কোন প্রকার ভগ্নাংশের জন্য কোন প্রণালীর শব্দের সাহায্য লইতে হইলে, এক মাত্রার সেই অংশের জন্য লীর বিভক্ত সেইরূপ অংশ লইতে হইবে, যথা :— সাঁ ঋঁ গঁ থাকিলে, সাঁ ঋঁর জন্য ৭ম প্রণালী হইতে ম্ন দুইটী সিকিমাত্রিক শব্দ অর্থাৎ +টে +ফে না লইয়া ১ম দুইটি সিকিমাত্রিক শব্দ অর্থাৎ +টা +ফা লইতে হইবে। কারণ নে সাঁ ঋঁ একমাত্রার ১ম দুইটী সিকিমাত্রা বিশিষ্ট স্বর। তৎপরে গঁর জন্য ৩য় প্রণালী হইতে ১ম অর্দ্ধমাত্রিক শব্দ না লইয়া শেষার্দ্ধমাত্রিক শব্দ -টাই লইতে হইবে, কারণ এখানে গঁ একমাত্রার শেষার্দ্ধ মাত্রাবিশিষ্ট স্বর। সেইরূপ ঃ ঋঁ থাকিলে, প্রথমে সাঁর জন্য ২য় অর্দ্ধ মাত্রিক শব্দ টাই না লইয়া, ১ম অর্দ্ধমাত্রিক শব্দ টা' লইতে হইবে, কারণ দ্ধ সাঁর প্রথমার্দ্ধ মাত্রার জন্য আবশ্যক। তৎপরে সার অবশিষ্ট সিকিমাত্রার জন্য এক মাত্রার চারিটি সিকিমাত্রিক +টা +ফা +টে +ফে হইতে ৩য় সিকিমাত্রিক শব্দ +টে লইতে হইবে; কারণ সা'তে অর্দ্ধমাত্রা থাকাতে ঐ অর্দ্ধমাত্রাকে ও ২য় সিকিমাত্রা ধরা হইয়াছে এজন্য অর্দ্ধমাত্রার পরস্থিত সিকিমাত্রাকে ৩য় সিকিমাত্রা বুঝিতে হইবে। তৎপরে ঋ'র ৪র্থ সিকিমাত্রিক শব্দ +ফে লইতে হইবে।

ম:—৫৬

১ম সাধন

মাত্রামাণ | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই | টক্ -টা -টাই |

| টক্ -টা -টাই ||

তৎপরে টা'র কালে টা'র পরিবর্ত্তে সমকালান্তরে +টা +ফা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ম:—৫৬

২য় সাধন।

মাত্রামাণ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্

+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই|

টক্ টক্ টক্

+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই

এইরূপে বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, +টা+ফা এই দুইটি শব্দের এক একটির উচ্চারণকালে এক একটি সিকিমাত্রিক স্বর ও -টাই উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর বাজাইতে হইবে, যথা :—

ম:—৫৬

৩য় সাধন

দক্ষিণ হস্তে

মাত্রামাণ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্

+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই টা +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ গঁ পঁ মঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ ঋঁ গঁ

|টক্ টক্

+টা +ফা -টাই টা

ঋঁ গ ঋঁ, সাঁ

অথবা প্রথমে পা'রকালে সমকালান্তরে -টা এবং উ'রকালে -টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে **১ম সাধন।**

পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ
-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই

তৎপরে পা'রকালে (-টা'র পরিবর্ত্তে) সমকালান্তরে +টা +ফা এবং উ'রকালে +টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে **২য় সাধন**

পা পা উ । পা পা পা উ পা উ
+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই

পা উ পা উ
+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই

এইরূপে বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, +ট+ফা এই দুইটির এক একটির কালে ১ম ও ২য় সিকি-মাত্রিক সুরের এক একটি সুর বাজাইতে হইবে এবং -টাই উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক সুরটি বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি শিক্ষার্থিরা নং—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে ধীরে ধীরে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত বাজাইবেন।

-৫৬ **৩য় সাধন**

সা	ঋা ম	ঋা	পা	মা	পা	মা	পা	মা	ঋা পা	মা ঋা	মা ঋা	সা
		+টা	+ফা	-টাই	+টা	+ফা	-টাই					
সা	ঋা ম	ঋা	পা	মা	পা	মা	পা	মা	ঋা পা	মা ঋা	ম ঋা	সা

ঋ গ ঋ গ ম গ | প ম ধ প ধ প | ম গ ম

গ ঋ গ | সা নি

৯ম প্রণালী।—প্রথমে অর্দ্ধমাত্রিক সুর ও পরে দুইটি সিকিমাত্রিক সুর শিক্ষা করিতে হইলে, ৩য় প্রণালী হইতে
{প্র}থম অর্দ্ধমাত্রিক শব্দ -টা এবং ৭ম প্রণালী হইতে ৩য় ও ৪র্থ সিকিমাত্রিক শব্দ +টে +কে লইয়া, মাত্রামাণের
{এ}কটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ১ম অর্দ্ধাংশের মধ্যে -টা এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশের
{ম}ধ্যে সমকালান্তরে +টে +কে উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে -টা উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর এবং +টে
+কে এই দুইটির এক একটির উচ্চারণকালে এক একটি সিকিমাত্রিক সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

সাঁ ঋাঁ গাঁ

-টা +টে +কে

কিন্তু একপ স্থলে প্রায়ই সুরগুলি উপযুক্তকাল স্থায়ী না হইয়া অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এজন্য
{শি}ক্ষার্থিরা প্রথমে -টা +টে +কে উচ্চারণের পরিবর্ত্তে কেবল ৩য় প্রণালীর-টা -টাই'কে সমকালান্তরে বারংবার
{উ}চ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিবেন, যথা :—

মঃ—৫৬

১ম সাধন।

মাত্রামাণ টক্ টক্ |টক্ টক্ |টক্ টক্ |টক্ টক্

-টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই||

পূর্ব্বোক্ত সাধন উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, -টা'কে পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী রাখিয়া উহার পরস্থিত টাই'র কালে (উহার পরিবর্ত্তে) সমকালান্তরে +টে +ফে উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

২য় সাধন।

মাত্রামাণ টক্ টক্ |টক্ টক্ টক্

-টা +টে +ফে -টা +টে +ফে -টা +টে +ফে -টা +টে +ফে -টা +টে +ফে

টক্ |টক্ টক্

-টা +টে +ফে| -টা +টে +ফে -টা +টে +ফে

পরে -টা উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক সুর এবং +টে +ফে এই দুইটি শব্দের এক একটির উচ্চারণকালে এক একটি সিকিমাত্রিক সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

৩য় সাধন

দক্ষিণহস্তে

মাত্রামাণ টক্ টক্ টক টক্

-টা +টে +ফে -টা +টে +ফে টে +ফে টা

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ মঁ | গঁ ঋঁ গঁ সা

মঃ—৫৬

৪র্থ সাধন

দক্ষিণহস্তে

টক্ টক্ |টক্ টক্ |টক্ টক্ টক্ টক্

-টা +টে +ফে -টা -টাই| -টা +টে +ফে টা | -টা -টাই -টা +টে +ফে| -টা -টাই টা

সাঁ গঁ ঋঁ গ ম|পঁ মঁ পঁ গঁ|ম গ ঋঁ গঁ মঁ|গ ঋ সা

টক্ টক্ |টক্ টক্ টক্ টক টক্ টক

-টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই টা -টা +টে +ফে -টা -টাই| -টা -টাই টা

পঁ ম গঁ ম|প ম পঁ|গঁ মঁ গঁ ঋঁ ম|গ ঋ সা

অথবা প্রথমে পা'রকালে টা' এবং উ'রকালে টাই বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে,

পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ
-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই

তৎপরে পা'রকালে টা' এবং উ'রকালে +টে +কে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে

পা উ পা উ পা উ পা উ

| -টা +টে +কে -টা +টে +কে -টা +টে +কে -টা +টে +কে

তৎপরে -টা উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক সুর এবং +টে +কে এই দুইটির এক একটির উচ্চারণকালে এক একটি সিকিমাত্রিক সুর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি শিক্ষার্থিরা নং—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইবেন।

নং—৫৬

৫ম সাধন

১

গঁ ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ	গঁ পঁ মঁ পঁ	ধঁ পঁ মঁ
-টা +টে +কে -টা +টে +কে	-টা +টে +কে টা	-টা +টে +কে
গঁ ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ	গঁ পঁ মঁ পঁ	ধঁ পঁ মঁ

গঁ ঋঁ গঁ	পঁ মঁ পঁ গঁ	পঁ মঁ গঁ পঁ ম গ ঋ
+টা +ফা -টাই	-টা +টে +কে টা	-টা +টে +কে +টা +ফা +টে +কে
গঁ ঋঁ গঁ	পঁ মঁ পঁ গঁ	পঁ মঁ গঁ প ম গ ঋ

গঁ মঁ পঁ ধঁ	প ধ প ধ মঁ পঁ মঁ	গঁ ঋ · গঁ
+টা +ফা -টাই টা	+টা +ফা +টে +কে -টা +টে +কে	-টা -টাই টা
গ ম প ধ	প ধ প ধ মঁ পঁ মঁ	গঁ · ঋ গঁ

নং—৫৬ **গৌড়সারঙ্গ—কাওয়ালী।**

| প ম প | গ ম ঋ ম | গ ঋ গ | প ম গ ম |

| ঋ গ ঋ সা || অন্তরা || সা গ ঋ ম গ | প ম ধ

সা | সা নি সা ধ নি | প ম গ | প ম প ধ নি |

| প ম প | গ প ম গ ম | গ ঋ সা ||

নং—৫৭ **জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।**

| ম গ ঋ সা নি সা | ঋ সা নি ধ প ধ | নি সা

ঋ গ | ঋ গ সা নি ধ | প ম প | ম গ ম

প ম গ ম | ম গ ঋ সা ঋ | ম প | সা নি

সা ঋ | ঋ সা নি ধ | প ম প ধ নি ধ |

| প ম গ ঋ গ ঋ | সা নি সা || অন্তরা || ম প ধ |

| ধ নি ধ নি | নি সা | সা নি সা | ঋ গ | ঋ সা |

| সা নি সা ধ | নি ধ নি প | ম গ ম প ম গ ম |

| ম গ ঋ সা ঋ | ম প | সা নি সা ঋ | ঋ সা

—সা—নি—সা—

১০ম প্রণালী।—প্রথমে দ্বিকমাত্রিক একটি স্বর, পরে অর্দ্ধমাত্রিক একটি স্বর ও তৎপরে দ্বিকমাত্রিক আর একটি স্বর শিক্ষা করিতে হইলে, মাত্রামাপের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে ৭ম প্রণালীর +টা +ফা +টে +ফে এই চারিটি শব্দ সমকালান্তরে উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

টক্				টক্				টক্				টক্			
+টা	+ফা	+টে	+ফে	+টা	+ফা	+টে	+ফে	+টা	+ফা	+টে	+ফে	+টা	+ফা	+টে	+ফে

তৎপরে +ফা +টে'র পরিবর্ত্তে +ফা +এ উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

টক্				টক্				টক্				টক্			
+টা	+ফা	+এ	+ফে	+টা	+ফা	+এ	+ফে	+টা	+ফা	+এ	+ফে	+টা	+ফা	+এ	+ফে

তৎপরে +টা উচ্চারণকালে দ্বিকমাত্রিক স্বর, +ফা +এ উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর এবং +ফে উচ্চারণ-কালে দ্বিকমাত্রিক ৩য় স্বরটি বাজাইতে হইবে, যথা :—

টক্ টক্ টক্ টক্ টক্

টা +ফা +এ +ফে টা +ফা +এ +ফে +টা +ফা +এ +ফে টা +টা +ফা +এ +ফে

সাঁ গাঁ ঋাঁ গা মঁ পঁ মঁ গাঁ গা পা মঁ গাঁ

টক্ টক্ টক্

টা +ফা +এ +ফে -টা —টাই টা

ঋা গা মা পা ঋা সা

অথবা ৭ম প্রণালী হইতে +টা +ফা +টে +ফে এই চারিটি শব্দ লইয়া পা'রকালে সমকালান্তরে +টা +ফা এবং উ'রকালে +এ +ফে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

পা | পা উ পা পা উ

+টা +ফা +এ +ফে | +টা +ফা +এ +ফে | +টা +ফা +এ +ফে | +টা +ফা +এ +ফে

এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, +টা উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক স্বর, +ফা +এ উচ্চারণকালে অর্দ্ধমাত্রিক স্বর এবং +ফে উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক ৩য় স্বর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি নং—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল মাত্রাশব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইতে হইবে।

নং—৫৬

সাঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ | গঁ পঁ মঁ পঁ মঁ পঁ গঁ মঁ

+টা +ফা +এ +ফে | +টা +ফা +এ +ফে

সাঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ | গঁ পঁ মঁ পঁ মঁ প গঁ ম

ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ সাঁ গঁ পঁ মঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ গঁ

+টা +ফা +এ +ফে +টা +ফা +এ +ফে

ঋঁ গঁ ঋঁ সা সা গ পঁ মঁ পঁ ম গঁ ঋঁ গঁ

পঁ মঁ গঁ পঁ গঁ ঋঁ সাঁ

+টা +ফা +এ +ফে |

ম গঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ

শঙ্করা—কাওয়ালী।

১১শ প্রণালী। —প্রথমে বার আনা মাত্রাবিশিষ্ট একটি সুর ও তৎপরস্থিত সিকিমাত্রাবিশিষ্ট আর একটি সুর শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে সম-কালান্তরে ৩য় প্রণালীর -টা -টাই বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

প্রথম সাধন

টক্		টক্		টক্		টক্	
-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই ‖

তৎপরে মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে টা'কে পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী রাখিয়া -টাই'র পরিবর্ত্তে উহার কালে সমকালান্তরে ৭ম প্রণালীর ৩য় ও ৪র্থ সিকিমাত্রিক শব্দ +টে +কে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

২য় সাধন।

টক্ টক্ টক্ টক্
-টা +টে +কে -টা +টে +কে -টা +টে +কে -টা +টে +কে।

তৎপরে +টে +কে'র পরিবর্ত্তে উহাদের কালে +এ +কে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :-

মঃ—৫৬

৩য় সাধন

টক্ টক্ টক্ টক্
-টা +এ +কে -টা +এ +কে -টা +এ +কে -টা +এ +কে

তৎপরে -টা +এ উচ্চারণকালে বার আনা মাত্রাবিশিষ্ট সুর এবং +কে উচ্চারণকালে সিকি মাত্রাবিশিষ্ট সুর বাজাইতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

৪র্থ সাধন।

টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্
-টা +এ +কে -টা +এ +কে -টা +এ +কে টা -টা +এ +কে -টা +এ +কে
সাঁ গাঁ|ঋাঁ গা ঋাঁ মাঁ|গা |মাঁ গাঁ|ঋাঁ মাঁ

টক্ টক্
-টা +এ +কে টা
|গাঁ ঋাঁ|সা

টক্‌ টক্‌ | টক্‌ টক্‌ | টক্‌ | টক্‌ টক্‌ | টক্‌

-টা +এ +ফে | -টা -টাই | -টা -টাই টা -টা +এ +ফে | -টা -টাই | -টা +টে +ফে | টা ||

সা গঁ ঋ সা ঋ সা ম পঁ মঁ গ ম ঋঁ গঁ ঋ সা ||

অথবা প্রথমে পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে সমকালান্তরে ৭ম প্রণালীর ৩য় ও ৪র্থ সিকমাত্রিক শব্দ -টে +ফে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

পা	উ		পা	উ		পা	উ		পা	উ	
-টা	+টে	+ফে	-টা	+টে	+ফে	-টা	+টে	+ফে	-টা	+টে	+ফে

তৎপরে পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে +টে +ফে'র পরিবর্ত্তে +এ +ফে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

পা	উ		পা	উ		পা	উ		পা	উ	
-টা	+এ	+ফে	-টা	+এ	+ফে	-টা	+এ	+ফে	-টা	+এ	+ফে

তৎপরে -টা এবং +এ উচ্চারণকালে বার আনা মাত্রাবিশিষ্ট স্বর এবং +ফে উচ্চারণকালে সিকিমাত্রা বিশিষ্ট স্বর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি শিক্ষার্থিবা মঃ—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রা শব্দ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইবেন।

মঃ—৫৬

সা গঁ মঁ	পঁ মঁ পঁ	গঁ মঁ গঁ ঋ মঁ
-টা +এ +ফে	-টা +এ +ফে	
সা গঁ মঁ	পঁ মঁ পঁ	গঁ মঁ গঁ ঋ ম

গঁ ঋ সা
-টা +এ +ফে
গঁ ঋ সা

১২শ প্রণালী :—প্রথমে সিকিমাত্রাবিশিষ্ট একটি স্বর ও তৎপরস্থিত বার আনা মাত্রাবিশিষ্ট আর একটি স্বর শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে মাত্রামার্গের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে সমকালান্তরে ৩য় প্রণালীর -টা -টাই বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

১ম সাধন

টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্ টক্

-টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই | -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই -টা -টাই

তৎপরে -টাই'কে পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী রাখিয়া -টা'র পরিবর্ত্তে সমকালান্তরে সপ্তম প্রণালীর ১ম ও ২য় সিকিমাত্রিক শব্দ +টা +ফা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

২য় সাধন।

টক্ টক্ টক্ টক্

+টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই +টা +ফা -টাই

তৎপরে -টাই'র পরিবর্ত্তে -আই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

৩য় সাধন

টক্ টক্ টক্ টক্

+টা +ফা -আই +টা +ফা -আই +টা +ফা -আই +টা +ফা -আই

তৎপরে +টা উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক স্বর এবং +ফা -আই উচ্চারণকালে বারআনা মাত্রাবিশিষ্ট স্বর বাজাইতে হইবে, যথা :—

মঃ—৫৬

৪র্থ সাধন

টক্ টক্ টক্ | টক্ | টক্ টক্

+টা +ফা -আই +টা +ফা -আই +টা +ফা -আই | -টা -টাই | +টা +ফা -আই +টা +ফা -আই

| সা ঋা গা মা পা গা | ম ঋা | গা মা গা

টক্	টক্	টক্			টক্		টক্			টক্		টক্			টক্	
টা	টা	+টা	+ফা	-আই	-টা	-টাই	+টা	+ফা	-আই	-টা	-টাই	+টা	+ফা	-আই	-টা	-টা
র্গা	র্সা	র্সা	র্গা		ম	সা	র্গা	র্মা		র্মা	গা	র্সা	র্গা			

টক্ টক্।
টা আ
র্সা র্সা

অথবা প্রথমে ধীরে ধীরে পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে -টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :-

ধীরে

১ম সাধন

পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ	পা	উ
-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই	-টা	-টাই

তৎপরে ধীরে ধীরে পা'র কালে সমকালান্তরে +টা +ফা এবং উ'র কালে -টাই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে

২য় সাধন।

পা		উ	পা		উ	পা		উ	পা		উ
+টা	+ফা	-টাই	+টা	+ফা	-টাই	+টা	+ফা	-টাই	+টা	+ফা	-টাই

তৎপরে পা'র কালে সমকালান্তরে +টা +ফা এবং উ'র কালে (টাই'র পরিবর্ত্তে) -আই উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

ধীরে

৩য় সাধন।

পা		উ	পা			পা		উ	পা		উ
টা	+ফা	-আই	+টা	+ফা	-আই	+টা	+ফা	-আই	+টা	+ফা	-আই

তৎপরে +টা উচ্চারণকালে সিকিমাত্রিক সুর এবং +ফা -আই উচ্চারণকালে বার আনা মাত্রাবিশিষ্ট সুর বাজাইতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি শিক্ষার্থিরা নং—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' ও উ'র সহিত -টা -টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইবেন।

নং—৫৬

৪র্থ সাধন।

সা গা ঋা গা পা মা পা মা গা

+টা +ফা -আই +টা +ফা -আই -টা -টাই টা +টা +ফা -আই

ঋা মা গা ঋা সা

-টা -টাই +টা +ফা -আই টা

সা পা মা পা গা মা গা পা গা

-টা -টাই -টা -টাই +টা +ফা -আই টা +টা +ফা -আই

মা ক্ষ ঋা গা ঋা সা

-টা -টাই +টা +ফা -টাই টা

নং—৫৭

গৌড়সারঙ্গ—কাওয়ালী

১৩৭ প্রণালী:—পর পর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ⅓ মাত্রাবিশিষ্ট তিনটি স্বর (১) শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে মাত্রা-মাণের একটি টক্ হইতে পরস্থিত আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল মধ্যে সমকালান্তরে টা টাই টি এই তিনটি শব্দ (২) উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

ম:—৫৬ ১ম সাধন

টক্ টক্ টক্ টক্
*টা *টাই *টি *টা *টাই *টি | *টা *টাই *টি *টা *টাই *টি

তৎপরে *টা *টাই *টি এই তিনটি শব্দের এক একটির উচ্চারণকালে এক তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট এক একটি স্বর বাজাইতে হইবে যথা:—

(১) তিনটি স্বর এইরূপে সা ঋ গ লিখিত হইলে, উহাদের প্রত্যেকটিকে এক তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক এক তৃতীয়াংশ মাত্রিক শব্দের পূর্ব্বে এইরূপ * তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা:—*টা *টাই *টি।

অথবা পা' এবং উ'র কালে সমকালান্তরে *টা *টাই *ট উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ঐ তিনটি শব্দের এক একটির উচ্চারণকালে এক তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট এক একটি সুর বাজাইতে হইবে।

শিক্ষার্থিরা পরস্থিত গৎ নঃ—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' এবং উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইবেন।

নঃ—৫৬

পরজ—কাওয়ালী

১
—সাঁ—নি—সাঁ—ঋঁ—সাঁ—|—নি—সাঁ—নি—ধ—প—ম—প—|—ম—প—

—ধ—প—ম—প—ম— —গ—ঋ—গ—ঋ—সা—|—সাঁ—নি—সা—ঋ—সা

—নি—সাঁ—নি—ধ—প—ধ—|—নি—সাঁ—ঋ—গ—প—ঋ—গ—ঋ—সা—|

অন্তরা প ম প—ধ নি সাঁ—নি—ঋঁ—সাঁ—|—সাঁ—ঋঁ—

—গঁ—ঋঁ—সাঁ—নি—|—নি—সাঁ—নি—ধ—প—ম—প —সাঁ—নি—

১৪শ প্রণালী:—প্রথম সুর দুই তৃতীয়াংশ ⅔ মাত্রাবিশিষ্ট (১) ও দ্বিতীয় সুর এক তৃতীয়াংশ ⅓ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, প্রথমে মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের মধ্যে সমকালান্তরে *টা *আই *টি এবং প্রথম সুর এক তৃতীয়াংশ ⅓ মাত্রাবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় সুর দুই তৃতীয়াংশ ⅔ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, প্রথমে মাত্রামাণের একটি টক্ শব্দ হইতে পরস্থিত আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের মধ্যে সমকালান্তরে *টা *টাই *ই উচ্চারণ করিতে হইবে তৎপরে *টা *আই বা *টাই *ই উচ্চারণকালে দুই তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট সুরকে এবং *টি বা *টা উচ্চারণকালে এক তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট সুরকে বাজাইতে হইবে যথা :—

মঃ—৫৬ ১ম সাধন

(১) যদি একটি সুর, একটি হাইফেন্ অর্থাৎ কসি ও আর একটি সুর বন্ধনীযুক্ত হইয়া, প্রথম সুরের উপর একটি মাত্রা থাকে, যথা:— সা—ঋ গ ম— তাহা হইলে যে সুরের পর হাইফেন্ থাকে, তাহা দুই তৃতীয়াংশ মাত্রিক এবং অবশিষ্ট সুরটি এক তৃতীয়াংশ মাত্রিক বুঝায় যথা সা—ঋ এস্থলে সা দুই তৃতীয়াংশ মাত্রিক এবং ঋ এক তৃতীয়াংশ মাত্রিক ও এইরূপ গ ম— থাকিলে, গ এক তৃতীয়াংশ মাত্রিক এবং ম দুই তৃতীয়াংশ মাত্রিক বুঝায়

অথবা পা' এবং উ'রকালে সমকালান্তরে *টা *আই *ট ও *টা *টাই *ই উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া প্রথম সুর দুই তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, উহাকে *টা *আই উচ্চারণকালে স্থায়ী করিয়া, দ্বিতীয় সুরকে *ট উচ্চারণকালে স্থায়ী করিতে হইবে। এবং প্রথম সুর এক তৃতীয়াংশ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, উহাকে *টা উচ্চারণকালে স্থায়ী করিয়া দ্বিতীয়টিকে *টা *ই উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হইবে।

পরস্থিত সাধন ও গৎগুলি শিক্ষার্থিরা মঃ—৫৬ অথবা উপরোক্ত প্রণালীতে পা' এবং উ'র সহিত টা টাই ইত্যাদি মাত্রাশব্দ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণের সহিত ধীরে ধীরে বাজাইবেন।

মঃ— ৫৬

২য় সাধন।

সা— ঋ গ— ম প ম— গ ম গ— ঋ— ম

*টা *আই *ট *টা *আই *ট *টা *টাই *ই টা *টা *টাই *ই *টা *আই *ট

গ ঋ— | সা ||

*টা *টাই *ই | টা ||

মঃ — ৫৬

ইমন—কাওয়ালী

-সা—নি—সা—ঋ—গ—ঋ- -সা—ঋ—গ—প— ম—প—ধ—

-প—ম—প— —গ—ঋ—গ—ঋ—সা— -সা—নি—ধ—প—ম—প|

\+ ১ +

|—ধ—সা—নি—ঋ—সা— ন |—গ—প—|—ঋ—গ—ঋ—সা—

অন্তরা

১৫শ প্রণালী।—পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার মাত্রার বিশ্রাম (১) দিতে হইলে, সেই প্রকার মাত্রানামের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণের পরিবর্ত্তে 'শ' উচ্চারণ করিতে হইবে যথা:—টা'র পরিবর্ত্তে 'শা', টাই'র পরিবর্ত্তে 'শাই', ফা'র পরিবর্ত্তে 'শা', টে'র পরিবর্ত্তে 'শে', এবং ফে'র পরিবর্ত্তে 'শে' উচ্চারিত হইবে যথা:—

মঃ—৫৬

১ম সাধন।

' ৬ ঋঁ সাঁ ৬ | ' সাঁ ৬ | ৬ সাঁ × ঋঁ ঋঁ

শা -আ -টাই টা -আ -শাই | শা -টা -শাই | -শা -টাই +শা +ফা -টাই

সাঁ ঋঁ ৬ সাঁ ৬× গঁ | সাঁ ঋঁ × × ঋঁ ঋ

+টা +ফা +শাই +টা +শা +এ+ফে | +টা +ফা +এ +শে +শা +ফা +এ +

(১) কোন মাত্রা চিহ্ন কোন স্বরের উপর না থাকিয়া খালি স্থানে থাকিলে, সেই স্থানে সেই মাত্রার বিশ্রাম বুঝিতে হইবে।

নং—৫৬

ভৈরবী—কাওয়ালী।

—সা | —ঋ—ম—গ—ঋ— | —সা—নি—সা—ঋ— | —ধ—প—

| —প—গ—ম— | —নি—ধ—ধ—ম—গ— | —ম—সা—নি— | —ধ—প—

—ম—গ— | —ম—নি—ধ—নি— | —প—ধ—ম—প— —গ—ম—ম—ম— |

—গ—ঋ—সা—নি—সা— | অন্তরা —ঋ—ম—গ—ঋ— |

—ম—ধ—নি— | —সা—ধ—নি—সা— —ঋ—ধ—নি—সা— —গ—ম

১৬শ প্রণালী।—সুরগুলি এইরূপ | সাঁ ঋাঁ গাঁ মাঁ | মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, প্রথমে ৭ম প্রণালী হইতে +টা +ফা এবং ৩য় প্রণালী হইতে -টাই, তৎপরে ৩য় প্রণালী হইতে -টা এবং ৭ম প্রণালী হইতে +টে +ফে লইয়া, ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত সুরগুলিকে এইরূপে বাজাইতে হইবে যথা —

সাঁ ঋাঁ . . গাঁ মাঁ

+টা +ফা -টাই -টা +টে +কে

কিন্তু এরূপ স্থলে ৩য় ও ৪র্থ শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইবে না যথা:—

সাঁ ঋাঁ গাঁ মাঁ

+টা +ফা -আই -আ +টে +কে

সুরগুলি এইরূপ | সাঁ ঋাঁ গাঁ | মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, ৭ম প্রণালী হইতে +টা +ফা ও ৩য় প্রণালী হইতে -টাই এবং পুনবায় ৩য় প্রণালী হইতে -টা -টাই শব্দ লইয়া ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে যথা:—

সাঁ ঋাঁ গাঁ

+টা +ফা -টাই -টা -টাই

কিন্তু এরূপ স্থলে ৩য় ও ৪র্থ শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইবে না যথা:—

সাঁ ঋাঁ গাঁ

+টা +ফা -আই -আ -টাই

সুরগুলি এইরূপ | সাঁ ঋাঁ গাঁ | মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, ৩য় প্রণালী হইতে -টা -টাই এবং পুনবায় ঐ প্রণালী হইতে -টা ও ৭ম প্রণালী হইতে +টে +কে লইয়া, ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে যথা:—

সাঁ ঋাঁ গাঁ

-টা -টাই -টা +টে +কে

কিন্তু এরূপ স্থলে ৩য় এবং ৪র্থ শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইবে না যথা

সাঁ ঋাঁ গাঁ

-টা -টাই -আ +এ +কে

সুরগুলি এইরূপ | সাঁ ঋা গাঁ মাঁ | মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, ৩য় প্রণালী হইতে -টা -টাই এবং পুনরায় ঐ প্রণালী হইতে -টা ও ৭ম প্রণালী হইতে +টে +ফে লইয়া, ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে যথা:—

সাঁ ঋা গাঁ মাঁ

-টা -টাই -টা +টে +ফে

কিন্তু এরূপ স্থলে ৩য় শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইবে না যথা:—

সাঁ ঋা গাঁ মাঁ

-টা -টাই -আ +টে +ফে

সুরগুলি এইরূপ সাঁ ঋাঁ গা মাঁ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, ৭ম প্রণালী হইতে +টা +ফা ও ৩য় প্রণালী হইতে -টাই এবং পুনরায় ঐ প্রণালী হইতে -টা -টাই লইয়া ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে যথা:—

সাঁ ঋাঁ গা মাঁ

+টা +ফা -টাই -টা -টাই

কিন্তু এরূপ স্থলে ৪র্থ শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইবে না যথা:—

সাঁ ঋাঁ গা মাঁ

+টা +ফা -টাই -আ -টাই

নং—৫৬ ইমন—কাওয়ালী।

| সা নি সাঁ ঋাঁ গাঁ ঋাঁ সা ঋা গা পা মা পা

+টা +ফা -আই -আ -টাই

প . ধ নি ধ প ম গ ঋ গ ঋ

+টা +ফা -টাই -আ +টে +ফে -টা -টাই -আ +এ +ফে

সা | সা ঋ গ ঋ | সা নি ধ প ম প

-টা -টাই -আ +এ +ফে

ধ নি সা নি সা ঋ গ প ম প গ ঋ

-টা -টাই -আ +টে +ফে +টা +ফাঃ

গ ঋ সা অন্তরা গ ঋ গ প ম প ধ

-টাই -আ +এ +ফে +টা +ফা -টাই -আ -টাই

সা নি সা ঋ সা সা ঋ গ সা নি ধ

+টা +ফা -টাই -আ -টাই

প ধ নি ধ প ম প গ ঋ গ ঋ সা

+টা +ফা -টাই -আ -টাই

সা ঋ · গ ঞ্চ র্ম ঞ্চ সা নি ধ | নি ঞ্চ |

ঋ গ ঋ সা

স্বরলিপির পদের মধ্যে কোন মাত্রা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। যদ্যপি কোন সুরে এক মাত্রার কোন ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে, সেই পদের অন্য কোন সুরে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, যথা :—কোন সুরে অর্দ্ধমাত্রা থাকিলে, সেই পদের অন্য কোন সুরে অবশিষ্ট অর্দ্ধমাত্রা থাকিবে, কোন সুরে সিকিমাত্রা থাকিলে, সেই পদের অন্য কোন সুরে অবশিষ্ট বার আনা মাত্রা থাকিবে ইত্যাদি। এবং স্বরলিপিতে যে কয়েকটি ভগ্নমাত্রা লইয়া একমাত্রা পূর্ণ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক এক মাত্রাগুলি যাহাতে সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেইরূপ পৃথক্ ভাবে উহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত এজন্য একটি সুর একাধিক ভাগে বিভক্ত হইলে তাহাদের নিম্নে কসি থাকে। যথা :—এইরূপ

সা ঋ গ, ঋ গ ম, ধ নি ধ ঞ্চ, গ ঋ গ ঋ

ভগ্ন মাত্রাবিশিষ্ট সুরগুলিকে এইরূপে

সা ঋা ঋা গ, ঋ গ গ ম, ধ নি ধ ধ ঞ্চ, গ ঋা গ গ ঋা

লেখা উচিত কিন্তু কোন কোন স্বরলিপিতে ঐরূপ একমাত্রিক সুরগুলি পূর্ব্বোক্তরূপ অস্পষ্টভাবে লেখা থাকে, এজন্য ১৬শ প্রণালী ও উহার সাধনের জন্য পূর্ব্বোক্ত গৎ লিখিত হইল।

একাষ্টমাংশ মাত্রা।(১)

স্বরলিপিতে কখন কখন এক মাত্রাকে আট ভাগে বিভাগ করিয়া ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে (২)। এক মাত্রাকে ঐরূপ বিভাগ করিবার জন্য টা না ফা না টে নে ফে নে এই আটটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ মাত্রা প্রায়ই শ্লথ লয় বিশিষ্ট সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং কোন স্বরলিপিতে এইরূপ মাত্রা থাকিলে, উহাকে শ্লথ লয়ে বাজাইতে হইবে।

(১) উপরি উক্ত মাত্রাপ্রণালী শিক্ষার্থিদিগের দুরূহ বোধ হইলে, তাঁহারা আপাততঃ ঐ অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন

(২) কোন সুরের উপর এইরূপ চিহ্ন ০ থাকিলে, তাহাকে দুই আনা অর্থাৎ একাষ্টমাংশ মাত্রাবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে।

একঅষ্টমাংশ মাত্রার ও উহার বিভিন্ন প্রকার বিন্যাসের অনুপাত (Proportion) এক চতুর্থাংশ মাত্রার ও উহার বিভিন্ন বিন্যাসের অনুপাতের ন্যায় যথা :—এই তিনটির ০ ০ × স্থায়ীত্বের অনুপাত এই তিনটির × × ৩ স্থায়ীত্বের অনুপাতের ন্যায়। অর্থাৎ এই দুই প্রকার মাত্রার ছন্দ এক এবং শুনিতে একই প্রকার, তবে প্রথম তিনটি, দ্বিতীয় তিনটি অপেক্ষা দ্বিগুণ দ্রুত লয় বিশিষ্ট।

যদ্যপি শিক্ষার্থিদের এক চতুর্থাংশ মাত্রা ও উহার বিভিন্ন বিন্যাসের ছন্দ উত্তমরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাঁহারা অনায়াসে একঅষ্টমাংশ মাত্রা ও উহার বিভিন্ন বিন্যাসকে বিভাগ করিয়া বাজাইতে পারিবেন।(১)

১৮শ প্রণালী।—কোন স্থানে দুই আনা মাত্রার কোন প্রকার বিন্যাস থাকিলে, প্রথমে শিক্ষার্থিদিগকে ঐরূপ মাত্রার নামগুলি উপযুক্ত লয়ে উচ্চারণ না করিয়া, উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার অর্থাৎ চারি আনা মাত্রার বিন্যাসের লয়ে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা :—০ ০ × থাকিলে, উহাদের নামগুলিকে অর্থাৎ এই তিনটিকে ॥ট ॥না +ফা এই তিনটি × × ৩ মাত্রার লয়ে উচ্চারণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র পা'র কালে অথবা কেবলমাত্র উ'র কালে ॥টা ॥না +ফা উচ্চারণ না করিয়া প্রথমে পা'র কালে টা ॥না এবং উ'র কালে +ফা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :— ॥টা ॥না +ফা। এইরূপে
পা উ

উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস হইলে, উপযুক্ত লয়ে; অর্থাৎ কেবলমাত্র পা'র অথবা কেবলমাত্র উ'র কালে পূর্ব্বোচ্চারিত ছন্দে ॥টা ॥না +ফা উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :— ॥টা ॥না +ফা অথবা ॥টা ॥না +ফা।
পা উ

এইরূপে উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ॥টা উচ্চারণ কালে, দুই আনা মাত্রাবিশিষ্ট প্রথম সুর, পরে ॥না উচ্চারণ কালে দুই আনা মাত্রাবিশিষ্ট দ্বিতীয় সুর এবং +ফা উচ্চারণ কালে চারি আনা মাত্রাবিশিষ্ট তৃতীয় সুর বাজাইতে হইবে।

কোন স্থানে এইরূপ মাত্রাবিশিষ্ট চারিটি সুর থাকিলে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ

ঐ সকল মাত্রার নামগুলিকে (॥টা ॥না ॥ফা ॥না) উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার (× × × ×) লয়ে; অর্থাৎ পা'র কালে ॥টা ॥না এবং উ'র কালে ॥ফা ॥না উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, উপযুক্ত লয়ে; অর্থাৎ কেবলমাত্র পা'র অথবা কেবলমাত্র উ'র কালে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দে ॥টা ॥না ॥ফা ॥না উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ঐ চারিটি শব্দের (॥টা ॥না ॥ফা ॥না) উচ্চারণ কালে চারিটি সুর পর পর বাজাইতে হইবে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ
॥টা ॥না ॥ফা ॥না

(১) প্রত্যেক দুই আনা মাত্রাবিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ॥ ছিন্ন ছেদ ব্যবহৃত হয়। যথা :—॥টা ॥না ॥ফা ॥না ॥টে ॥রে ॥কে ॥টে শব্দগুলি এইরূপে চিহ্নিত হইলে, উহাদিগকে দৃষ্টিমাত্রে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কোন স্থানে স্বরগুলি এইরূপ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ

ঐ সকল মাত্রার নামগুলিকে (॥টা ॥না ॥ফা ॥না) উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার (× ৩ ×) লয়ে; অর্থাৎ পা'র কালে ॥টা ॥না এবং উ'র কালে ॥ফা ॥না উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, উপযুক্ত লয়ে অর্থাৎ কেবলমাত্র পা'র অথবা কেবলমাত্র উ'র কালে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দে ॥টা ॥না ॥ফা ॥না উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ॥টা উচ্চারণ কালে সাঁ, ॥না ॥ফা উচ্চারণ কালে ঋঁ এবং ॥না উচ্চারণ কালে গঁ বাজাইতে হইবে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ
॥টা ॥না ॥ফা ॥না

কিন্তু এরূপ স্থলে তৃতীয় শব্দ ॥ফা'র পরিবর্ত্তে উহার স্বরাংশ ॥আ উচ্চারিত হইবে, যথা :-

সাঁ ঋঁ গঁ
॥টা ॥না ॥আ ॥না

কোন স্থানে স্বরগুলি এইরূপ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, যথা :— সাঁ ঋঁ গঁ ঐ সকল মাত্রার নাম (-টা +টে ॥ফে ॥নে) উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার (।৩ × ×) লয়ে; অর্থাৎ পা এবং উ'র কালে -টা, তৎপরে পুনরায় পা'র কালে +টে এবং উ'র কালে ॥ফে ॥নে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, উপযুক্ত লয়ে; অর্থাৎ পা'র কালে -টা এবং উ'র কালে +টে ॥ফে ॥নে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, -টা এবং +টে'র উচ্চারণ কালে সাঁ এবং ॥ফে ও ॥নে'র উচ্চারণ কালে ঋঁ গঁ বাজাইতে হইবে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ
-টা+টে ॥ফে ॥নে

কিন্তু এরূপ স্থলে দ্বিতীয় শব্দ +টে'র পরিবর্ত্তে কেবল উহার স্বরাংশ +এ উচ্চারিত হইবে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ
-টা +এ ॥ফে ॥নে

কোন স্থানে স্বরগুলি এইরূপ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ

সকল মাত্রার নামগুলিকে (+টা ॥ফা ॥না +টে ॥ফে ॥নে) উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার (৩× × ৩× ×) লয়ে, অর্থাৎ পা'র কালে +টা, উ'র কালে ফা ॥না, পুনরায় পা'র কালে +টে এবং উ'র কালে ॥ফে ॥নে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, উহাদিগকে উপযুক্ত লয়ে, অর্থাৎ পা'র কালে +টা ॥ফা ॥না এবং উ'র কালে +টে ॥ফে ॥নে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, +টা ॥ফা উচ্চারণ কালে সাঁ, ॥না উচ্চারণ কালে ঋঁ, +টে ॥ফে উচ্চারণ কালে গঁ এবং ॥নে উচ্চারণ কালে মঁ বাজাইতে হইবে। যথা :—

সাঁ		ঋঁ	গঁ		মঁ
+টা	॥ফা	॥না	+টে	॥ফে	॥নে

কিন্তু এরূপ স্থলে দ্বিতীয় শব্দ ॥ফা'র এবং পঞ্চম শব্দ ॥ফে'র পরিবর্ত্তে উহাদের স্বরাংশ উচ্চারিত হইবে, যথা :—

সাঁ		ঋঁ	গঁ		মঁ
+টা	॥আ	॥না	+টে	॥এ	॥নে

কোন স্থানে স্বরগুলি এইরূপ মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, যথা :—

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ

সকল মাত্রার নামগুলিকে (॥টা ॥না +ফা ॥টে ॥নে +ফে) উহাদের দ্বিগুণ মাত্রার (× ×৩ × ×৩) লয়ে; অর্থাৎ পা'র কালে ॥টা ॥না, উ'র কালে +ফা, তৎপরে পুনরায় পা'র কালে ॥টে ॥নে এবং উ'র কালে +ফে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, উপযুক্ত লয়ে; অর্থাৎ পা'র কালে ॥টা ॥না +ফা এবং উ'র কালে ॥টে ॥নে +ফে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ॥টা উচ্চারণ কালে সাঁ, ॥না +ফা উচ্চারণ কালে ঋঁ, ॥টে উচ্চারণ কালে গঁ এবং ॥নে +ফে উচ্চারণ কালে মঁ বাজাইতে হইবে, যথা :—

-ম — গ — ঋ — সা — | -সা — — নি — সা — ঋ — সা — | — ঋ — নি — ধ — প

+ ১

+টা ॥আ ॥না -টাই

-গ — প — ম — প — নি — ধ — — — প — ম — গ — ঋ — সা — |

+ +

॥টা ॥না +আ -টাই

১৯শ প্রণালী।(১)—যদি তিনটী সুরের প্রথমটির উপর দুইটি মাত্রা থাকে এবং তিনটি সুর বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে যথাঃ— সাঁ ঋ গ তাহা হইলে, প্রত্যেক সুর এক মাত্রার ⅓ অংশ বিশিষ্ট বুঝায়। এরূপ স্থলে ১৩শ প্রণালী হইতে *টা *টাই *টি এই তিনটী শব্দ দুইবার লইয়া, প্রথমে 'পা' ও 'উ'রকালে প্রথম শব্দ *টা দ্বিতীয় শব্দ (টাই'র পরিবর্ত্তে) *আই, এবং তৃতীয় শব্দ *টি সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় 'পা' ও 'উ'র কালে চতুর্থ শব্দ (*টা'র পরিবর্ত্তে) *আ, পঞ্চম শব্দ *টাই এবং ষষ্ঠ শব্দ (*টির পরিবর্ত্তে) *ই সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে. প্রথমে 'পা' ও 'উ'রকালে *টা *আই *টি, এবং দ্বিতীয় পা ও উর কালে, *আ *টাই *ই সমান স্থায়ী করিয়া উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, *টা *আই উচ্চারণকালে সা, *টি *আ উচ্চারণ কালে ঋ, এবং *টাই *ই উচ্চারণ কালে গ বাজাইতে হইবে। যথাঃ—

সাঁ ঋ গ

*টা *আই *টি *আ *টাই *ই

(১) এই প্রকার মাত্রা সঙ্গীতের অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রথম শিক্ষার্থিদের দুরূহ বোধ হইলে, তাঁহারা আপাততঃ এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

ধীরে

সাধনা।

সা ঋ গ ম সা ঋ গ ম
*টা *আই *ট *আ *টাই.*ই

প গ গ ম প ম গ ঋ সা ঋ
*টা *আই *ট *আ *টাই *ই -টা -টা -টাই টা আ

গ ম গ ঋ সা ঋ গ ঋ সা ঋ গ ঋ
*টা *আই *ট *আ *টাই *ই *টা *আই *ট *আ *টাই *ই

সা ঋ গ ম ঋ সা
*টা *টাই *ট *টা *টাই *ট

ম গ ঋ সা
*টা *আই *ট *আ *টাই *ই

এপর্য্যন্ত যে সকল সাধন ও গৎ লিখিত হইয়াছে ঐ সকল সাধন ও গৎ উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে, শিক্ষার্থিরা ইচ্ছামত নূতন স্বরলিপি দৃষ্টে বাজাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা এপর্য্যন্ত যে সকল সাধন ও গৎ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের সকল গুলিতেই অঙ্গুলী চিহ্ন আছে। কিন্তু যদ্যপি কোন নূতন স্বরলিপিতে অঙ্গুলী চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ঐ প্রকার স্বরলিপি অঙ্গুলী চিহ্নিত করিয়া বাজাইতে পারিবেন।

পাঁচ স্বরের অতিরিক্ত স্বরের সাধনায় অঙ্গুলী চালনার নিয়ম।

প্রত্যেক বিভিন্ন স্বরের চাবিতে বিভিন্ন অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বরলিপির সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্বর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বরের সীমা অনুসারে অঙ্গুলী চালনা করিতে হয়।

স্বরলিপির সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্বর সাদা চাবিতে থাকিলে, উহাকে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা এবং উচ্চতম স্বরটি চতুর্থাঙ্গুলীর দ্বারা বাজাইতে হয়। বামহস্তে উহার বিপরীত, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্বর সাদা চাবিতে থাকিলে, চতুর্থাঙ্গুলীর দ্বারা ও উচ্চতম স্বরটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা বাজাইতে হয়।

স্বরলিপির কোন স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর থাকিয়া, তৎপরে ঐ স্বর হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে অবরোহণ করিলে, ঐ উচ্চ স্বরে যাহাতে দক্ষিণ হস্তের ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ হিসাব করিয়া ঐ উচ্চ স্বরের পূর্ব্বস্থিত কোন স্বরে সেইরূপ অঙ্গুলী ব্যবহার করিতে হয়। এবং কোন স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্বর থাকিয়া ঐ স্বর হইতে উচ্চ স্বরে আরোহণ করিলে, ঐ নিম্ন স্বরে যাহাতে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ হিসাব করিয়া ঐ নিম্ন স্বরের পূর্ব্বস্থিত কোন স্বরে সেইরূপ অঙ্গুলী ব্যবহার করিতে হয়। বাম হস্তে উহার বিপরীত, অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে যেখানে দক্ষিণ হস্তের ৪র্থাঙ্গুলী ব্যবহৃত হয়, সেই স্থলে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং যে স্থলে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী সেই স্থলে বামহস্তের ৪র্থাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা:—

দক্ষিণ হস্তে

এস্থলে ৩য় পদের প্রথম স্বর ঋ' সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর এবং উহা হইতে স্বরগুলি অবরোহণ করিয়াছে; এই হেতু ঐ স্বরে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহার করিবার জন্য ২য় পদের ২য় স্বর প'তে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে ৪র্থ পদের শেষ স্বর সা' সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্বর, এজন্য উহাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহার করিবার জন্য উহার পূর্ব্বস্থিত গ' স্বরে ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে।

সারণাতে পাঁচ প্রকারে হস্তের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথা:—উল্লঙ্ঘন Crossing, প্রসারণ Extension, সঙ্কোচন Contraction, (কোন স্বর একাধিক বার থাকিলে, সেই স্থানে) বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা Change by different strokes ও কোন স্বর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে, সেই স্বরের চাবি হইতে পূর্ব্বের অঙ্গুলী তুলিয়া লইবার

---

* ব্যাখ্যার সময় পদগুলির উল্লেখের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পদের সংখ্যা লিখিত হইল।

পূর্ব্বে অন্য অঙ্গুলীর দ্বারা সেই সুরের চাবি টিপিয়া পরে পূর্ব্বের অঙ্গুলী তুলিয়া লইতে হয়, যথা :— সাঁ গাঁ নি থাকিলে, ২য় অঙ্গুলীর দ্বারা গাঁ টিপিয়া, ঐ চাবিতে ২য় অঙ্গুলীর স্থায়ীকালে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহার করিয়া পরে ২য় অঙ্গুলী তুলিয়া লইতে হইবে যথা :— সাঁ গাঁ নি

ভূপালী—কাওয়ালী।

এখানে ২য় পদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সুর সাঁ সাঁ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ঐ দুইটির পর হইতে সুরগুলি অবরোহিণ করিয়াছে। এই হেতু ঐ উচ্চ সুর দুইটিতে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহারের জন্য ঐ পদের ২য় সুর 'গ'তে উল্লঙ্ঘণের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ও পরস্থিত 'প' সুরে প্রসারণের দ্বারা ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। ২য় পদের ৩য় সুর 'প'তে ২য় অঙ্গুলীর ব্যবহার হওয়া উচিত, কিন্তু এ স্থলে ৫ম সুর 'সা'তে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে 'প' সুরে

প্রসারণের দ্বারা ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩য় পদের প্রথম স্বর 'প'তে ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হওয়া উচিত কিন্তু এস্থলে সঙ্কোচনের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং ৫ম পদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর 'প'তে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহার করিবার জন্য ৩য় স্বর 'সা'তে বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে ৬ষ্ঠ পদের ৪র্থ স্বরে উল্লঙ্ঘণের দ্বারা ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া ৭ম পদের প্রথম স্বর ঋ'তে প্রসারণের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত স্বরলিপিতে ১ম পদ হইতে ৪র্থ পদের সুরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সুর প'; এজন্য ঐ প'তে চতুর্থাঙ্গুলী ব্যবহারের জন্য ১ম পদের ১ম সুর ঋ'তে ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ পদের ৪র্থ সুর সা' সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, এজন্য ৫ম পদের ১ম সুর প'তে প্রসারণের দ্বারা ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া ৬ষ্ঠ পদের সা'তে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিন্তু ৫ম পদে দুইটি ধ' থাকাতে, ঐ পদের ১ম সুর প'তে ৩য় অঙ্গুলী এবং বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা ৫ম সুর ধ'তে ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া ৬ষ্ঠ পদের ৪র্থ সুর সা'তে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে ৭ম পদের ১ম সুর ঋ'তে প্রসারণের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়া (৮ম পদের শেষ সুর সা'তে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহারের জন্য) সঙ্কোচনের দ্বারা ৭ম পদের ২য় সুর গ'তে ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে (১১)র পদে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সুর গ' হইতে সুরগুলি অবরোহণ করাতে, ঐ সুরে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহারের জন্য (৯) এর পদে ৫ম সুরে বিভিন্ন অঘাতের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইতে পারিত; কিন্তু ৪র্থ অঙ্গুলী হইতে একেবারে বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে, এজন্য (পরস্থিত তিনটি সা থাকাতে ৯ম পদের ৫ম সুরে বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা ২য় অঙ্গুলী দিয়া (১১)'র পদের ১ম সুর 'সা'তে বিভিন্ন আঘাতের' দ্বারা অঙ্গুলী পরিবর্ত্তিত হইয়া ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে (১২)র পদে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সুর প'তে নামিয়া পুনরায় (১৪)র পদে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সুর 'সা'তে উঠিয়াছে; এজন্য ঐ সা'তে ৪র্থ অঙ্গুলী ব্যবহারের জন্য (১২)র পদের ৫ম সুরে উল্লঙ্ঘনের দ্বারা ১ম অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে (১৫)র পদে প্রসারণের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ঐ পদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সুর 'প' থাকাতে, (১৫)র পদের ২য় সুর 'গ'তে সঙ্কোচনের দ্বারা ২য় অঙ্গুলী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতঃপর যে সকল গৎ ও গানের স্বরলিপি লিখিত হইবে, তাহাদের কোনটিতে অঙ্গুলী চিহ্ন থাকিবে না। অতএব শিক্ষার্থিরা ঐ সকল গৎ ও গানের স্বরলিপিতে উপরোক্ত নিয়মে অঙ্গুলী চিহ্ন দিয়া অভ্যাস করিবেন।

মাত্রামাণ বা 'পা' 'উ'র সাহায্য না লইয়া বাজাইবার প্রণালী।

এক্ষণে শিক্ষার্থিদিগকে মাত্রামাণের বা 'পা' 'উ'র সাহায্য না লইয়া বাজাইতে অভ্যাস করিতে হইবে। এজন্য কোন স্থানে এক মাত্রা থাকিলে, সেই এক মাত্রিক সুরের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া এক মাত্রিক টা' শব্দ এবং কোন স্থানে কয়েকটি ভগ্নমাত্রার সমষ্টি যোগে এক মাত্রা থাকিলে, সেই ভগ্নমাত্রার সমষ্টি যোগে এক মাত্রিক সুরগুলির উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া (ভগ্নমাত্রার উপযুক্ত নাম উচ্চারণ না করিয়া) কেবলমাত্র এক মাত্রিক 'টা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে যথা:—

সা রা ঋ গ ম গঁ সাঁ ঋ গঁ মঁ পঁ

টা টা টা টা টা টা টা টা

মঁ গঁ মঁ ঋ গঁ মঁ পঁ ম ঋঁ গঁ ঋ সা

।– –টা টা টা টা টা টা টা আ

কিন্তু এই সকল টা শব্দ দ্রুত উচ্চারিত না হইয়া যাহাতে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপে 'টা' শব্দগুলি ধীরে ধীরে সমকালান্তরে উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, ভগ্নমাত্রায় সমষ্টি যোগে এক মাত্রার স্থলে উচ্চারিত টা শব্দগুলির পরিবর্ত্তে ঐ সময়ের মধ্যে উহাদের উপযুক্ত মাত্রাশব্দ গুলি বারংবার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে যথা :—

এইরূপে মাত্রাশব্দ গুলি উপযুক্ত কালান্তরে উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, শব্দগুলির উচ্চারণকালে সুরগুলি বাজাইতে হইবে। কিছুদিন এই প্রণালীতে সাধনা করিলে, মাত্রামাণের বা 'পা' ও 'উ'র সাহায্য না লইয়া শিক্ষার্থিরা স্বরলিপি দৃষ্টে বাজাইতে পারিবেন।

পরস্থিত গৎগুলি এককালে দুই হস্তে বাজাইতে হইলে, গৎগুলি যেরূপ সপ্তকে লিখিত আছে, দক্ষিণ হস্তে তদ্রূপ বাজাইতে হইবে এবং বাম হস্তে উহা অপেক্ষা এক অষ্টক নিম্নে বাজাইতে হইবে।

—১৪৪

গৌরী—কাওয়ালী

প ম গ ম প ঋ সা | নি সা ঋ গ ঋ সা

নি সা | নি ধ নি সা | ঋ ঋ সা | অন্তরা || গ গ

| প ম | ধ প নি | ধ নি সা ঋ | সা সা | গ

ঋ সা | গ ঋ সা | নি সা ঋ নি | প প ম প |

| গ ম প | নি ধ প ম | গ ম | গ ঋ সা

গ | প ধ নি সা | নি ধ প ম

| গ ঋ সা

মঃ—১৩৮

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ধ প ধ প ধ নি | সা ঋ গ ম | প ধ প ম |

অন্তরা

অন্তরা

রাগ ও রাগিণী। (১)

রাগ বা রাগিণী সকল তিন জাতিতে বিভক্ত, যথা:—ওড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ। যে রাগে সাত সুরের মধ্যে কেবল পাঁচ সুর ব্যবহৃত হয়, তাহা ওড়ব জাতীয়, যে রাগে ছয় সুর ব্যবহৃত হয়, তাহা খাড়ব ও যে রাগে সাত সুরই ব্যবহৃত হয় তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় যথা:—বৃন্দাবনী সারঙ্গ ওড়ব জাতীয়, কারণ ইহাতে সা ঋ ম প নি এই পাঁচটি সুর ব্যবহৃত হয়, বিভাস খাড়ব জাতীয়, কারণ ইহাতে সা ঋ গ প ধ নি এই ছয়টি সুর ব্যবহৃত হয়, এবং খাম্বাজ, ইমন প্রভৃতি সম্পূর্ণ জাতীয়; কারণ এই দুইটিতে সাত সুরই ব্যবহৃত হয়।

যে রাগে যে সুর ব্যবহৃত হয় না, সেই সুরকে সেই রাগের বিবাদী সুর কহে। যে রাগে যে সুর অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বা যে সুরের দ্বারা রাগের মূর্ত্তি প্রকাশ পায় সেই সুরকে সেই রাগের বাদী সুর কহে। যে রাগে যে সুর বাদী সুর অপেক্ষা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই সুরকে সেই রাগের সম্বাদী ও যে রাগে যে সুর সম্বাদী অপেক্ষা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই সুরকে সেই রাগের অনুবাদী সুর কহে।

যে রাগ দুইটি রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সালঙ্ক কহে, যে রাগ তিনটি বা অধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সঙ্কীর্ণ এবং যে রাগে অন্য কোন রাগের মিশ্রণ নাই তাহাকে শুদ্ধ রাগ কহে।

তাল।

স্বরলিপির কোন প্রকার তাল চিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই প্রকার তাল চিহ্নের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে তালের এক ফেরা বা আওর্দা কহে যথা:—এক ফাঁক হইতে পরস্থিত অন্য একটি ফাঁকের

(১) হিন্দু সঙ্গীতে রাগের সংখ্যা ছয়টি ও রাগিণীর সংখ্যা ছত্রিশটি। কিন্তু ইহাদের আত্মীয় স্বজন লইয়া অসংখ্য রাগ ও রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে। রাগ ও রাগিণীর পরিবর্ত্তে ইহারা সাধারণতঃ রাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অংশকে অথবা এক প্রথম তাল হইতে পরস্থিত অন্য একটি প্রথম তালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে এক ফেরা কহে ইত্যাদি। যে ফেরা যে তাল হইতে আরম্ভ হয়, তাহাকে সেই তালের ফেরা কহে যথাঃ—ফাঁক্ হইতে আরম্ভ হইলে, ফাঁকের ফেরা, সম্ হইতে আরম্ভ হইলে সম্ এর ফেরা ইত্যাদি।

হিন্দু সংগীতে দুই প্রকার তাল ব্যবহৃত হয় যথাঃ—সমপদী ও বিষমপদী (১) সমপদী তালের প্রতিপদের পরস্পরের সহিত মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে। সমপদী তাল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ—দ্বিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক বা অষ্টমাত্রিক অর্থাৎ প্রতি পদ দুইটি, চারিটি অথবা আটটি মাত্রাবিশিষ্ট। এই দ্বিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক ও অষ্টমাত্রিক পদকে একই প্রকারের পদ বলিয়া গণ্য করা হয়; কারণ এই তিন প্রকার পদের মধ্যে দ্রুত লয়বিশিষ্ট সংগীতে দ্বিমাত্রিক পদ, মধ্য লয়বিশিষ্ট সংগীতে চতুর্মাত্রিক পদ এবং শ্লথ লয় বিশিষ্ট সঙ্গীতে অষ্টমাত্রিক পদ ব্যবহৃত হয়। দ্বিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক ও অষ্টমাত্রিক তাল গুলি প্রথম শ্রেণীর সমপদী তালের অন্তর্গত। এবং ত্রিমাত্রিক পদ বিশিষ্ট তাল গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমপদী তালের অন্তর্গত। (২)

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—কাওয়ালী।

কাওয়ালী তালের প্রতিপদে চারিটি হ্রস্বমাত্রা অর্থাৎ এক ফেরায় ষোলটি হ্রস্বমাত্রা (৩) থাকে। ইহাতে তিন তাল ও এক ফাঁক্ ব্যবহৃত হয়। গৎ বা গান এ যে কোন তাল হইতে ইহার উত্থাপন হইয়া থাকে। বাঁয়া তবলা প্রভৃতি যন্ত্রে ইহার সঙ্গত করিতে হইলে, এইরূপ ঠেকা ব্যবহৃত হয় যথাঃ—

+	৩	০	১
ধা ধিন্ ধিন্ ধা	না ধিন্ ধিন্ ধা	তা তিন্ তিন্ তা	না ধিন্ ধিন্ ধা

(দ্বিমাত্রিক জাতীয়)

তাল—কাওয়ালী।

দ্রুত লয়বিশিষ্ট সংগীতে উক্ত তালের প্রতিপদে দুইটি হ্রস্বমাত্রা অর্থাৎ এক ফেরায় আটটি হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। ইহার ঠেকা, যথা :—

(১) বিষমপদী তালের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

(২) ত্রিমাত্রিক সমপদী তালের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

(৩) কবিতার ছন্দে চারি প্রকার মাত্রাবিশিষ্ট বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা :—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও ব্যঞ্জন, অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক ও অর্দ্ধমাত্রিক।

ধাঁ　ধিন্　ধাঁ　　নাঁ　ধিন্　ধাঁ　　তাঁ　তিন্　তাঁ　　না　ধিন্　ধাঁ

সমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(ত্রিমাত্রিক জাতীয়)

তাল—একতালা।

ইহার প্রতিপদে প্রায়ই তিনটি হ্রস্ববর্ণ, কখন কখন একটি প্লুতবর্ণ, কখন কখন একটি বর্ণ দুইটি বা তিনটি পদের মাত্রাকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়; এবং এমন কি কোন কোন স্থলে প্রথমে একটি দীর্ঘ বর্ণ, পরে একটি হ্রস্ববর্ণ বা প্রথমে একটি হ্রস্ববর্ণ ও পরে একটি দীর্ঘ বর্ণ থাকে, যথা :—

| কো থা আ | ছ প্র | ভু | উ | এ সে ছি | দী ন | হী | ঈ ন্ |

| আ ন য় | না হি | মো | ওর্ | অ সী ম | সং সা | রে | এ ||

ইহাতে তিন তাল ও এক ফাঁক ব্যবহৃত হয়। গতে বা গানে যে কোন তাল হইতে ইহার উত্থাপন হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

ধিন্　ধিন্　তা | তিন্　তিন্　তা | তিন্　তা　তাধি | নাক্　ধিন্　তা

কিন্তু অনেকে এই তালকে চারি মাত্রাবিশিষ্ট তিনটি পদে বিভাগ করেন এবং ফাঁক্ না দিয়া তিন পদে তিনটি তাল ব্যবহার করেন, যথা :—

ধিন্　ধিন্　তা　তিন্　　তিন্　তা　তিন্　তা　　তাধি　নাক্　ধিন্　তা

—প —ধ

ন:—১৮০

কেদারা—একতালা।

—সা —নি —সা | ম গ প ম প ম —প —ধ

| —নি —প —ধ —প | —ম —গ —ম | —ধ —সা | সা —নি সা

সা —নি | —সা —নি —ধ নি —প গ —ম

প —ম —প ম —গ —ম ধ —সা ‖ অন্তরা | —ম —গ —ম

প —ম —প | —ধ —সা —নি | —ধ —সা | —ম —গ —ম | —ধ —সা |

সা নি সা | ধ নি প | সা নি সা ঋ সা নি

সা নি ধ নি প | প ম ধ | প ম প | ম

প ম | ঋ সা ||

পলাশী মিশ্রিত—একতালা।

| প প প | প সা নি ধ প ম গ | প প ম

| ম প ম গ গ নি নি | সা ম | গ গ |

ঋ সা অন্তরা প প ম | ম প ম | প ম গ |

| গ ম | প প নি | নি প নি সা সা নি সা গ

| ম প | ম গ | ঋ সা | নি নি ধ | ধ নি নি

—ধ প | ম গ | প সা | নি প | ম ম | ঋ—

| প প ম | ম প ম | গ গ | ঋ সা

বেহাগ—একতালা।

| প নি সা | গ গ গ সা গ ম প ম প | গ

ম প | নি ধ | সা নি সা | নি প সা নি সা

ঋ সা নি | নি প ম প ম গ | গ প ম প |

| ম গ | প ম গ | ঋ সা অন্তরা || সা নি সা | সা প

প ম প | ম গ | গ গ ম | ম প | প নি ধ |

| নি সা সা নি সা | গ | সা নি সা গ ঋ

স্বরলিপি হইতে হারমোনিয়মের সাহায্যে গান শিক্ষা।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষার্থিরা স্বরলিপির পদের মধ্যস্থিত এক একটি মাত্রাকে পা' ও উ'র দ্বারা অথবা মাত্রামাপের একটি টক্ শব্দ হইতে আর একটি টক্ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিয়া বাজাইয়াছেন। কিন্তু সকল স্থানে এরূপ করিলে কতকগুলি অসুবিধা হইয়া থাকে, যথা :—

প্রথমতঃ কোন কোন স্বরলিপির লয় অতিশয় দ্রুত থাকিলে, ঐ প্রকারে মাত্রার পরিমাণ করিয়া বাজান বা গান করা যাইতে পারে না। কারণ ঐরূপ দ্রুত লয়বিশিষ্ট মাত্রা মাত্রামাপে পাওয়া যায় না বা উহাতে পাতন ও উত্তোলন সম্ভব হয় না ; অথচ অপেক্ষাকৃত শ্লথ লয়ে বাজাইলে বা গান করিলে সুশ্রাব্য হয় না।

দ্বিতীয়তঃ স্বরলিপিতে কোন একটি সুর একাধিক বার থাকিলে, যথা :—কোন সুর ছয় বার কি আট বার থাকিলে বা একটি সুর একাধিক মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, যথা :—একটি সুর ছয় কি আট মাত্রাবিশিষ্ট থাকিলে, বাজাইবার বা গান করিবার সময় ভ্রমক্রমে সুরের সংখ্যার বা মাত্রা সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক পদের প্রথম সুর প্রস্বনিত করিয়া গান করা বা বাজান উচিত।(১) কিন্তু পদের মধ্যস্থিত সকল মাত্রাগুলি একই প্রণালীতে পরিমাণ করিয়া বাজাইলে বা গান করিলে, কোন্ মাত্রায় প্রস্বন হইবে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না।

তজ্জন্য ত্রিমাত্রিক ছন্দের প্রতি পদে তিনটি করিয়া মাত্রা না দিয়া, কেবলমাত্র পদগুলির প্রথমে শ্লথ লয়ে এক একটি আঘাত দিয়া ঐ সময়ের মধ্যে পদের মধ্যস্থিত বিভিন্ন প্রকার মাত্রাবিশিষ্ট সুরগুলিকে উপযুক্তকাল স্থায়ী করিয়া বাজাইতে বা গান করিতে হইবে।

এই বিষয় উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য পরস্থিত প্রণালী অনুসারে কতকগুলি সাধনা মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। ঐ সকল সাধন অভ্যাস যদিও সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তথাপি শিক্ষার্থিগণ উহাতে বিরক্ত না হইয়া যত্নসহকারে ঐগুলি অভ্যাস করিলে, তাঁহাদের পরিশ্রম ও সময়াতিপাতের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইবে।

১ম প্রণালী।—প্রথমে শ্লথ অর্থাৎ মাত্রামাপের ৬০ অঙ্কের লয়ে এক একটি টক্ শব্দের সহিত অথবা শ্লথ লয়ে পা' ও উ'র সহিত ১ ২ ৩ এই তিনটির এক একটিকে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে; যথা :—

(১) হারমোনিয়মের এক্সপ্রেশন ষ্টপ্ খুলিয়া না বাজাইলে, কোন সুরকে ইচ্ছামত প্রস্বনিত করিয়া বাজান যায় না। উক্ত ষ্টপ্ ব্যবহার করিবার প্রণালী দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইবে। আপাততঃ শিক্ষার্থিরা গান করিবার সময় প্রস্বনের স্থানে কেবল গলায় সুরের দ্বারা প্রস্বন দিয়া যাইবেন।

ম :—৬০

১ম সাধন।

| টক্ টক্ টক্ | টক্ টক্ টক্ | টক্ টক্ টক্ | টক্ টক্ |
| ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১

| ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ ||
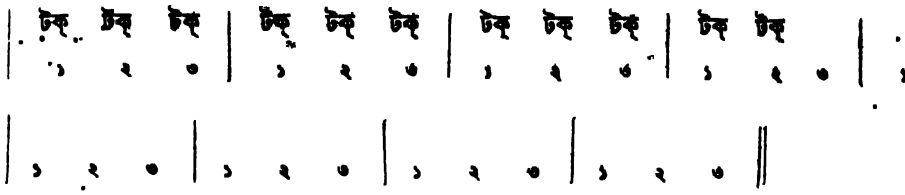
২য় প্রণালী।—তৎপরে মাত্রামাণ বন্ধ করিয়া প্রতিবার ১ উচ্চারণে বাম হস্তের সমগ্র করতলের একটি আঘাৎ এবং ২ ও ৩ উচ্চারণকালে ঐ হস্তের কেবল মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বারা এক একটি আঘাৎ দিতে হইবে। (১) কিন্তু এইরূপে ১ ২ ৩ উচ্চারণকালে ১ অঙ্কটিকে প্রস্বনিত (Accented) করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

করতলের আঘাতে যে শব্দ উচ্চারিত হইবে এবং যাহাতে প্রস্বণ হইবে, তাহার নিম্নে এইরূপ × চিহ্ন ও মধ্যমার এক একটি আঘাতে যে শব্দগুলি উচ্চারিত হইবে, তাহাদের নিম্নে এইরূপ — এক একটি চিহ্ন থাকিবে।

ম :—৬০

২য় সাধন।

| >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ |
| × — — | × — — | × — — | × — — | × — — | × — — |

| >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ | >১ ২ ৩ ||
| × — — | × — — | × — — | × — — ||
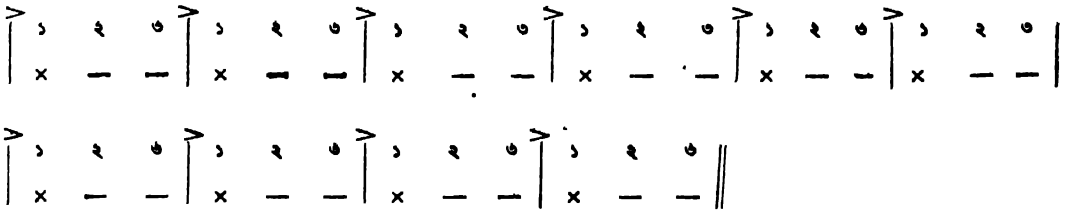
৩য় প্রণালী।—তৎপরে বাম হস্তের দ্বারা একটি আঘাৎ এবং মধ্যমার দ্বারা দুইটি আঘাতের সহিত সমকালান্তরে তিনটি অঙ্ক উচ্চারণের পরিবর্ত্তে তিনটি টা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে এবং যে টা শব্দে করতলের আঘাৎ পড়িবে তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

ম :—৬০

৩য় সাধন।

| >টা টা টা | >টা টা টা | >টা টা টা | >টা টা টা | >টা টা টা |
| × — — | × — — | × — — | × — — | × — — |

টা টা টা >টা টা টা
× — —
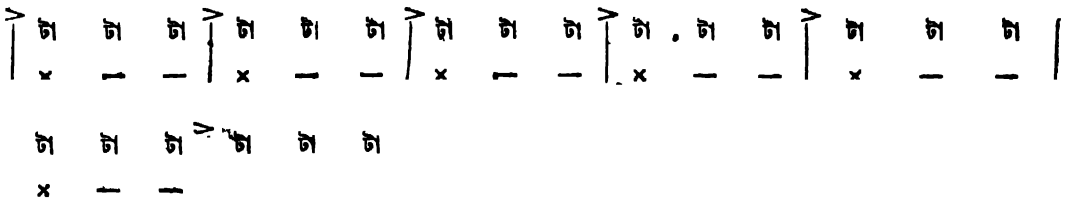
(১) হারমনিফ্লুট বাজাইবার সময় বামহস্ত ভস্ত্রার কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে ঐরূপ আঘাৎ দেওয়া যায় না। কিন্তু ঐরূপ স্থলে পদ দ্বারা আঘাৎ দিয়া বাজাইতে হয়।

(২) অতঃপর সাধন গুলিতে প্রস্বনের চিহ্নগুলি প্রতিপদের প্রথম টা'র উপর লিখিত না হইয়া প্রতি পদের দণ্ডরেখার উপর লিখিত হইবে।

৪র্থ প্রণালী।—তৎপরে করতলের আঘাতের কালে প্রথম টা'কে পদের প্রথম একমাত্রিক স্বরের ওজনে এবং মধ্যমার দুইটি আঘাতের এক একটির কালে ২য় ও ৩য় স্বরের এক একটির ওজনে এক একটি টা' হারমোনিয়মের সহিত মিলাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং যে টা' শব্দে করতলের আঘাৎ পড়িবে তাহাকে প্রস্বনযোগে উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৬০

৪র্থ সাধন।

সা	নি	সা	ঋ	গ	ম	গ	ঋ	গ	প	ম	প
টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

ধ	প	ম	প	ম	গ	ঋ	গ	ম	গ		সা
টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	

মঃ—৬০

৫ম সাধন।

বেহাগ বারোঞা—একতালা

প	প	প	প	ধ	নি	ধ	প	প		গ	গ
টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
×	—		×	—	—	×	—	—	×		

ম	ম	ম	ম	ম	প	ম	গ	ম	গ	ঋ	সা

সা	সা	সা	সা	নি	নি	সা	ম	ম	ম	প	ঋ

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ গ গ ম প প প প প

প প নি ধ প ম গ ম গ ঋ সা সা

অন্তরা গ গ গ গ গ ম প নি সাঁ সাঁ সাঁ

সাঁ নি নি নি | নি ধ ধ সাঁ সাঁ নি ধ প প

প প সাঁ নি ধ প ম গ ম ঋ সা

৫ম প্রণালী।—এক্ষণে তিনটি আঘাতের এক একটির কালে তিনটি টা'র এক একটিকে এক এক মাত্রাবিশিষ্ট সুরের ওজনে উচ্চারণ করিবার পরিবর্ত্তে গানের কথার এক একটি বর্ণকে উহাদের উপরিস্থিত এক এক মাত্রিক সুরের ওজনে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে এবং যে বর্ণে করতলের আঘাৎ পড়িবে, তাহাকে প্রধ্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

মঃ — ৬০

৭ম সাধন।

ম	ম	ম	গ	ঋ	গ	ম	ম	ম	প	প
চ	ল	চ	ল	স	খি	চ	ল	ত্ব	রা	ত্ব
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—

প	ধ	ধ	ঋ	ঋ	সাঁ	নি	সাঁ	ধ	নি	ধ	প
চ	ল	ম	ধু	পু	রি	চি	ত	চো	রে	ধ	রি
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

মঃ—৬০

৮ম সাধন।

পূরবী—একতাল।

প প প প প র্ম গ ম গ ঋ সা
ত রু ণ অ রু ণ প্র খ র ত প ন
× — — × — — × — — × — —

সা সা সা নি সা ঋ গ গ প প গ গ
অ স্তা চ ল গা মী নে হা র রা জ ন
× — — × — — × — —

গ গ গ ঋ প প নি নি ধ প র্ম
শ র মী র ণ জি নি য়ে গ

র্সা র্সা নি ধ প র্ম গ ম | গ ঋ সা
য হে কা ল যে ন র হে হে | স্ম র ণ

অন্তরা সা সা সা না প প | প প র্ম
সু মো হ ন ছ বি | নে হা র

গ র্ম গ গ র্ম প প নি প | গ ম গ
মে দি নী আ সি বে বে ড়ি বে | তি মি র

সা সা গ গ প প ধ ধ | র্সা র্সা র্সা
যা মি নী জী ব ন উৎ স ব |

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ ঋঁ ঋঁ গঁ গঁ গঁ গঁ

ন র নি দ্রা আ ধ র ণে র হি বে।

ঋঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ ঋঁ নি ধ ধ প

নি র ব আ সে ম হা দি ঐ ম হা নি

মঁ গঁ গঁ গঁ গঁ গঁ গঁ গঁ মঁ গঁ মঁ গঁ

দ্রা ধী ন ঘু মা ই বে আ র না হ বে

ঋঁ সাঁ সাঁ

চে ত ন

৬ষ্ঠ প্রণালী।—কোন সুরে একাধিক পূর্ণমাত্রা থাকিলে, একটি আঘাতের কালে উহার প্রথম মাত্রার জন্য ঐ সুরের ওজনে টা' এবং অবশিষ্ট এক একটি মাত্রার জন্য এক একটি আঘাতের কালে ঐ সুরের ওজনে এক একটি টা'র পরিবর্ত্তে এক একটি আ' উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে এবং যে টা' শব্দে করতলের আঘাৎ পড়িবে, তাহাকে প্রধ্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—

সাঁ ঋঁ সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ

টা আ আ টা টা আ টা আ টা টা আ আ

× — — × — — × — — ×

যদি কোন পদের শেষস্থিত সুরের ন্যায় সম নাম ও ওজন বিশিষ্ট সুর পরস্থিত পদের প্রথমে থাকে এবং ঐ দুইটি

সুরে যোজক চিহ্ন থাকে, যথা :—| সাঁ ঋঁ ঋঁ গঁ তাহা হইলে, ঐরূপ দুইটি সুরকে একটি

সুর বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :—এখানে ১ম ঋ এক মাত্রিক এবং ২য় ঋ দ্বিমাত্রিক বিবেচনা না করিয়া একটি ঋ'কে ত্রিমাত্রিক বিবেচনা করিতে হইবে। সুতরাং ঐরূপ যুক্ত সুরের মাত্রাসমষ্টির ১ম মাত্রাকালে একটি আঘাতে ঐ সুরের সহিত মিলাইয়া টা' এবং অবশিষ্ট এক একটি মাত্রাকালে এক একটি আ উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, যথা :—

সা ঋ

টা আ টা আ আ টা

মঃ—৬০

৯ম সাধন

\> সা ঋ \> গ প ম ঋ গ প

টা আ টা | টা আ টা | টা আ টা | টা আ আ | টা আ টা
× — — | × — — | × — — | × | × — —

গ ঋ সা সা গ ম গ ঋ

টা আ টা | টা টা আ | টা আ আ | টা টা টা | টা টা আ
× — — | × — — | × — — | × — — | × — —

গ প ম প ম প গ ঋ গ ম গ ঋ

টা টা টা | টা আ আ | টা টা টা | টা টা টা | টা টা আ
× — — | × — — | × — — | × — — | × — —

সা সা নি সা সা গ ম প ম ম গ

টা আ আ | টা টা টা | আ টা টা | টা টা টা | আ আ আ
× — — | × — — | × — — | × — — | × — —

প ম ম গ ম গ ঋ সা

টা টা টা আ টা টা টা আ টা টা আ আ
× — — × — — × — — × — —

৭ম প্রণালী।—কোন সুরে একাধিক পূর্ণমাত্রা থাকিলে, একটী আঘাতের কালে, উহার প্রথম এক মাত্রার জন্য ঐ সুরের ওজনে টা' উচ্চারণের পরিবর্ত্তে গানের বর্ণ এবং অবশিষ্ট এক একটি মাত্রার জন্য এক একটি আঘাতের কালে ঐ সুরের ওজনে এক একটি আ' উচ্চারণের পরিবর্ত্তে ঐ বর্ণের এক একটি স্বরাংশ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং যে বর্ণে বা যে স্বরাংশে করতলের আঘাৎ হইবে, তাহাকে প্রস্বন যোগে উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা :—
এইরূপ

সা নি | সা | গ | প | ম প ম গ গ
আ জি | স | বে | গা | হি ব গা

প ম গ সা
প্রা রে

থাকিলে, এইরূপে গান করিতে হইবে, যথা :—

মঃ—৬০

১০ম সাধন

সা নি | সা | গ | প | ম প |
আ জি ই | স অ অ | বে এ এ | গা আ আ | হি ই ব |
× — — | × — — | × — — | × — — | × — — |

ম | গ | গ | প | ম | গ |
গা আ আ | ন অ অ | অ অ অ | প্রা আ আ | ণ অ অ | ভ অ অ |
× — — | × — — | × — — | × — — | × — — | × — — |

সা ||
রে এ এ ||
× — — ||

মঃ—৬০

১১শ সাধন।

বেহাগ—একতালা।

প নি নি	নি নি র্সা	নি ধ প	ম গ
ম দ ন	মো হ ন	মু র লী	ধা আ রী
× — —	× — —	× — —	× — —

গ ম প	প ধ প	ম গ	গ সা
মু র হ	র র মা	র অ ঙ্গ	অ অ ন
× — —	× — —	× — —	× — —

র্সা গ	গ গ ম	প নি	র্সা র্সা	র্সা র্গ
ব অ ঙ্কি	ম ব ন	মা আ লী	শ্যা অ্যা ম	ন ব

র্মা	র্সা নি	প ম	ম গ	অন্তরা	প প
বা	রি ই দ	গ অ ঙ্গ	অ অ ন		প অ ঙ্ক

প নি নি	র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা
জ আঁ খি	পী ঈ তা	আ ম্ব র	ন ট ব

র্সা নি নি	র্সা র্সা র্সা	নি প প	র্সা র্গ	ম প
র কি বা	চাঁ চ র	চি কু র	দী ঈ ন	ব অ ন্ধু

প ম	র্গ র্সা	র্সা র্সা	র্সা নি নি	প ম
প্রে এ ম	সি ই ন্ধু	চি ই ন্ম	য় ভ য়	ভ অ ঞ্জ

ম গ
অ অ ন

৮ম প্রণালী।—স্বরলিপিতে একমাত্রিক একটি স্বরের নিম্নে গানের দুইটি বর্ণ থাকিলে, দ্বিতীয় বর্ণটি হসন্ত উচ্চারিত হইবে, যথা :—

গা	গা	গা	ঋা	গা	মা	গা	ঋা
	রি	মাম্	রট্	লো	রে	দে	শে

নিম্নস্থিত সাধনে যে বর্ণে বা স্বরাংশে করতলের আঘাত পড়িবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

নং—৬০

১২শ সাধন।

বেহাগ বারোঞা—একতাল।

>			>			>			>		
পা	পা	পা	পা	ধা	নি	ধা	পা	পা	মা	গা	গা
মা	চে	বা	ছ	তু	লে	ভো	লা	ভা	বে	ভু	লে
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

>			>			>			>		
গা	মা	মা	মা	মা	পা	মা	গা	ঋা	র্সা		
ব	ব	বোম্	ব	ব	বোম্	গা	লে	বা	জে	এ	এ
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

সা	সা	সা	সা	নি	নি	সা	মা	মা	মা	গা	ঋা
র	জ	ত	ভূ	ধ	র	নি	ন্দি	ক	লে	ব	র

সা	সা	সা	সা	গা	গা	মা	পা	পা	পা	পা	পা
র	জ	ত	ভূ	ধ	র	নি	ন্দি	ক	লে	ব	র

পা	পা	নি	ধা	পা	মা	গা	মা	ঋা	সা			অন্তরা
শ	শা	ঙ্ক	সু	ন্দ	র	ত	লে	সা	জে	এ	এ	

গ	গ	গ	গ	গ	ম	প	নি	সা	সা	সা	সা
প্রে	মা	ধা	রে	ত্রি	ন	য়	ন	ছ	ল	ছ	ল

নি	নি	নি	নি	ধ	ধ	সা	সা	নি	ধ	প	প
ফ	ণি	ফ	ণ	ফ	ণা	জা	হ্ন	বী	কল্	ক	ল

ধ	সা		নি	ধ	প	ম		গ	ম	সা	
জ	টা	আ	জ	ল	দ	জা	আ	ল	মা	ঝে	এ

৯ম প্রণালী।—একাধিক মাত্রাবিশিষ্ট একটি স্বরের নিম্নে গানের দুইটি বর্ণ থাকিলে, একটি আঘাতের কালে ঐ স্বরের প্রথম মাত্রার জন্য উহার ওজনে গানের প্রথম বর্ণ এবং অন্যান্য আঘাতের কালে পরস্থিত এক একটি মাত্রার জন্য উহার ওজনে ঐ প্রথম বর্ণের এক একটি স্বরাংশ এবং শেষ মাত্রার কালে উহার ওজনে প্রথম বর্ণের স্বরাংশ এবং হসন্তযোগে দ্বিতীয় বর্ণ এই দুইটি উচ্চারিত হইবে। যথাঃ—এইরূপ

প	প	প
প্রা		ণ

থাকিলে, এইরূপ

প			প			প	
প্রা	আ	আ	আ	আ	আ	আ	আণ্
×	—	—	×	—	—	×	—

উচ্চারিত হইবে, এইরূপ

নি	সা	সা
গো	ধ	ন

থাকিলে, এইরূপ

নি	সা	
গো	ধ	অ
×	—	—

সা		
অ	অ	অণ্
×	—	—

উচ্চারিত হইবে।

নিম্নস্থিত সাধনের যে বর্ণে বা যে স্বরাংশে করতলের আঘাৎ হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

ম: —৬০

১৩শ সাধন।

কামোদ মিশ্র—একতালা।

সা ঋ প প ম ম গ ঋ ঋ ঋ
ডা কে হে এ এ এ প তি ইৎ তো মা আয়্ প তি ই
× — — × — — — — × — — × —

ঋ সা সা ঋ ঋ প প নি সা সা
ইৎ পা বন্ পূ রা ও সা আ আধ্ দী নের্ ঠা
× — — × — — × — —

সা নি ধ নি ধ প অন্তরা নি নি
কুর্ কো থায়্ গো ও উর্ চাঁ আঁ আঁদ্ না মে এর্

নি সা সা সা নি নি সা | সা ঋ |
গু ণে এ এ স অ গু উ ণ ধা আ আম্ | হৃ দ অয়্ |

ঋ ঋ ঋ গ গ গ ঋ ঋ সা নি | সা |
ভ রি ই হে রি ই হ রি ই ত্রি ভ অ ঙ্গি ই ম | ঠা আ আম্ |

| সা নি | ধ প ম প ঋ প ম ম
| না আম্ ভ | র শা আ ক রি ই আ শা আ পূ উর্ বে

| গ গ | ঋ ||
| ম ন অস্ | কা আ আম্ ||

১০ম প্রণালী।—একাধিক এক মাত্রাবিশিষ্ট বিভিন্ন সুরের নিম্নে আশ চিহ্ন থাকিলে,এক একটি আঘাতের কালে প্রত্যেক এক মাত্রাবিশিষ্ট সুরের ওজনে এক একটী টা উচ্চারণের পরিবর্ত্তে আশ চিহ্নিত একাধিক সুরের প্রথমটীর ওজনে টা এবং অবশিষ্ট এক একটী এক মাত্রিক সুবের ওজনে এক একটী টা'র পরিবর্ত্তে এক একটী আ উচ্চারিত হইবে। এবং যে টা বা আ শব্দে করতলের আঘাৎ হইবে তাহাকে প্রধ্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

ম:—৬০

১৪শ সাধন

সা	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ম	প	গ		
টা	আ	আ	টা	টা	আ	টা	আ	টা	টা	আ	আ
ম		গ	ঋ	প	ম	গ	ঋ	গ	সা		
টা	আ	আ	টা	আ	আ	টা	আ	টা	টা	আ	আ
সা	গ	ম	গ		ঋ	গ	প	ম	প		
টা	টা	আ	টা	আ	আ	টা	আ	আ	টা	আ	আ
ম	গ	ঋ	গ		ম	গ	ঋ		সা		
টা	আ	আ	টা	আ	আ	টা	আ	আ	টা	আ	আ

১১শ প্রণালী।—যদি এক এক মাত্রাবিশিষ্ট একাধিক সুরের নিম্নে আশ চিহ্ন থাকে এবং উহাদের প্রথমটিব নিম্নে গানের একটী বর্ণ থাকে, তাহা হইলে, এক একটি আঘাতেব মধ্যে আশ চিহ্নিত একাধিক সুরের প্রথমটিব ওজনে টা'র পরিবর্ত্তে উহাব নিম্নস্থিত গানের বর্ণ এবং অবশিষ্ট এক একটি সুরের ওজনে এক একটি আ উচ্চারণের পরিবর্ত্তে ঐ বর্ণের এক একটি স্বরাংশ উচ্চারিত হইবে, যথা :—এইরূপ

প	ম	গ	থাকিলে,	প	ম	গ	র পরিবর্ত্তে	প	ম	গ
কে				টা	আ	আ		কে	এ	

উচ্চারিত হইবে। গানের যে বর্ণে বা স্বরাংশে করতলের আঘাৎ হইবে, তাহাকে প্রস্বনযোগে উচ্চারণ করিতে হইবে।

মঃ -৬০

১৫শ সাধন।

ম.	গ	ম	প	নি	নি	সা		নি	প	ম	প
কে	এ	এ	ম	অ	নে	ভু	উ	লি	ব	অ	অ
×	—	—	×	—	—	×	—		×	—	—

গ	ঋ	গ	প			গ		ঋ	সা		
তো	ও	ও	মা	আ	আব্	ক	অ	রু	ণা	আ	আ
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

মঃ—৬০

১৬শ সাধন

আলাহিয়া মিশ্রিত—একতালা।

প		ম	গ		ঋ	গ	প	প	ধ	নি	নি
দ	অ	র্প	হা	আ	রী	দা	আ	ন	বা	আ	রি
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

সা	সা	সা	সা	নি	নি	সা	ঋ	ঋ	গ	ঋ	সা
জ	য়	জ	য়	গি	বি	ধা	আ	রী	ঈ	ঈ	ঈ
×	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	—

সা	সা	সা	নি	নি	নি	ধ	ধ	নি	ধ	প	প
মু	র	লী	ব	দ	ন	ম	দ	ন	মো	হ	ন

গ		ঋ	গ	প	প	গ		ঋ	সা		সা
গো	ও	প	না	আ	রী	মা	আ	ন	হা	আ	রি

সা সা সা সা নি ধ সা নি নি ধ প

হ রি হে এ এ এ হ রি হে এ এ এ

|| অন্তরা || প প প | ধ ধ | নি নি | নি নি |

জ য় গো | পা আ ল | ন অ ন্দ | লা আ ল |

| সা সা | সা নি নি | সা ঋ ঋ | গ ঋ সা |

| গো ও চা | আ র ণ | র অ ঙ্গ | অ অ অ |

| সা সা ঋ | গ সা ঋ | নি সা সা | সা সা নি |

| দু টি আঁ | খি বাঁ কা | হে লা শি | খি পা খা |

| ধ নি নি | ধ প প | ধ সা নি | নি |

| কু ল শী | ল মা ন | ভ অ ঙ্গ | অ অ অ |

| ধ ধ ধ | ধ ধ নি | ধ নি ধ | প |

| য ম লা | আ র্জ্জু ন | ভ অ ঞ্জ | ন অ অ |

| ম প প | প প ধ | ম প ম | গ ঋ |

| রা আ ধা | আ হ্ল দি | র অ ঞ্জ | ন অ অ |

| ঋ গ | সা সা ঋ | গ প প | ম প |

| কে এ শী | সূ দ ন | ক অং শ | ধ্ব অং শ |

গ৷ মঁ প প প প ধ নি সা সা নি

কা আ রী ঈ ঈ ঈ চি ই ত চো ও র র স খি

ধ প গ ঋ গ প প গ ঋ সা

ভো ও র রা আ ধা কু উ ঞ্জ চা আ আ রী ঈ ঈ

১২শ প্রণালী।—আশযুক্ত একাধিক সুরের নিম্নে গানের দুইটি বর্ণ থাকিলে, একটি আঘাতের কালে, প্রথম একমাত্রিক সুরের ওজনে প্রথম বর্ণ উচ্চারিত হইবে এবং অবশিষ্ট এক একটি আঘাতের কালে, প্রত্যেক একমাত্রিক সুরের ওজনে প্রথম বর্ণের স্বরাংশ উচ্চারিত হইয়া শেষ একমাত্রিক সুরের ওজনে একটি আঘাতের কালে প্রথম বর্ণের স্বরাংশ এবং হসন্তযুক্ত দ্বিতীয় বর্ণ উচ্চারিত হইবে, যথা:—

নি ধ প ধ ম প গ ম ঋ গ ঋ

হ রি বো

থাকিলে, এইরূপে গানের বর্ণ উচ্চারিত হইবে, যথা:—

নি ধ	প ধ	ম প	গ ম	ঋ গ ঋ
হ অ রি	বো ও ও	ও ও ও	ও ও ও	ও ও ওল্
× — —	× — —	× — —	× — —	× — —

নিম্নলিখিত সাধনে গানের যে বর্ণে বা যে স্বরাংশে করতলের আঘাত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

।:—৬০

১৭শ সাধন।

ঋ ম ম ম প প ম ম প প

শ্যা অ্যাম্ আ আ আর্ কার্ শ্যা অ্যাম্ গো কা আর্

× — — × — — × — —

ধ ধ নি ধ ধ প ম প প প প
রা ধা আর্ কো টা লি রে ছে সে ধে এ

ম:—৬০

১৮শ সাধন

ম ম গ	গ ঋ সা	ঋ ম প	ধ নি নি
চাঁ দে এর্	কি র অণ্	শ্যা অ্যাম্ অ	অ অ জে

ধ সাঁ নি	ধ প ম	ম প ম	প প
ম দ অন্	মো হ অন্	বি হ রা	আ জে এ

প ধ	ধ সাঁ সাঁ	সাঁ ধ সাঁ	ধ নি ধ
আ মা আর্	প্রা আ ণ	না আথ্ ওই	র অ অ

প ম ধ প ম গ গ
থ অ অ মা আ আ ঝে এ এ এ এ এ

১৩শ প্রণালী।—যদ্যপি স্বরলিপির কোন পদ অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট থাকে, যথা:—ত্রিমাত্রিক পদ বিশিষ্ট স্বরলিপির কোন পদে কেবল এক বা দুই মাত্রা থাকে, তাহা হইলে, ঐ পদে অবশিষ্ট মাত্রা উহ্য অর্থাৎ ঐ সকল মাত্রার বিশ্রাম বুঝিতে হইবে যথা:— গ ম ঋ গ ঋ সা | এখানে প্রথম পদে প্রকাশ্যে দুই মাত্রা থাকাতে, অবশিষ্ট এক মাত্রা উহ্য অর্থাৎ উহার বিশ্রাম বুঝিতে হইবে। এইরূপ গ ম গ ঋ সা থাকিলে, প্রথম পদে প্রকাশ্যে এক মাত্রা থাকাতে, অবশিষ্ট

দুই মাত্রার বিশ্রাম বুঝিতে হইবে। এরূপ স্থলে বাম হস্তের করতলের একটি আঘাতের ও মধ্যমার দুইটি আঘাতের এক একটির কালে এক একটি টা উচ্চারণ না করিয়া এক একটি আঘাতের কালে এক একটি উহ্য মাত্রার জন্য মনে মনে এক একটি শা উচ্চারণ করিতে হইবে এবং প্রকাশ্য প্রত্যেক এক মাত্রার জন্য প্রকাশ্যে এক একটি টা উচ্চারণ করিতে হইবে যথাঃ—এইরূপ সা ম গ ম থাকিলে, প্রথম পদটি দুইটি উহ্য এবং একটি প্রকাশ্য মাত্রাবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রথম পদে তিনটি আঘাতের এক একটির কালে এক একটি টা উচ্চারণের পরিবর্ত্তে প্রথম দুইটি আঘাতের এক একটির কালে দুইটি উহ্য মাত্রার জন্য মনে মনে দুইটি শা ও তৃতীয় আঘাতের কালে প্রকাশ্য এক মাত্রার জন্য প্রকাশ্যে একটি টা উচ্চারণ করিতে হইবে যথাঃ—

'' সা	ম	গ	ম
শা শা টা	টা	টা	টা
	×	—	—

যে স্বরলিপির পদ অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট থাকে, সেই স্বরলিপির কোন স্থান হইতে পুনরায় ঐ অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট পদে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট পদের অবশিষ্ট মাত্রা থাকে যথাঃ—

সা ঋ	গ গ	গ গ প	গ ঋ	ঋ সা সা
জ য়	নী ল	ব স না	প দ্মা	স না

সা সা ধ	সা সা ঋ	গ প গ	ঋ ‖
বি ম ল	উ জ্জ ল	ব র ণে	এ ‖

স্থলে অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট প্রথম পদে প্রত্যাগমনের সময় শেষ পদে অবশিষ্ট এক মাত্রা বিশিষ্ট সুর থাকাতে, সময় আর শা' উচ্চারণের প্রয়োজন হইবে না। কারণ এখানে প্রথম পদের অবশিষ্ট এক মাত্রা শেষ দ আছে।

নিম্নস্থিত সাধনে গানের যে বর্ণে বা যে স্বরাংশে করতলের আঘাৎ হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ বতে হইবে।

—৬০

১৯শ সাধন

সা ঋ	গ গ		ঋ	গ		ম		সা
শা টা টা	টা টা আ		টা আ	আ	টা আ	টা		টা
× — —	× — —		× —	—	× —	—		×

মঃ—৬০

২০শ সাধন।

০ ম	গ ঋ সা	সা সা	ম ম ম
শা শা টা	টা টা টা	টা টা আ	টা টা টা

ম ম	ম ম ম	প প সা	সা সা	নি
টা আ টা	টা টা টা	টা টা আ	ট টা আ	টা

ধ | প ম গ ঋ গ ম প

আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

১৪শ প্রণালী।—অতঃপর অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট পদে এক একটি আঘাতের সহিত এক একটি উহ্য মাত্রার জন্য মনে মনে এক একটি শা উচ্চারণ করিয়া, এক একটি প্রকাশ্য মাত্রাবিশিষ্ট সুরের ওজনে এক একটি টা বা আ উচ্চারণের পরিবর্ত্তে উহাদের নিয়স্থিত গানের এক একটি বর্ণ বা উহার স্বরাংশ উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ অসম্পূর্ণ মাত্রাবিশিষ্ট পদে পুনরায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে অবশিষ্ট মাত্রা থাকিলে, ঐ সময় মনে মনে আর শা উচ্চারণের প্রয়োজন হইবে না।

নিম্নলিখিত সাধনে গানের যে বর্ণে বা যে স্বরাংশে করতলের আঘাৎ হইবে, তাহাকে প্রধ্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

মঃ—৬০

২১শ সাধন

০ সা গ গ ঋ গ ম ঋ সা ০

ও মা কে ম অন্ মা আ আ কে এ জা নে

× — — × — — × — — ×

মঃ—৬০

২২শ সাধন।

০ ম গ ঋ সা সা সা ম ম ম ম ম

দা নে হা রা আ আই হা রা আ আই কি

ম ম ম প প সা সা সা নি প
আ ছে ক পা লে এ ভা বি ই তা আ আ আ

ম গ ম ঋ গ ম ম প
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আই

৬০ ২৩শ সাধন।

সা ঋ | গ গ | গ গ প গ ঋ
জ য় | নী ঈ ল | ব স না প অ দ্মা আ

সা সা | সা সা ধ | সা সা ঋ গ প গ
স না | বি ম ল | উ জ ল ব র নে এ

১৫শ প্রণালী—অতঃপর ত্রিমাত্রিক পদ গুলির ১ম মাত্রার জন্য বাম হস্তের করতলের দ্বারা একটি আঘাৎ এবং ২য় ও ৩য় মাত্রার জন্য মধ্যমার এক একটি আঘাৎ না দিয়া কেবল মাত্র ১ম মাত্রার জন্য করতলের একটি আঘাৎ দিয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদয় সাধন ও গানগুলি অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক পদে কেবল একটিমাত্র আঘাৎ দিয়া গান করিতে অভ্যাস হইলে, ক্রমশঃ দ্রুত লয়ে গান করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

১৬শ প্রণালী—প্রথমে এক একটি আঘাতের কালে এক একটি টা' উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত এক একটি পূর্ণ মাত্রিক সুরের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এবং এক একটি আঘাতের সহিত ভগ্ন মাত্রার সমষ্টিযোগে এক একমাত্রিক সুরগুলির উপযুক্ত মাত্রানাম গুলির উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত ভগ্নমাত্রিক সুরগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া যাইতে হইবে যথাঃ—

মঃ—৫৬ ২৪শ সাধন

সা ঋ গ ম গ ঋ গ ম প ম প ম গ ঋ
টা -টা -টাই +টা +কা -টাই -টা+এ+কে -টা -টাই টা -টা +টে +কে

গ প ম গ ম ঋ গ ম গ ঋ সা সা নি সা
+টা +ফা -টাই -টা -টাই +টা +ফা+এ+কে -টা -টাই টা +টা +ফা -টাই

গ ম প ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ গ
-টা -টাই -টা+এ+কে -টা +টে +কে +টা +ফা -আই -টা -টাই +টা +ফা +এ

ম প ম গ ঋ গ ম প ম প নি
+কে -টা -টাই +টা +ফা -আই টা -টাই -টা -টাই টা -টা +এ +কে

ধ প ম প ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ
-টা -টাই টা -টা +এ +কে -টা -টাই +টা +ফা -টাই -টা -টাই +টা

গ ঋ গ ম প ম গ ম গ ঋ সা
+ফা +এ +কে -টা -টাই -টা +এ +কে +টা +ফা +টে +কে টা

মঃ—৫৬

২৫শ সাধন।

প ম প ধ প ম প ম গ ম
-টা +এ +কে টা আ +টা +ফা -টাই -টা +এ +কে +টা +ফা -আই

গ ম ধ প ম প ম ম গ গ ম প
টা আ টা +টা +ফা -টাই -টা +এ +কে -টা -টাই টা টা টা

ঋঁ গ ঋঁ সা সা সা সা নি নি নি সা
-টা -টাই -আ -টাই টা

সা গ | গ ম গঁ ঋঁ গ ম গঁ মঁ | ধ প ম প

ম গঁ ঋঁ গ ম গঁ ম ঋঁ গ ঋঁ সা প প প

প প ধ নি সাঁ নি নি ধ মঁ ম গ

গ ম প নি নি সা | ধ নিঁ ধ নি সাঁ | সা নি

ধ প মঁ পঁ ম গ অন্তরা সাঁ নিঁ নি নি সা

সাঁ সাঁ সা সা নি সা গঁ ঋঁ সা সা সা সাঁ

নি সাঁ ঋঁ সাঁ নি নিঁ ধ প প নি ধ নি সাঁ

সাঁ নিঁ নি নি নি নি | সা সা সাঁ নি | নি নিঁ

ধ্ব প গা নি ধ নি নি । সা সা ঋা সা না না

গা মা মা গ গা ঋা গা ম মা না ধ পা মা গা মা·

গ ম প ম গ ঋ সা

১৭শ প্রণালী।—তৎপরে উপরোক্ত ২৪শ ও ২৫শ সাধনে এক একটি আঘাতের কালে এক একমাত্রিক এক একটি স্বরের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহাদের ওজনে টা এবং এক একটি আঘাতের কালে ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে এক এক মাত্রিক স্বরগুলির প্রত্যেকের ভগ্নমাত্রিক নাম গুলিকে ঐরূপ মাত্রাবিশিষ্ট স্বরগুলির ওজনে ও উপযুক্ত কালে উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত উহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যাইতে হইবে। এবং যে টা বা আ করতলের আঘাতে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

১৮শ প্রণালী।—অতঃপর যে কয়েকটি ভগ্নমাত্রা লইয়া একমাত্রা পূর্ণ হইবে, তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, একটি আঘাতের কালে উহাদের মাত্রানাম গুলির পরিবর্ত্তে প্রথম স্বরের ওজনে ও মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া টা' এবং পরস্থিত স্বরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া, উহাদের উপযুক্ত মাত্রানামের পরিবর্ত্তে টে, টো, টে, টো এইরূপে ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। নিম্নলিখিত সাধনে যে টা' বা আ' করতলের আঘাতের কালে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

মঃ—৫৬

২৬শ সাধন

সা গ ম পা মা গা ঋা গ ম প ঋা গ মা
টা টা টে টা টে টো টা টে টো টে টা টে টা
× — ×

পা মা পা গ ম গ ঋা গা মা গা ঋা সা
টা টে টো টা টে টা টা টে টা টে টো টা
× ×

সা ঋ গ ম গ ঋ গ ম প ম প ম গ ঋ
টা টা টে টা টে টো টা টে টা টে টা টা টে টো

গ ম | ঋ সা ঋ গ ঋ সা সা নি সা গ ম
টা টা | টা টে টা টে টো টা টা টে টো টা টে

প ম নি ধ প ম গ প ম গ ম প ম গ
টা টে টা টে টা টে টা টা টে টো টা টে টো টে

ঋ গ ম গ ঋ সা
টা টে টা টে টো টা আ

১৯শ প্রণালী।—অতঃপর যে যে সুরের ওজনে ও মাত্রানুসারে টা, টে, টো উচ্চারিত হওয়া উচিত, সেই সেই সুর উহাদের পূর্ব্বস্থিত কোন সুরের সহিত আশযুক্ত থাকিলে, তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, উহাদের ওজনে ও মাত্রাকালে টা টে টোর পরিবর্ত্তে আ এ ও উচ্চারিত হইবে যথা:—এইরূপ

সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা থাকিলে, এইরূপ

সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা না হইযা এইরূপ
টা টে টো টে টা টে টো টা টে ||

সা ঋ গ | ম প ম গ ঋ সা হইবে
টা এ ও | এ টা এ ও টা এ

মঃ—৫৬

২৭শ সাধন।

সা ঋ গ ম গ ঋ	গ ম প ম প	ম গ ঋ
টা টা এ টা এ ও	টা এ আ টে টা	টা এ ও

গ ম প ম গ	ম গ ঋ ম গ ঋ সা
টা এ টো এ টা	টা টে আ এ টো টে টা

মঃ—৫৬

২৮শ সাধন।

বেহাগ—একতালা।

প ম প	ধ প ম প ম গ ম	গ ঋ সা সা
টা এ টা আ	টা এ ও আ এ আ এ	আ আ এ ও টা
× — —	× — —	× — —

গ ম ধ প ম প ম ম গ গ ম প

টা আ আ টা আ এ টা এ আ আ আ

× — — ×

ম গ ঋ সা সা সা সা নি নি নি সা সা গ

টা এ আ এ আ টা টা টা টা টা টা টা টা টা

গ ম গ ঋ গ ম গ ম ধ প ম প ম

টা টা টা এ টা টা টা এ টা ও এ টা

গ ঋ গ ম প ম ম গ ঋ সা প প প

টা এ টা আ আ এ টা এ আ এ আ টা টা টা

প প ধ নি সাঁ নি নি ধ ধ প প ম ম গ

ট্যা টা টা টা টা টা এ টা এ টা এ

গ ম প নি নি সাঁ ধ নি ধ নি সাঁ সাঁ নি

টা টা টা টা টা টা ট এ আ এ ও আ টা আ আ।

ধ প ম প ম গ

টা এ ও আ এ আ

দ: —৫৬

২৯শ সাধন

সাঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ ধ নি ধ নি ধ প

টা টা টে টা এ টো টা টা টে ও টা টে

গ গ ঋ গ ম প | ধ প ম ম গ ম ধ ধ নি

টা আ টা টা টা টা | টা এ টা টে ও টা এ, টো এ |

সাঁ নি ধ প ম গ গ | ম প গ গ ঋ | সাঁ

টা এ টা এ টা এ টো | টা টা এ টো টা | টা আ আ ||

১৯শ প্রণালী।—অতঃপর এক একটি আঘাতের দ্বারা পরিমাণ করিয়া আশবিহীন সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া টা টে, টো'র পরিবর্ত্তে সুরগুলির নিম্নস্থিত গানের বর্ণ গুলিকে স্থায়ী করিয়া গান করিতে হইবে এবং আশযুক্ত সুর গুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া আ, এ, ও'র পরিবর্ত্তে গানের বর্ণের স্বরাংশ গুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হইবে যথা:—এইরূপ

সা গঁ মঁ ধঁ পঁ মঁ পঁ মঁ ম গ গ ম প
কা কে

মঁ গ ঋঁ সা থাকিলে, এইরূপ সা গঁ মঁ ধঁ পঁ
টা টা আ টা টা এ

মঁ পঁ মঁ ম গ গ ম প মঁ গ ঋঁ সা
ও আ এ টা এ আ আ আ টা এ আ এ আ

না হইয়া গানের বর্ণ ও স্বরাংশগুলি এইরূপে সা | গঁ মঁ | ধঁ পঁ মঁ
গু | কা আ আ | ল অ অ

পঁ মঁ ম গ গ ম প মঁ গ ঋঁ সা উচ্চারিত হইবে
অ অ কে এ এ এ এ ন অ অ অ

এবং গানের কোন বর্ণ বা উহার স্বরাংশ করতলের আঘাতের কালে উচ্চারিত হইলে, উহাকে প্রস্বন যোগে গান করিতে হইবে।

-৫৬ ৩০শ সাধন।

বেহাগ—একতালা।

পঁ মঁ পঁ | ধঁ পঁ মঁ পঁ মঁ গঁ মঁ | গঁ ঋঁ সা সা |
বি ই ধু উ | মু উ উ উ উ উ উ | উ উ উধ্ গু |

| গা ম | ধ প ম প ম ম গ | গ ম প |
| কা আ আ | ন অ অ অ অ কে এ | এ এ এ |

ম গ ঋ সা | সা সা সা | নি নি নি | সা সা গ |
ন অ অ অ | ন য় নে | র ঞ্জ লে | অ ল কা |

গ ম গ ঋ | গ ম প ম | ধ প ম প ম
তি. ল কা আ | ভা সি গে এ | ছে এ এ এ কো

গ ঋ | গ ম প ম | ম গ ঋ সা | প প প |
থা আ | চ অ অ অ | লি ই ই ই | য ত অ |

প প ধ নি সা নি নি ধ প প প ম ম গ
ঙ্গ বা মি শি ই ল অ অ অ ঙ্গে এ তে

| গ ম প | নি নি সা | ধ নি ধ নি সা
| ত বু ক | র চ তু | বা আ আ আ আ

| সা নি | ধ প ম প ম গ ||
| লী ঈ ঈ | ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ ||

২০শ প্রণালী।—অতঃপর ত্রিমাত্রিক পদগুলির কেবল প্রথম মাত্রার জন্য হস্তের সমগ্র করতলের দ্বারা একটি আঘাৎ কিন্তু ২য় ও ৩য় মাত্রার জন্য মধ্যমাব এক একটি আঘাৎ না দিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক পদে তিনটি আঘাতের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র একটি আঘাৎ দিয়া গান করিতে হইবে। এ রূপে গান করিবার কালে গানের যে বর্ণে বা স্বরাংশে করতলের আঘাৎ পড়িবে, তাহাকে প্রধ্বনিত করিয়া গান করিতে হইবে।

নং—১৫২ খাম্বাজ—একতালা।

প সাঁ নি | সাঁ নি সাঁ | ধ নি সাঁ | নি ধ নি

কে ন গো ম লি ন কি ছুঃ খ নি

| ম নি ধ | নি ধ নি | প ধ সাঁ | নি সাঁ | ধ নি ঋাঁ | সাঁ ঋাঁ |

ন বী ন জী ব নে প্রে ম পি পা সা গেঁ থে ছে হৃ দে

বি নো দ অ ধ রে বি নো দ হা সি বি নো দ রূ পে
(১)

নি সাঁ নি সাঁ | নি ধ ধ ম মঁ গঁ | মঁ ঋাঁ সাঁ নি সাঁ ঋাঁ |

যে ভা ল বা সা অ চি রে পূ রি বে সে সু খ

বি জ লী বি কা শি বি নো দ শা র দ সু ধাং শু

(১) গানের অন্তরায় দুই পংক্তি বাণি (কথা) থাকিলে, অন্তরা গান করিবার সময় প্রথম পংক্তিকে উহার উপরিস্থিত সুরগুলির ওজন ও মাত্রানুসারে গান করিতে হইবে। ও আভোগ গান করিবার সময় বাণির দ্বিতীয় পংক্তি উহার উপরিস্থিত সুরগুলির ওজন ও মাত্রানুসারে গীত হইবে।

ম প ধ । নি ধ নি । প সাঁ নি সাঁ নি সাঁ । নি সাঁ ঋঁ নি সাঁ

ভু লা বে । সে জ নে যে জ ন তো মা র প্রে মে না।

নি ধ

চা য়

ঃ—১৫২

গৌরী—একতালা

প প প প প প প ধ ধ প ম গ গ অন্তরা

মে য়ে আ মার মা য়ের নাম শ্যা মা

সা সা সা সা ঋ গ ম | ম | ম | ম ম

বা বা ব ব বোম্‌ বো | লে | | মদ খে

ম ম প ম গ ম গ গ ঋ ঋ সা সা | ঋ সা সা

য়ে মা গা য়ে প ড়ে লে শ্যা মাব এ ল

ন ধ ন সা ঋ সা সা | ন সা ঋ সা নি নি প প

কে শ দো লে রা ঙা পা য়ে ভ্র মর গা জে

| প প | প প প প প ম প ধ | ধ প ম গ

ঐ নূ পুর বা জে শো ন না

পঞ্চম বাহার—একতালা।

ম ম প গ | ম নি নি নি ধ নি | ম গ | গ ম প |

কু সু প্রা ন্ত ধী র স লি ল

ম গ ঋ ঋ | ঋ সা সা সা সা ম ম | ম গ | ম ম নি নি

ঢ ল ল ঢ ল মৃ দু অ | নি ল ত র ত

নি ধ নি অন্তরা | ধ ধ ম ম | ম ম প গ | ম ধ নি |

শ ত দ ল ক ত | দো লে দ

নি সা সা সা | নি সা ঋ | গ ঋ সা | সা সা নি ধ

লে দ লে যে ন ক ত শ শী ভা সে কা

নি সা সা সা | সা নি | সা নি সা সা নি | নি নি ধ ধ

জ লে আ মো দি নী না চে কু

ধ প প প | মঁ মঁ ম | গ ম ধ প ম মঁ ম গঁ ঋ ঋ
মু দি নী ত রু ত প নে যে ন ম ণি

ঋ সা সা | সা ম ম গ ম প ধ প ম ম গ গ
শ্রে ণী র ক্ত পী ত সি ত রা গে

| ম নি ধ ধ ধ ধ | নি নি নি নি সা সা সা | ধ ঋ স
ক ল্লো মা লা হা সে অ নু রা গে অ লি ছে

ঋ সা নি নি সা সা নি নি ধ সা সা ঋ মঁ গঁ ঋ ঋ ঋ ঋ
টে ম ধু লো টে বি হ ঙ্গ গী ত উ থ লে

| সা সা | সা সা নি ঋ | ঋ সা সা সা সা নি | ধঁ নি
ক ত কু হু কু হু পি ক স্ব

সমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(ত্রিমাত্রিক—জাতীয়)

তাল—খ্যাম্‌টা।

এই ছন্দ তিন মাত্রা বিশিষ্ট দুইটি পদে বিভক্ত, এই দুই পদে দুইটি তাল; তন্মধ্যে একটিতে সম। ই

ফাঁক নাই এবং লয় একতালা অপেক্ষা দ্রুত। ইহার ঠেকা যথা:— ধা গে নে না গে নে

খ্যাম্‌টার দুই ফেরে একতালার এক ফেরা হয়। একতালা ও খ্যাম্‌টা ছন্দের প্রভেদ এই যে, একতালার পদগুলিতে প্রায়ই তিনটি হ্রস্ববর্ণ কখন কখন একটি প্লুতবর্ণ, কখন কখন একটি বর্ণ দুই বা তিনটি পদের মাত্রাকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং কখন কখন প্রথমে একটি দীর্ঘবর্ণ, পরে একটি হ্রস্ববর্ণ থাকে। যথা :—

| কো থা আ | ছ প্র | ভু | উ | এ সে ছি | দী ন | হী | হীন্ | আ ল য় |

| না হি | মো | ওর্ | অ সী ম | সং সা | রে | এ ||

খ্যাম্‌টায় উপরোক্ত সকল প্রকার মাত্রাবিশিষ্ট বর্ণ বিন্যাসের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে পদের প্রথমে একটি হ্রস্ববর্ণ ও পরে একটি দীর্ঘবর্ণ থাকে, যথা : — না জা নি সা ধের প্রা ণে কোন প্রা ণে প্রাণ প রায় ফাঁ সী ঙ

কেহ কেহ একতালার গান দ্রুত লয়ে খ্যাম্‌টার ঠেকার সহিত গাহিয়া থাকেন কিন্তু এরূপে গান করিলেও ঐ গানকে খ্যাম্‌টা না বলিয়া দ্রুত লয় বিশিষ্ট একতালা বলা যায় ; কারণ লয় দ্রুত হইলেও একতালার ছন্দের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

যোগিঞা মিশ্রিত—খ্যাম্‌টা

নি সা । সা প । সা ন সা সা নি নি প প ম প
জা নে সু রা গী সু ধাই যো গী প্রা ণ দি

প নি ধ প ম গ ম গ । ঋ সা । সা ॥
লে কি ল ও হে । আ সি ।

সিন্ধু খাম্বাজ—খ্যামটা

ম ম প প । ধ ম প সা সা । নি ধ প । ম গী
লে ফুল ছু লে ছু লে তু লে দে লো বঁ ধুব

সা সা নি । নি নি সা সা নি সা প সাঁ নঁ । সা সা ঋ
গ লে সো হাগ আর্ কর্ বি ক বে যা বে ম ধু

সা নি । প ম । ম । অন্তরা। গ সা ঋ । গ গ ম প প
বা সি হ লে ফু টে ছি আ মো দ ভ রে

। ম ম । ধ ধ । নি সা । নি সা । সা ঋ । সা নি ধ প ধ
তু লে নে লো য তন ক রে ল না আর পা বে ন

। সা সা । নি ধ প ম গী । ঋ সা । সা ॥
ব লে কু সুম হে সে ঢ লে

সমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(ত্রিমাত্রিক জাতীয়।)

তাল—আড়্‌খ্যাম্‌টা।

আড়খ্যাম্‌টা বার মাত্রার তাল। একতালার ন্যায় এক ফেবায় ইহার চারিটি ত্রিমাত্রিক পদ থাকে। খ্যাম্‌টায়‧ও আড়খ্যাম্‌টায় প্রভেদ এই যে, খ্যাম্‌টার দুইটি তাল; কিন্তু আড়খ্যাম্‌টার চারিটি তাল এবং খ্যাম্‌টা অপেক্ষা আড়খ্যাম্‌টার গতি কিঞ্চিৎ শ্লথতর। এতদ্ভিন্ন খ্যাম্‌টা ও একতালা অপেক্ষা ইহার ছন্দ কিঞ্চিৎ আড়। ইহার ঠেকা যথা:—

তা তেটে ধিন্ তা তা তিন্ তা তেটে ধিন্ তা তা ধিন্

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খ্যাম্‌টা।

ম প সাঁ | নি ধ | প ম গ | গ পঁ মঁ | গ ঋ গ | প | ম প |

কি লো বা লাই ক থা শু নে লা জে রে যাই ছি ছি

প ম গ নি নি নি | সাঁ নি | ধ ন প প গ ম প সাঁ

কোন প্রা ণে চ ন্দ্রা নে মা খি বি লো

| নি ধ | প ম গ | গ পঁ মঁ | গ ঋ গ | প | ম প | প ‖ অন্তরা।

ছাই ক | থা শু নে লা জে রে যাই | ছি ছি |. ‖

-গ ম গ ঋ -গ প -|- সা নি - নি ধ -নি সা ঋ |- সা নি-|
রে ছি লে যে মন প ণ খে ক র কাল 'যা' |

|- ধ নি প |প নি নি নি নি সা সা নি ধ নি প প গ
মি লে ছে মন ও

|- ম প সা - নি ধ |- প ম গ |
ন্ন্যা সী গোঁ • সাই ক থা শু নে

চতুর্মাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা।

অতঃপর শিক্ষার্থিদিগকে চতুর্মাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা করিতে হইবে। চতুর্মাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা প্রণালী অবিকল ত্রিমাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষার ন্যায়। তবে প্রভেদ এই যে, ত্রিমাত্রিক পদে করতলের আঘাতের কালে, পদের প্রথম একমাত্রিক সুরের ওজনে উহার নিম্নস্থিত গানের বর্ণকে বা উহার স্বরাংশকে স্থায়ী করিয়া গান করিতে হয়। অথবা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে একমাত্রিক সুর গুলির ওজনে ও উহাদের উপরিস্থিত মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহার স্বরাংশ গুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয়। এবং মধ্যমার দুইটি আঘাতের এক একটির কালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ণমাত্রিক সুরগুলির ওজনে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহাদের স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয়। অথবা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে দুইটি পূর্ণমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও উহাদের উপরিস্থিত মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহাদের স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয়।

চতুর্মাত্রিক পদে করতলের আঘাতের কালে প্রথম একমাত্রিক সুরের ওজনে উহার নিম্নস্থিত গানের বর্ণকে বা উহার স্বরাংশকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয়। অথবা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে পূর্ণমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহাদের স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয় এবং মধ্যমার তিনটি আঘাতের এক একটির কালে এক একটি পূর্ণমাত্রিক সুরের ওজনে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহাদের স্বরাংশগুলিকে স্থায়ী করিয়া গান করিতে হয়। অথবা ভগ্নমাত্রার সমষ্টি যোগে তিনটি পূর্ণমাত্রিক সুরের ওজনে ও উহাদের মাত্রানুসারে স্থায়ী করিয়া উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণগুলিকে বা উহাদের স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হয়। যথা :—

ম.—৬০

১৫শ সাধন।

সাঁ সাঁ নি ঋঁ গঁ গঁ ঋঁ সাঁ নি ধ ধ ধ

র অ ঙ্গো ওং প অ ল দ ল গ অ ঞ্জ ন

× — — — × — — — × —

নি নি ধ পঁ মঁ মঁ মঁ মঁ পঁ পঁ ধ মঁ পঁ

চ র অ ণে এ ভূ উ ষ ণ ব ন ফু ল অ

× — × — — — × — —

মঁ গঁ গঁ মঁ ঋঁ সাঁ মঁ মঁ মঁ মঁ

হা আ আ আ আ আ আ আর্ বাঁ আঁ শ রী বা আ

× — — — × — — — × — — —

মঁ মঁ মঁ পঁ পঁ পঁ ধঁ পঁ ধঁ পঁ মঁ গঁ

দ ন য মু না পু লি নে এ

মঁ নি ধঁ ধ নি সাঁ সাঁ সাঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ

বি ম ন অ ব লা আ আ আ

নি সাঁ নি ধ

আ আ আর্

গৌরী—কাওয়ালী

নি সা ঋ গ মঁ গ গ ঋ সা | সা ধ নি সা | সা সা সা ম ম ম |

কি আ নি কে ম নে চ লে জী ব ন ত র ঙ্গ এ হি ল্লো লে।

ম ম ম ম্ঁ প্ঁ ম্ | গ গ ঋ গ ম গ গ ঋ সা | সা

ম ন দো লে আ শা য় মি শে আ ত ঙ্গ |

সা সা সা ঋ গ গ ম ম ম ম ম ম ম ম্ঁ ম প্ঁ ম্ঁ ম গ্ঁ

প্র ব ল বা স না ব হে ম ন সা ধ না হি র হে ৷

গ সা সা ঋ সা | সা ধ নি সা | ঋ সা সা সা সা প প প | প্ঁ প ধ্ঁ

সা ধে প্রা ণ যা ত না স হে কি প্র স ঙ্গ ন ব

প | প ম ম ম ম | ম্ঁ ম প্ঁ ম গ | সা

র ঙ্গ ন ব র স ন ব র ঙ্গ

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—কাহারবা।

ইহা আট মাত্রার তাল এবং দুইটী চতুর্মাত্রিক পদে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ স্থলে, পদের প্রথমেই দুই মাত্রাবিশিষ্ট একটি বর্ণ থাকে অথবা প্রথমে দেড় মাত্রাবিশিষ্ট একটি বর্ণ ও পরে অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট আর একটি বর্ণ থাকে। এই তালের অনেক স্থলে প্রত্যেক চতুর্থ পদের শেষে একটি দ্বিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক বর্ণ থাকে।

| রাঁ ম্ঁ র হিম না | ভু দা ক র | দিল কাঁ সা চ্চা রা থ জী

ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা ঃ— ধি ধি কে টে না ক্ ধিন্

ভৈরব মিশ্রিত—কাহার্‌বা

প প	ধ প ম গ গ ম প গ ম গ গ	ঋ সা (১ম বার)	ঋ সা (২য় বার)
কি ছার	আর কে ন মা য়া কা কা য়া তো র	বে না	বে না

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি নি ধ নি ধ প প ধ প ম ম প প

দিন যা বে দিন র বে না ত কি হ বে তোর ত বে

গ ধ প ধ ধ পঁ ধঁ প ম মঁ ধঁ প ম গ গ

আ পো হা ল কাল কি হ বে দিন পা বি তুই ক বে

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি নি ধ নি ধ প প ধ প ম | মঁ পঁ

সাধ ক থ ন মে টে না ভাই সা ধে প ড়ুক্ | বা জ

ম ধ প ধ ধ প প ধ প ম | ম ধ প ম | প

বে না বে লি চল্ রে চ লি | সা ধি..আ পন | কাষ

৩ +

সাঁ সাঁ সাঁ সা নি নি ধ নি ধ পঁ প ধঁ প ম ম প পঁ
কেউ কা রো নয় দেখ না চে য়ে ক বে ফুট্ বে আঁ খি।

ম ধ প ধ ধ প প ধ প ম ম ম ধ প ম গ গ
আ প ন র তন বে ছে নে চল হ রি ব লে ডা কি

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

চতুর্মাত্রিক জাতীয়।

তাল—আদ্ধা।

ইহার মাত্রা সমষ্টি ষোল; আদ্ধা নাম থাকাতে, ইহাকে কেহ কেহ কাওয়ালীর অর্দ্ধেক অর্থাৎ আট মাত্রিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ষোল মাত্রার তাল। কেবল কাওয়ালী অপেক্ষা ইহার ছন্দ আড়্ হওয়াতে, ইহাকে আদ্ধা অর্থাৎ আড়্ কাওয়ালী বলে। ইহার চতুর্মাত্রিক পদগুলিতে ফাঁক, প্রথম তাল, সম ও শেষ তাল এই চারিটি তাল থাকে। ইহার অধিকাংশ স্থলে বিষম অর্থাৎ প্রথম তাল ও ফাঁকের পদের প্রথমে একটি প্লুতবর্ণ থাকে; এবং অনেক তাল আড়ে অর্থাৎ পূর্ব্ব পদের শেষ মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পতিত হয়। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

| তা ধিন্ তা | ধিন্ ধিন্ তা | তিন্ তিন্ তা | ধিন্ তা ‖

ঠুংরী*—আদ্ধা।

৩ ০ ১ + ৩

সা পঁ | ম পঁ | প সাঁ নি ধ | পঁ ম | গঁ | সা গ ম প |
সা ধের | প্রে মে | না পূ | রি ল | সা |

* ঠুংরী এক জাতীয় গীত; ইহাতে দুই বা ততোধিক রাগের সমাবেশ দেখা যায়। এই প্রকার গীতের রাগিণীকে ঠুংরী রাগিণী কহে।

ম্‌ গী গী ঋ সা ঋ নি সা সা ম প | নি নি | সা সা |
ধ এ কি রে বি ষা দ অ প | রা ধি | নি র |

নি সা সা নি নি ধ | প ম | গ | সা গ ম প
ব ধি বি না | অ প | রা |

ম গী গী ঋ সা ঋ নি সা সা সা প ম প প সা নি ধ
ধ এ কি রে বি ষা দ সা ধের. প্রে মে না পূ

প ম সা গ ম প ম গী গী ঋ সা ঋ নি
বি ল সা ধ এ কি রে বি

| সা | সা | সা | অন্তরা || ম প | নি নি সা সা নি সা
| ষা | | দ | || যা 'রে | স দা ভা বি ম নে
যা র লা গি অ প রা ধ

সা নি নি ধ ধ ধ নি ধ প ধ নি সা নি ধ প
সে ক ভু না ভা বে ম নে
সে ই দে অ প বা দ

প্‌ ম ধ ধ ধ ধ নি ধ প্‌ ধ নি র্সা | নি ধ প্‌

আ র ক ত স ব | ও নে
কে হে ম সা ধি রে | বা দ

প্‌ র্সা নি ধ প্‌ ম | গ্‌ সা গ ম প্‌ ম গ গ ঋ

বি ষ ম প্র | মা দ এ কি
ঘ টা লে প্র মা দ এ কি

র্সা ঋ নি র্সা

রে বি ষাদ
রে বি ষাদ

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—ঠুংরী।*

ইহা আট মাত্রার তাল, এবং চারি মাত্রাবিশিষ্ঠ দুইটি পদে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ স্থলে পদের প্রথমে একটি দীর্ঘ বর্ণ ও পরে দুইটি হ্রস্বর্ণ থাকে। ঠুংরীর ছন্দ অনেকটা কার্‌পার্‌ ন্যায় কিন্তু বিশেষ প্রভেদ এই যে, কার্‌পার অনেক স্থলে কোন কোন সমের পদ হইতে প্রত্যেক চতুর্থ পদের শেষে একটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক বর্ণ থাকে। কিন্তু ঠুংরীতে এইরূপ বিন্যাস প্রায় দেখা যায় না। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা :—

ধা ধা কেটে তাক্‌ নে ধা কেটে তাক্‌

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে; এক জাতীয় গীতের রাগকে ঠুংরী রাগ কহে। কিন্তু এক প্রকার তাল আছে তাহাকেও ঠুংরী তাল কহে।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

সা সা ঋ গ ম প ম পঁ ম ম গঁ গ গ মঁ প ম

। ক ত । কা ল প । রে ব ল । ভা র ত

পঁ ম গঁ ঋ গঁ গ গ মঁ প প প ধ প ধ সাঁ সা নি ধ

রে দুঃ খ সা গ র সাঁ তা রি

পঁ ধ প ম পঁ ম ম গঁ অন্তরা মঁ গঁ ম ধ ধ ধ

পা র হ বে অ ব সা দ হি

ধ নি ধ ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ গ গ মঁ প ম

মে ডু বি য়ে ডু বি য়ে ও কি শে ষ নি

প ধ প ধ সাঁ সাঁ নি ধ পঁ ধ প ম পঁ ম ম গঁ

বে শ র সা ত ল রে

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—ঢিমেতেতালা।

ইহা ষোল মাত্রার তাল এবং চারিটি পদে বিভক্ত। ইহার লয় কাওয়ালী অপেক্ষা শ্লথ, এবং ছন্দের স্থানে স্থানে কাওয়ালী অপেক্ষা আড়। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা:—

ধা ধিন ধিন্ ধা ধিন্ ধাগে ত্রেকেট্ ধিন্ | তা তিন্ তিন্ তা ধিন্ ধিন্ ত্রেকেট্ ধিন্

কুকুভা—ঢিমাতেত

| সাঁ সা ঋা | ঋা গ ম গঁ মঁ গঁ | ঋা প ধ প মঁ . গঁ |
| সয় ব | লে কি | এ ত ই প্রা |

| মঁ গ ম গঁ মঁ গঁ | ঋা গঁ | ম ম ম ম | পঁ প ধঁ প ম প |
| ণে স | য় | প্রা ণ ম ন | স ম র্প ণে |

| পঁ পঁ প সাঁ নি সাঁ ধঁ প | ম ম গ ম গঁ মঁ গঁ | ঋা গঁ ঋা |
| এ ত কি সে | দো ষী হ | য় |

অন্তরা। || পঁ প পঁ পঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ |
ছি ছি স খি | কি লা জ্ না | কে ন স ব
ছি ছি স খি ছায় বা স না ত বু তা র

ধ ধ ধ নি ধ নি ধঁ পঁ প সা সা সা সা ঋা ঋা ঋা গ
এ য ন্ত্র ণা জী ব ন থা কি তে স খি
উ পা স না আ শা বি স র্জ্জ ন দি য়ে

ম প প সাঁ নি সাঁ   নি ধ প গ   ম গ ম গ   ঋ গ ঋ

যা ত না তো   যা   যার ম

ত বু প থ   চে   য়ে র

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—ছেপ্‌কা

ছেপ্‌কা আট মাত্রার তাল এবং দুইটি চতুর্মাত্রিক পদে বিভক্ত। ইহার ছন্দের অধিকাংশ ঠুংরীর ন্যায়; অর্থাৎ পদের প্রথমে একটি দীর্ঘ মাত্রা ও পরে দুইটি হ্রস্ব মাত্রা থাকে। এই তাল কেবল গৎএ ব্যবহৃত হয়।

তার সঙ্গতের ঠেকা যথাঃ—   ধে নে না তে | নে তে না ক

ঠুংরী—ছেপ্‌কা।

ধ নি সাঁ নি   ধ নি ধ প ম প   গ ম প ধ নি ধ

প ম গ | সা গ ম   প নি ধ নি   সাঁ সাঁ নি

ধ নি ধ প ম প   অথবা   নি নি   নি সাঁ

নি সা ঋ গ ম গ ঋ সা প ধ ধ ধ ধ নি

সা ঋ সা নি ধ নি ধ প ম প

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চতুর্মাত্রিক জাতীয়)

তাল—আড়াঠেকা।

ইহার মাত্রা সমষ্টি ষোল এবং চারিটি চতুর্মাত্রিক পদে বিভক্ত। কাওয়ালীর ছন্দ হইতে ইহার ছন্দের প্রভেদ এই যে, আড়াঠেকার সম ব্যতীত অন্যান্য তাল প্রায়ই অপ্রস্বনিত বর্ণে অথবা কোন বর্ণের উপর না পড়িয়া তাহার স্থায়ীত্বের অন্য কোন অংশে পতিত হয়। ইহার গানের উত্থান প্রায়ই ফাঁক পদের তৃতীয় বা চতুর্থ মাত্রায় হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা :—

ধিন্ তা ধি ন্ ধিন্ তা | তিন্ তা ধি ন্ তা ধিন্

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

সা নি ধ প ম গ ঋ গ ঋ গ প প ম গ প
মা নি | লা ম ও তু মি

গ ঋ গ ঋ গ ধ প ম গ ঋ ঋ সা সা সা সা
প রম সু গৃ হে

সা ঋ গ   ঋ সা   সা নি ধ ধ প গ   গ প ধ
পূ র্ণ ধ নে আ র র্ক গু ণে

ধ সা ঋ সা ঋ   গ ঋ সা নি ধ নি   ধ প   অন্তরা
গু ণা

গ গ   গ প ধ প ধ   ধ সা   সা সা সা   সা সা ধ
দে খ বা জ্য সু বি না না

ধ সা ঋ   ঋ ঋ গ ঋ   সা নি ধ নি | ধ প ম গ প
বি ধ প বি বা র থ

প প প   প প   প ম গ   গ ঋ ঋ   গ প ধ
অ শ্ব গ জ দ্বা রে অ তি শো ভা

ধ সা ঋ সা ঋ   গ ঋ সা নি ধ নি   ধ প

দ্বিমাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা।

দ্বিমাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা প্রণালী অবিকল ত্রিমাত্রিক পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষার ন্যায়। তবে দ্বিমাত্রিক পদে দুইটি মাত্রা থাকাতে, প্রথম মাত্রার পরিমাণ করতলের আঘাতে এবং দ্বিতীয় মাত্রার পরিমাণ মধ্যমার একটি আঘাতে করিয়া গান করিতে হয়।

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(দ্বিমাত্রিক জাতীয়)

তাল—যৎ।*

ইহার প্রতিপদ দুই মাত্রাবিশিষ্ট; এবং চারিটি পদে অর্থাৎ আট মাত্রায় এক ফেরা পূর্ণ হয়। এই যৎ এর ছন্দ কতকটা আট মাত্রাবিশিষ্ট কাওয়ালীর ন্যায়। তবে এইমাত্র প্রভেদ, যে কাওয়ালীতে প্রায় প্রতি বর্ণের উপর তাল পড়ে যথা :—

দি ন র জ নী প্রা ণ স জ নী রা খ ব কাছে কাছে রা খ ব | কাছে কাছে

কিন্তু উপরোক্ত যৎ এর সম প্রায় আড়ের উপর অর্থাৎ বিষম পদের দ্বিতীয় মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পড়ে। এবং কখন কখন অন্যান্য তাল ও পূর্ব্ব পদের দ্বিতীয় মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পড়ে। যথা :—

কম অল্ বড় | ভা ল বা সি | ই তাইতে ব লে ক ম লি নী ঈ

ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

ধা ধিন্ ধা গে তিন্ না তিন্ ধা গে ধিন্

ভৈরবী—যৎ

নি | নি ধ প ম প প প ম প | প প প | প ধ নি র্সা

মন বু ঝে না ম নের | ক থা | বু ঝা য়ে

* বিষমপদী যৎএর বিষয় পরে লিখিত হইবে।

† অনেক সময় এই তালে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, যথা :—সম পূর্ব্ব পদের দ্বিতীয় মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পড়ে না, এরূপ স্থলে অন্যান্য তাল পূর্ব্ব পদের দ্বিতীয় মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পড়ে, অথবা গানের কথার প্রথম বর্ণের উপর তাল না পড়িয়া [illegible] বর্ণে পড়াতে যৎ তালের ছন্দের প্রতীয়মাণ হয়।

সা সা সা | পা ম ধ পা ম ম পা | ম গ সা সা | পা গ ম

প রি নে ফ কী র হা র ন্যাং টা খ্যা পা

পা পা | সা নি | নি পা সা নি সা গা গা সা নি ঋ সা নি |

ব লদ চা পা প তি যে আ মা

নি পা অন্তরা। পা পা পা পা নি নি নি সা সা সা | সা সা

ক রে পাঁচ ব ছ রে ত পা

সা সা সা | সা সা | নি নি ধ নি নি সা সা সা নি পা

পে য়ে ছি প্রা ণের খ্যা পা প্রাণ স পে ছি

পা পা | ম গ গ গ ম ম পা ম গ ঋ সা ঋ সা

দি য়ে পা য়ে ক লি কা চাঁ পা

সা সা সা সা সা পা পা পা | পা পা পা পা | ধ ধ নি ধ |

আ মার সে ভা ল বা সে শ্ম শান বা সী

পা পা ম গ | গ | গ গ গ | গ গ গ গ | গা গা | গা | গ ঋ গ ম

আ মার আ শে আ মার ত রে আঁ খি নী রে স দাই

-ম্ঁ-প-ম্ঁ-গ্ঁ —ঋ-সা-ঋ-সাঁ— | -সা-সা-সা—-গ-গ-ম- পাঁ-পাঁ-
সে ভা সে প্রাণ খো লা সে ভা ঙড়্

-সাঁ নি-নি-পাঁ-সাঁ-নি- -সাঁ-গাঁ -গাঁ-সাঁ-সাঁ- -সাঁ-নি-ঋাঁ-সাঁ-নিঁ-|নি-প-
ভো লা আ মা বই আ র নাই কো তা

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(দ্বিমাত্রিক জাতীয়)

তাল—ভরৃতঙ্গা।

ভরৃতঙ্গা আট মাত্রার তাল এবং চারিটি দ্বিমাত্রিক পদে বিভক্ত। ইহার দুইটি তাল এবং দুইটি ফাঁক। আট মাত্রার যৎ এর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার লয় যৎ অপেক্ষা দ্রুত। এবং দুইটি ফাঁক প্রায়ই আড়ে পতিত হয়। কিন্তু যৎ এর কেবল সম আড়ে পতিত হয় এবং অন্যান্য তাল অতি অল্প সময় আড়ে পতিত হয়। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা:—

\+ ০ ০
ধা তি | ন্ তা | না তি | ন্ তা

কালাংড়া মিশ্রিত—ভরৃতঙ্গা।

* অন্তরা অথবা সঞ্চারী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ ॥ চিহ্ন থাকিলে, সেই স্থানে আস্থায়ীর ঐরূপ দুইটি চিহ্নের অন্তর্গত অংশ গান করিয়া তৎপরে অন্তরা বা সঞ্চারী গান করিতে হইবে।

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(অষ্টমাত্রিক —জাতীয়)

তাল—মধ্যমান।

মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি বত্রিশ এবং ইহা চারিটি অষ্টমাত্রিক পদে বিভক্ত। ইহার ছন্দ অবিকল আড়ার ন্যায়। কিন্তু আড়া অপেক্ষা ইহা শ্লথ লয়বিশিষ্ট। মধ্যমানের গানের উত্থান অধিকাংশ স্থলে ফাঁক পদের (প্রথম মাত্রা ব্যতীত) যে কোন মাত্রা হইতে হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা :—

ধা ধা দিন্ ধা ধিন্ | ধা - ধা ধিন্ ধা তিন্ | তা না ধিন্ ধা ধিন্

ধা ধা দিন্ ধা দিন্

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান

সা সা ঋ ম গ ম গ ম প ম | প ধ নি ধ নি ধ প গ ম গ ম প

ভা ল বা সি বে লে ভা ল বা

প নি নি ধ প ধ নি ধ প ম প ধ প ম গ গ প ম গ ঋ সা নি নি

সি নে আ মা

ধ নি ধ নি ধ নি | নি সা নি ধ প প ধ প

র স্ব ভা ব এ ই তো মা বই

প ম প প ধ নি ধ প ম প | ধ প ম গ ম প ম গ ঋ সা

আর্ জা নি নে

\+

অন্তরা। প প । প ধ প ধ নি র্সা র্সা র্সা র্গ র্ঋ র্সা র্ঋ র্সা নি

বি ধু মু খে ম ধুর হা সি আ মি

ধ নি র্সা নি ধ । প ধ নি র্সা নি ধ নি ধ প । নি নি

ব ড় ভা ল বা সি তাই তো

ধ নি নি নি ধ নি নি । প প ধ প

মা রে দেখ্ তে আ সি দে খা দি

প ম প প ধ নি ধ প ম প ধ প ম গ ম প ম গ ঋ সা

তে আ সি নে

সমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(দ্বিমাত্রিক জাতীয়।)

তাল—চৌতাল।

ইহার প্রতি পদে দুইটী করিয়া হ্রস্ব মাত্রা থাকে এবং ছয়টী পদে এক ফেরা হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই চারি পদে চারিটী তাল থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা:—

ধা ধা । দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা । তেটে কেটে । গদি ঘেনে.

চৌতালের প্রতি পদে দুইটী করিয়া মাত্রা থাকে। চৌতাল এবং দ্বিমাত্রিক পদ বিশিষ্ট কাওয়ালীর ছন্দের প্রভেদ এই যে, চৌতালের সম্ হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদ প্রায় কোন শব্দের (কথার) প্রথম বর্ণ

হইতে আরম্ভ না হইয়া অধিকাংশ স্থলে শব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পঞ্চম পদে কখন কখন একটী দীর্ঘ অথবা ঐ পদের একটী প্লুতবর্ণ পরস্থিত পদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। অথবা ঐ পদের দ্বিতীয় হ্রস্ববর্ণ পরস্থিত পদের প্রথম মাত্রা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, যথা:—

\+ ০

ম দ ন মো হ ন মু র লী ধা আ রী

কা আ লী ঈ কে এ চ র ণ শ র ণ

কিন্তু দ্বিমাত্রিক পদ বিশিষ্ট কাওয়ালীর প্রত্যেক পদ অধিকাংশ স্থলে শব্দের প্রথম বর্ণ হইতে আরম্ভ হয়,

কেন বনে এলি মোর মন ভুলা লি

কেহ কেহ বলেন যে, একতালায় ও চৌতালে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ চৌতালের মাত্রা সংখ্যা একতালার ন্যায় হইলেও এই দুই তালের প্রস্বনের স্থান বিভিন্ন, যথা:— একতালার ফেরার প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম মাত্রায় প্রস্বন; কিন্তু চৌতালের ফেরার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ মাত্রায় প্রস্বন পড়ে। এইজন্য চৌতালের ন্যায় প্রস্বনিত দ্বাদশ মাত্রিক তালে একতালার ঠেকা চলে না। অবশ্য চৌতাল গানের বর্ণস্থিত মাত্রার পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র প্রস্বনের স্থান পরিবর্ত্তন করিলে, অর্থাৎ প্রতি পদ তিন মাত্রা বিশিষ্ট করিলে, ইহাকে একতালায় পরিণত করা যাইতে পারে, যথা:—

ম দ ন মো হ ন মু র লী ধা রী

মুলতানী—চৌতাল

র্স র্ম র্গ ^ র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্নি র্নি র্নি

স্ক প যৌ ব ন গু ণ বি দ্যা ব র

বিষমপদী সঙ্গীতের স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা। *

বিষমপদী সঙ্গীতের পর পর পদগুলিতে মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে না। বিষমপদী ছন্দ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর(১) বিষমপদী ছন্দের কোন পদের মাত্রা সংখ্যার সহিত পরস্থিত পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা না থাকিলেও তাদের প্রত্যেক ফেরার সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য থাকে, যথা :—একটি 'সম্'এর ফেরার পদগুলির সহিত অন্য একটি সমের ফেরার পদগুলির সামঞ্জস্য অর্থাৎ মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে, যথা : –একটি 'সম্'এর ফেরার ১ম পদের সহিত অন্য একটি 'সম্'এর ফেরার ১ম পদের, ২য় পদের সহিত অন্য একটি সম্এর ফেরার ২য় পদের, ৩য় পদের সহিত অন্য একটি সম্এর ফেরার ৩য় পদের এবং ৪র্থ পদের সহিত অন্য একটি সম্এর ফেরার ৪র্থ পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে, যথা :—ঝাঁপতালের প্রত্যেক সম্এর ফেরার ১ম পদে দ্বিমাত্রা, ২য় পদে ত্রিমাত্রা, ৩য় পদে দ্বিমাত্রা এবং ৪র্থ পদে ত্রিমাত্রা থাকে। সুরফাক্তার সম্এর ফেরার তিনটি পদের ১ম পদ চতুর্মাত্রিক, ২য় পদ দ্বিমাত্রিক এবং ৩য় পদ চতুর্মাত্রিক। এইরূপ যে কোন তালের ফেরার সহিত সেইরূপ তালের ফেরার পদগুলির মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে।

এইরূপ পদবিশিষ্ট স্বরলিপি হইতে গান শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দ্বিমাত্রিক পদের ১ম মাত্রার জন্য করতলের আঘাতের কালে প্রস্বনযোগে ১ এবং দ্বিতীয় মাত্রার জন্য মধ্যমার আঘাতের কালে ২, ত্রিমাত্রিক পদের ১ম মাত্রার জন্য করতলের আঘাতে প্রস্বনযোগে ১ এবং ২য় ও ৩য় মাত্রার জন্য মধ্যমার এক একটি আঘাতে ২ ও ৩ এবং চতুর্মাত্রিক পদের ১ম মাত্রার জন্য করতলের আঘাতে প্রস্বনযোগে ১ এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মাত্রার জন্য মধ্যমার তিনটি আঘাতের এক একটির কালে ২ ৩ ৪ উচ্চারণ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে উচ্চারণ অভ্যাস হইলে, দ্বিমাত্রিক পদে করতলের আঘাতে ১ম একমাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে একমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশগুলিকে এবং মধ্যমার একটি আঘাতে ২য় একমাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে একমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া গান করিতে হইবে এবং করতলের আঘাতে যে বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া গান করিতে হইবে।

ত্রিমাত্রিক পদে করতলের আঘাতে ১ম একমাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে একমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশকে এবং মধ্যমার দুইটি আঘাতের এক একটির কালে এক একমাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্ন মাত্রার সমষ্টিযোগে এক একমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশগুলিকে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে এবং করতলের আঘাতে যে বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া গান করিতে হইবে।

চতুর্মাত্রিক পদে করতলের আঘাতে ১ম একমাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে একমাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশকে এবং মধ্যমার তিনটি আঘাতের এক একটির কালে এক এক মাত্রিক সুরের ওজনে বা ভগ্নমাত্রার সমষ্টিযোগে এক এক মাত্রিক সুরগুলির ওজনে ও মাত্রানুসারে উহাদের নিম্নস্থিত গানের বর্ণ বা স্বরাংশ গুলিকে উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। এবং করতলের আঘাতে যে বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহাকে প্রস্বনিত করিয়া গান করিতে হইবে।

---

* দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষমপদী তালের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

এইরূপে গান করা অভ্যাস হইলে, প্রত্যেক পদে মধ্যমার আঘাৎ না দিয়া কেবলমাত্র ১ম মাত্রার অঙ্গুষ্ঠ করতলের আঘাৎ দিয়া গান করা অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে শ্লথ লয়ে এইরূপে অভ্যাস করিয়া পরে ক্রমশঃ দ্রুতলয়ে গান করা অভ্যাস করিতে হইবে।

বিষমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(দশমাত্রিক তাল।)

তাল—ঝাঁপতাল।

ইহা দশ মাত্রার তাল এবং চারি পদে বিভক্ত। তন্মধ্যে সমের পদে দুই মাত্রা, তৃতীয় তালের পদে তিন মাত্রা, ফাঁকের পদে দুই মাত্রা ও প্রথম তালের পদে তিন মাত্রা থাকে। ইহার ত্রিমাত্রিক পদের প্রথমে প্রায়ই একটি দীর্ঘবর্ণ ও পরে একটি হ্রস্ববর্ণ থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

ধা গে | ধা গে তিন্ | না কে ধা গে দিন্

আশোয়ারী—ঝাঁপতাল।

| ঋ্ঁ প্ঁ ম্ | প্ঁ | ম্ঁ গ্ঁ ম্ | প্ঁ নি | নি ঋ্ঁ প্ঁ | ম্ প্ঁ |
| জা গ স | ক | লো | জা গ | জা গ | স ক |

| ম্ঁ গ্ঁ ম্ | প্ঁ প্ঁ | প্ঁ প্ঁ ম্ | প্ঁ নি | নি ঋ্ঁ | প্ঁ প্ঁ |
| লে | অ মৃ | তের অ ধি | কা | রী | ন র |

| ম্ প্ ঋ্ প্ | ম্ গ্ | ঋ্ সা | নি সা | গ্ ম্ প্ ম্ |
| | লি য়ে | দে খ | ক রু | ণা নি |

প	প	প সা সা ঋ সা নি	ধ	প	অন্তরা
ধা	ন	পা প তা	হা	রী	

ধ ধ	ধ ধ নি সা সা নি সা সা
পূ র	ব অ রু ণ জ্যো তি ম ছি

নি গ গ ঋ সা নি ধ প ধ ধ ঋ সা নি নি
মা প্র চা রে বি হ গ য শ

ধ	প ম	গ	ঋ	সা	সঞ্চারী	সা সা প প
গা	য় তাঁ	হা		রি		হৃ দ য় ক

প প	ধ প	ম প	ধ প	ম প	ম গ	গ গ	ম প
পা ট	খু লে	দে	থ রে	য ত	নে	প্রে ম	ম য়

ম প	ম গ ঋ সা ম ম গ ম প নি ধ প	আভোগ
মু র	তি জ ন চি ত্ত হা	

ঋ	ধ ঋ সা সা সা ধ ধ নি গ গ	গ ঋ
ভা	ক রে না থে বি ম প্র	ভা

০				১		+	৩	০	১	
র্সা ধ্ব . ধ্ব ঋ র্সা	র্নি	ধ্ব প্প	ম্ম	গ্গ	ঋ	. র্সা
.তে পা বে	. শা	স্তি র	বা		.	রি

বিষমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চৌদ্দমাত্রিক তাল)

তাল—যৎ।

এই প্রকার যৎএর মাত্রা সমষ্টি চৌদ্দ এবং ইহা চারি পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে ত্রিমাত্রিক প্রথম পদে সম, চতুর্মাত্রিক দ্বিতীয় পদে তৃতীয় তাল, ত্রিমাত্রিক তৃতীয় পদে ফাঁক ও চতুর্মাত্রিক চতুর্থ পদে প্রথম তাল। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

ধা ধিন্ | ধা গে তিন্ | না তিন্ ধা গে ধিন্

শঙ্করা ছায়ানট—যৎ

প্প প্প ম গ্গ গ ম প্প প্প	র্সা র্নি ধ্ব প্প ম গ্গ প্প
কি ঙ্ক রী রে ক্ব পা	ম য়ী ভু লে ছ কি

ম গ্গ ঋ র্সা র্সা র্সা	ঋ ঋ	গ গ — র্সা	ঋ গ্গ
আ ছে ম নে পূ জি	তে রা	জি ব প দ	বা রি

ম ধ্ব প্প ম গ্গ ঋ র্সা । অন্তরা গ গ্গ ম প্প র্নি.

রে ছ ন ম নে প রা ণ র্নি

সা	নি	ধ	নি	সা	সা	সা	সা	গ	ঋ	সা	নি
	বে.	তা			রা	ভা	সা	ব	ন	র .	ন

ধ	নি	সা	সা	| সা	সা	নি	ধ	নি	সা	সা	নি |
ভা			রা	| অ	ভা	গি	নী			প	তি |

| গ	ম	ধ	প	ম	গ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
		রা		স	স্তা	সে	স	পি	চ	র	ণে

বিষমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(সাতমাত্রিক তাল)

তাল—পোস্তা।

ইহার এক ফেরায় সাত মাত্রা থাকে এবং প্রতি ফেরা দুই পদে বিভক্ত। তন্মধ্যে সমের পদে তিন মাত্রা ও পরস্থিত পদে চারি মাত্রা। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা :—

|| | || | |
তাক্ তাক্ ধী ধা ধা

চৌদ্দ মাত্রিক যৎ এর সহিত ইহার ছন্দের প্রভেদ এই যে, ইহার চতুর্মাত্রিক পদের প্রথমে একটি প্লুত বর্ণ ও পরে একটি হ্রস্ব বর্ণ অথবা প্রথমে একটি হ্রস্ব ও পরে একটি প্লুত বর্ণ অধিকাংশ স্থলে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু চৌদ্দ মাত্রিক যৎএর চতুর্মাত্রিক পদে প্রায়ই দুইটি দীর্ঘ বর্ণ পর পর থাকে।

বারোঞা—পোস্তা।

১				২* +				০			+	১		
সা	সা	সা	ঋ	ম	ম	গ	ঋ	সা	ঋ	নি	সা	সা	গ	গ
কি	জা	নি		পা	বি			কি		হা	রি	শি	খি	নি

* যদি স্বরলিপির কোন স্থলে এইরূপ ২ চিহ্ন থাকে এবং স্বরলিপির শেষে পুনরায় এইরূপ আর একটি চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে স্বরলিপির প্রথম হইতে শেষস্থ চিহ্ন পর্য্যন্ত বাজাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে পুনরায় স্বরলিপির প্রথম হইতে না বাজাইয়া ঐরূপ প্রথম চিহ্নের পর হইতে বাজাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রথম চিহ্নের পূর্ব্বে স্বরলিপির কিয়দংশ থাকিলেও উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ম ম গ গ ঋ গ সা সা ম ম ম গ ঋ

ছ লা লা অ লা না রি

১ম বার ২য় বার

ঋ সা সা ঋ ম ম গ ঋ সা ঋ নি | সা ° | সা | সা |

কি জা নি পা রি কি হা | রি | রি |

অন্তরা নি সা গ গ ম প প ধ ধ সা নি ধ প ধ

ধ রে য দি ধ রা না দে য় | না দি

প প ম ম গ ম গ গ | গ ম ম | গ ম গ গ ঋ

যে প্রাণ প্রাণ কে ড়ে নেয় কি জা নি কি | হয় | শে ষে সা দে ব

সা নি সা | সা ম ধ ধ ধ নি নি ধ প ধ প

প্রেম খে লা বি না সু তার মা লা গা থা

| ম ম | গ গ | গ ম | ম প | ম গ ঋ সা ঋ $

| কা রি | কু রি | চাই ভা | রি | কি জা নি

বিষমপদী ছন্দ—প্রথম শ্রেণী।

(চৌদ্দমাত্রিক তাল)

তাল—তেওট।

ইহার এক ফেরায় চৌদ্দ মাত্রা থাকে। এই তাল চারিটি পদে বিভক্ত, তন্মধ্যে সমের পদে তিন মাত্রা, তৃতীয় তালের পদে চারি মাত্রা, ফাঁকের পদে তিন মাত্রা এবং প্রথম তালের পদে চারি মাত্রা থাকে। যে কোন তাল বা ঐ সকল তালের যে কোন মাত্রা হইতে ইহার উত্থাপন হয়। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী

এই প্রকার বিষমপদী ছন্দের কোন ফেরার প্রথম পদের সহিত তৃতীয় পদের ও দ্বিতীয় পদের সহিত চতুর্থ পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে না। কিন্তু কোন ফেরার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক তিনটি পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে; অথবা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পদের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক চারিটি পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা থাকে; এমন কি কোন কোন তালে প্রথম আটটি পদের সহিত পর পর প্রত্যেক আটটি পদের মাত্রা সংখ্যার সমতা দেখা যায়।

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(দশমাত্রিক তাল)

তাল—সুরফাক্তা।

ইহা দশ মাত্রার তাল এবং তিনটি পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে সমের পদে চারি মাত্রা, পরস্থিত পদে দুই মাত্রা ও তৎপরস্থিত পদে চারি মাত্রা থাকে। যে কোন তাল বা ঐ সকল তালের যে কোন মাত্রা হইতে ইহার গানের উত্থাপন হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথাঃ—

ধা ঘেনে নাগ দিগ্ | ঘেনে নাগ | গ দ্দী ঘেনে নাগ

কেদারা—সুরফাক্তা।

ধঁ পঁ প সা ধ প | ম প ধঁ | প মঁ গঁ প প অন্তরা।
লো মি ম ম শ ন |

প ম ধ প সা ধ সা সা সা সা ম ঋ সা সা ধ |
দে খি লে তো মা রে হৃ দ য় ড়া য়

সা ম ঋ সা সা সা ধ সা ধ নি ধ প ম প ধঁ |
হে প্রে ম ভ বে ডা কি | ঘ ন ঘ ন

প মঁ গঁ প প সঞ্চারী সা সা ম ম ম ম ম প ম
শ ন | প্রা ণ ম দি নু স ঁপি

প ধ সা ধ প ধ প ম ম ম ধ প | ম গ ম
য়ে ত ব, প দে এ স এ স ও

ঋ সা ধ ধ সা ধ প ম গ ম ঋ সা আভোগ
হে হৃ দ য়ে র প্রি য় ধ ন

| প ম ধ প সা | ধ সা | সা সা সা | সা ম ঋ সা |
কাঁ দি হে দি বা নি শি তো মা র পি

ম্ঁ — প্ঁ — ধ্ঁ —

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(সাতমাত্রিক তাল)

তাল—রূপক।

রূপকের মাত্রাসমষ্টি সাত। ইহার পদ এইরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা:—যে পদে সম তাহাতে তিন মাত্রা এবং তৎপরস্থিত দুইটি পদের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া মাত্রা থাকে। শেষোক্ত দুইটি পদের প্রথমটিতে তৃতীয় তাল ও দ্বিতীয় পদে প্রথম তাল থাকে। ইহার ফাঁক নাই; কিন্তু সমের পদে তাল না দিয়া ফাঁক দেওয়াই রীতি। মৃদঙ্গে ইহার সঙ্গত করিতে হইলে, এইরূপ ঠেকা ব্যবহৃত হয়, যথা:—

তা থুন্ না   ধুমা কেটে   গদি ঘেনে

উক্ত তালের ঠেকা বাঁয়া ও তবলায় বাজাইতে হইলে এইরূপ ঠেকা ব্যবহৃত হয় যথা:—

তিন্ তিন্ তাক্   ধিন্ ধাগ্   ধিন্ ধাগ্

সুঘরাই তোড়ী—রূপক।

৭ ১

| — প — ম — প — ম — গ — গ — ঋ | — সা — নি — সা — ঋ | — ম — গ | — গ — ঋ — ম — |

হা মা রে আ কি

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(চৌদ্দমাত্রিক তাল)

তাল—ধামার।

ইহা চৌদ্দ মাত্রার তাল এবং তিন পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে সমের পদে পাঁচ মাত্রা, পরস্থিত পদেও পাঁচ মাত্রা এবং তৃতীয় পদে চারি মাত্রা থাকে, ইহার ফাঁক নাই; তবে কেহ কেহ তালাঘাতকে সহজ করিবার জন্য, সমের পদে চতুর্থ মাত্রার উপর এবং তৎপরস্থিত পদের তৃতীয় মাত্রার উপর ফাঁক ব্যবহার করেন। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

ক ধে টে ধে টে ধা গ দী ধিন্ তা

পূরিয়া—ধামার।

প
২

সা সা সা নি ঋ গ সা ন ধ নি নি | সা গঁ গঁ |

মে ক জ রা পা রো অ তি চ তু র

গ ম ধ ম গ | নি ঋ গ নি ঋ সা   অন্তরা

ন্দ র

গ ম ধ সা সা সা সা সা সা নি ঋ গ | ঋ সা নি

ইয়া দ র থ গে ও আ চ রা ক ছু সু ধ ন র

ধ ম | গ গ গ গ গ ম ধ ধ সা নি ঋ নি ধ ম গ |

হ ত ও বে মা ত ও য়া বো

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(সাতমাত্রিক তাল)

তাল—তেওরা।

ইহা সাত মাত্রার তাল এবং তিন পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে ত্রিমাত্রিক পদে সম, পরস্থিত দ্বিমাত্রিক পদে তৃতীয় তাল এবং তৎপরস্থিত দ্বিমাত্রিক পদে প্রথম তাল। ইহার ফাঁক নাই। তেওরার ছন্দ প্রায় রূপকের

ন্যায়; তবে প্রভেদ এই যে, ইহার লয় রূপক অপেক্ষা দ্রুত ও ইহাতে প্রায়ই গানের বর্ণ-সংখ্যা অধিক থাকে। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা:—

ধা ধেনে নাগ্ ধেনে নাগ্ ধেনে নাগ্

ইমন কল্যাণ—তেওরা

বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(সাতমাত্রিক তাল।)

তাল—আড়াচৌতাল।

ইহার অন্য দুইটি নাম ছোট চৌতাল ও দশকুশী। ইহা সাত মাত্রার তাল এবং চারি পদে বিভক্ত, তন্মধ্যে সমের পদে এক মাত্রা এবং পরস্থিত তিনটি পদের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া মাত্রা থাকে। ইহার লয় শ্লথ হেতু কেহ কেহ ইহার দ্বিমাত্রিক পদ গুলির দ্বিতীয় মাত্রার উপর ফাঁক ব্যবহার করেন। ইহার ছন্দ প্রায় রূপকের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত শ্লথ লয় বিশিষ্ট হওয়াতে, ইহার ঠেকার বোলে রূপকের অপেক্ষা বর্ণ সংখ্যা অধিক হইয়াছে যথা:-

ধাক্‌ ধাঁ ধাঁ দিন তাঁ কৎ তে টে তে রে কে টে তা কে কে টে গ দি ঘে নে

পটমঞ্জরী—আড়াচৌতাল।

| গ ঋ | গ সা | সা ঋ সা | ঋ প ম | ম | গ গ |
| আ | লি | র হ | ত স | দা | নি |

| গ ঋ | ঋ ম | গ | ঋ সা | নি || নি | সা ঋ || অন্তরা ||
| প ট | ম ন | ম | লি | ন || বি | র হ ||

| প | নি সা সা | সা সা সা | সা সা সা নি | নি সা |
| বা | হ ব বা | ব সি খা | ও ন দে | ত স |

| ঋ গ ঋ | ঋ ঋ প | প ম ম | গ ঋ | গ সা |
| খি বি | হো এ গে | যে প্রে | ম ব | স |

| ঋ ম গঁ ঋঁ গঁ | সা সা নি | ঋ ঋ | ম ম প |
| সু ন ত | ন ই | ত ন | ত গু মা |
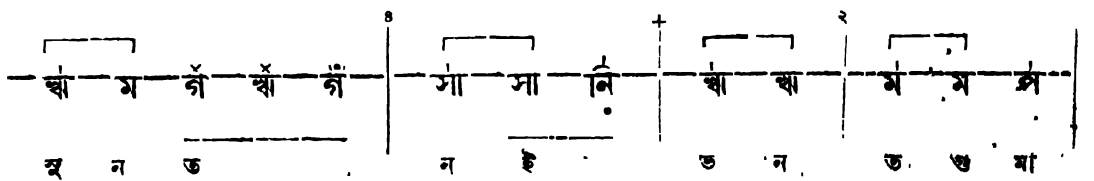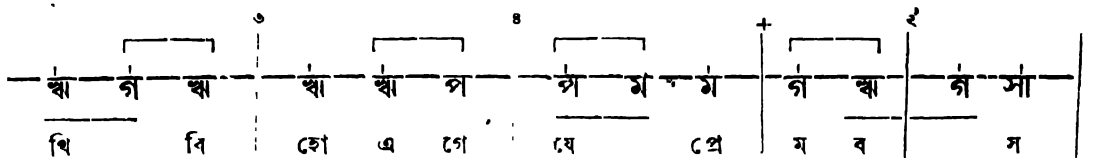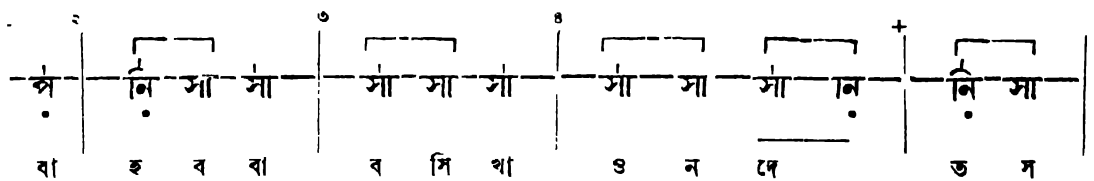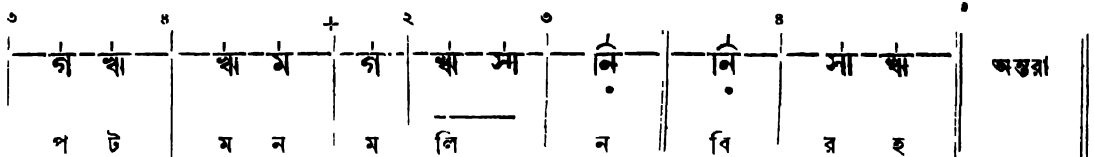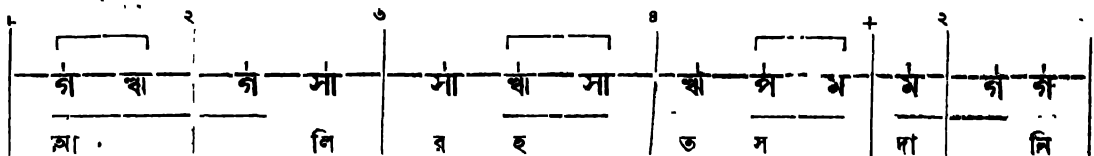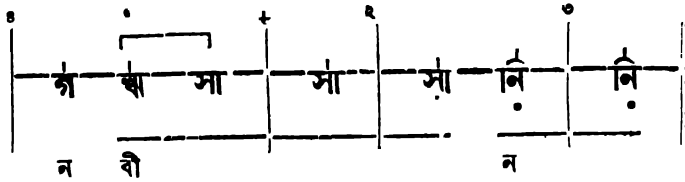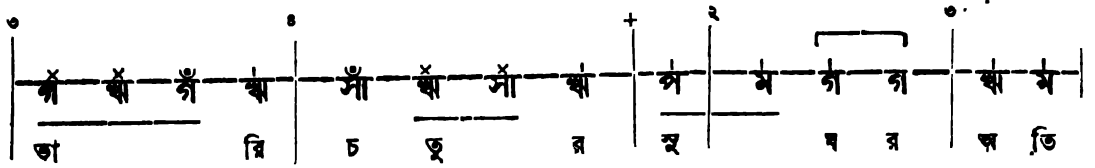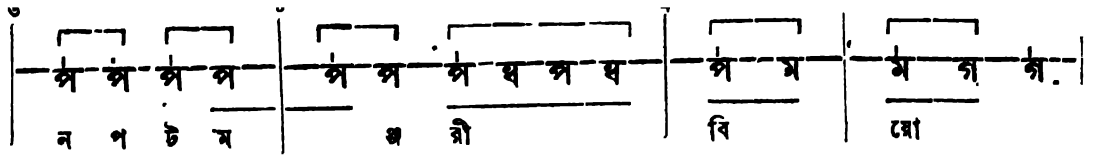
বিষমপদী ছন্দ—দ্বিতীয় শ্রেণী।

(ত্রিশমাত্রিক তাল)

তাল—পঞ্চমসওয়ারী।

ইহার মাত্রাসমষ্টি ত্রিশ এবং আটটি পদে বিভক্ত। ইহার সমের পদে চারি মাত্রা, তৎপরস্থিত পাঁচটি পদের প্রত্যেকটিতে চারি মাত্রা এবং সমের পূর্ব্বস্থিত দুইটি পদের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া মাত্রা থাকে। ইহার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পদে ফাঁক ও অবশিষ্ট পদগুলিতে তাল ব্যবহৃত হয়। ইহার সঙ্গতের ঠেকা, যথা :—

তা ধিন্ দা ধিন্ দা ধিন্ দা তা কেটে তিন্ তা | তেরে কেটে তিন্ তা

তি তিন্ না ধিন্ নে ধা তেরে কেটে ধিন ধাগ্ ধিন ধাগ্

সিন্ধুড়া—পঞ্চমসওয়ারী।

ধ প ম | প সা নি | নি ধ প | ম প ম গ | ঋ

ভ | ই বে | এ সোঁ | বা ল মা | মো

সা | সা ম গ | ম প | প ধ | ধ ঋ | সা || অন্তরা

রা | সু র | জ | ন | সা ই | এঁা ||

ধ ম | প সা নি | সা ঋ | ঋ ম গ

এ ক | অ ঙ্গা | মে | ক রো

ঋ সা | সা নি | নি সা | সা | ম ম | প সা নি

জী শি | ঙ্গা | রে | সু খ | ব চ

সা ঋ | গ ঋ সা | সা ঋ | সা নি ধ | প ||

ন ও | ন | পা | হ | লা ||
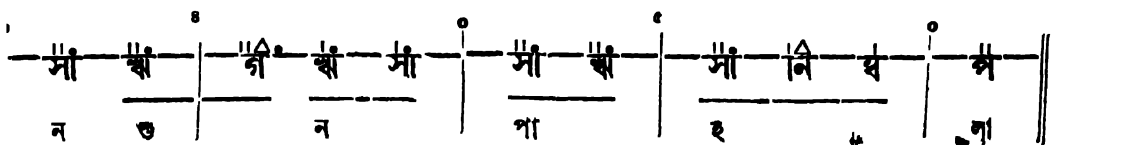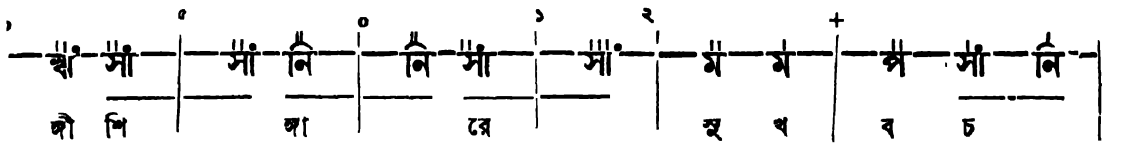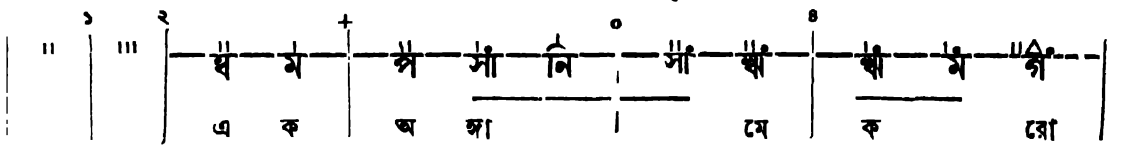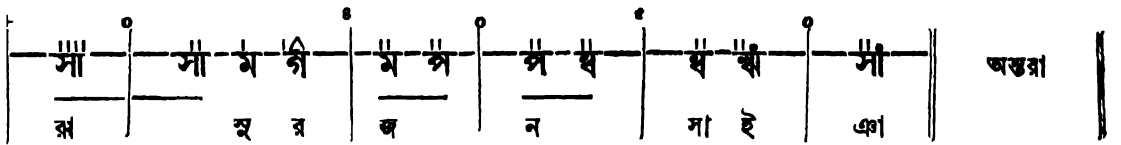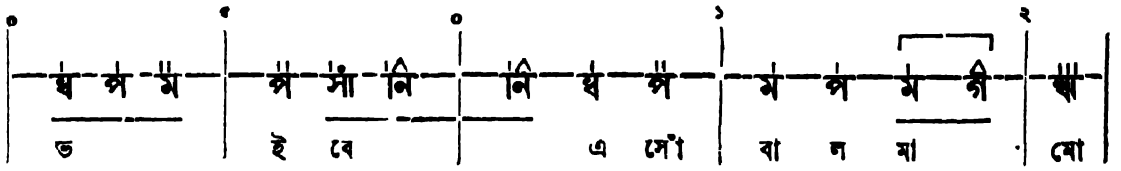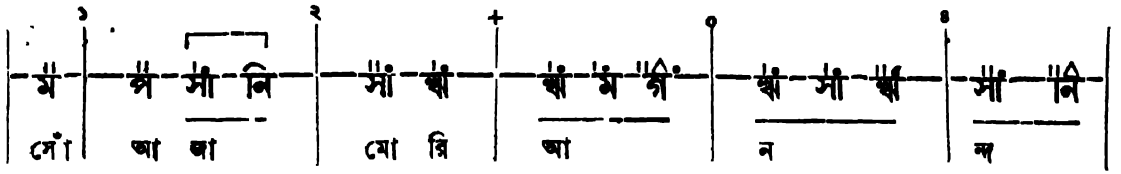
সরল

হারমোনিয়ম-সূত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইতিপূর্ব্বে হারমোনিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ ও সাধনা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা শিক্ষার্থিগণের হারমোনিয়ম বাদন এক প্রকার স্থূলতঃ চলিতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে যে সকল উপদেশের প্রয়োজন তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

এ দেশীয় রাগ রাগিণী সকল প্রায়ই মীড় প্রধান।(১) তার ও তাঁতের যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রে মীড় নিষ্পন্ন হয় না। হারমোনিয়মে মীড় পাওয়া যায় না, এজন্য হিন্দু সঙ্গীতের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী নয়।

ইউরোপীয় সঙ্গীতে একাধিক যন্ত্র এককালে বিভিন্ন স্বরগ্রামে বাদিত হয়। এইরূপ বাদন অতিশয় শ্রুতি মধুর। একাধিক যন্ত্র এককালে বাদনোপযোগী বিভিন্ন প্রকার স্বরগ্রাম রচনা সঙ্গীত চর্চ্চার চরম উন্নতির ফল। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে, সংযোগালঙ্কার শাস্ত্রের (harmony) অধ্যয়ন আবশ্যক। সংযোগালঙ্কার বিষয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীত অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সংযোগালঙ্কৃত সঙ্গীত বাজাইতে হইলে, একাধিক যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল একমাত্র হারমোনিয়মের দ্বারা ঐ কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সেই জন্য ইহা অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা এই বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। অতএব হারমোনিয়মে সংযোগালঙ্কৃত সঙ্গীত বাজাইতে শিক্ষা করাই উচিত। এজন্য অতঃপর সংযোগালঙ্কৃত সঙ্গীত বাদনের উপদেশ ও সাধনা লিখিত হইতেছে।

যাঁহারা ইউরোপীয় প্রথানুসারে হারমোনিয়ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রথম ভাগের ১ হইতে ৮৮র পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত উপদেশ ও সাধনা গুলি আয়ত্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিতে হইবে।

সঙ্গীতের ভাব। (Expression)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সা ঋ গ ম প্রভৃতি সুর ও উহাদের বিভিন্ন প্রকার স্থায়ীত্বের দ্বারা সঙ্গীত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত সুর ও উহাদের স্থায়ী কাল ব্যতীত সঙ্গীতের আর একটী উপাদান আছে, তাহাকে সঙ্গীতের ভাব কহে। ইহা সঙ্গীতের জীবন এবং পূর্ব্বোক্ত দুইটি অস্থি ও মজ্জার ন্যায়।

যন্ত্র বা কণ্ঠ সঙ্গীতে দেখা যায় যে, কোন স্থানে সুর মৃদু হইতে ক্রমশঃ প্রবল বা প্রবল হইতে ক্রমশঃ মৃদু

(১) কোন সুর হইতে অন্য একটি সুরে অবিচ্ছেদে ও ঐ দুইটি সুরের সমগ্র ব্যবধান প্রকাশে গমনকে মীড় কহে যথা:—এস্রারের কোন সুর হইতে অঙ্গুলী সরণে সুরান্তরে অবিরাম গমনের নাম মীড়।

হইয়া থাকে। এবং কোন কোন স্থানে মাত্রার গতি দ্রুত হইতে শ্লথ বা শ্লথ হইতে ক্রমশঃ দ্রুত হইয়া থাকে।* এই প্রকার বৈচিত্র্যকে সঙ্গীতের ভাব (expression) কহে।

হারমোনিয়মের সঙ্গীত ভাবযুক্ত করিয়া বাজাইতে হইলে, E চিহ্নিত ষ্টপের ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। প্রথম ভগের ৫এর পৃষ্ঠায় E চিহ্নিত ষ্টপের দুই পার্শ্বের কতিপয় ষ্টপের ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু E চিহ্নিত ষ্টপের ব্যবহারের বিষয় লিখিত হয় নাই। এজন্য এক্ষণে E এবং অন্যান্য ষ্টপের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইবে।

E ষ্টপ (Expression Stop)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে E ষ্টপের দুই পার্শ্বের কতিপয় ষ্টপ খুলিয়া এবং চরণপীঠের উপর দক্ষিণ ও বাম পদ স্থাপন করতঃ, দুইখানি চরণপীঠ এক এক করিয়া পর্য্যায়ক্রমে চাপিতে ও আল্‌গা দিতে হয়। অর্থাৎ চরণপীঠ চাপিবার সময় যেন এককালে দুইখানি পা চাপিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণ অবনত অথবা আল্‌গা দিবার সময় এককালে দুই খানি পা আল্‌গা দিয়া সম্পূর্ণ উন্নত করা না হয়।

এক্ষণে E চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিয়া কি প্রকারে চরণপীঠ চালনা করিতে হয় তদ্বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথমে E ষ্টপ্ ও উহার দুই পার্শ্বস্থিত 1 চিহ্নিত দুইটি ষ্টপ্ টানিয়া চরণপীঠের উপর পদদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে, তৎপরে দক্ষিণ হস্তে তারার 'সা' চাবি টিপিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পদদ্বয় চালনা করিতে হইবে।

একখানি চরণপীঠ চাপিয়া ক্রমশঃ নতঃ করিবার সময় যখন দেখা যাইবে যে উহার উপরিস্থিত পদের অগ্রভাগ অপেক্ষা গোড়ালী অধিক পরিমাণে উচ্চ হইয়াছে; তখন অন্য পদ দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয় চরণপীঠও চাপিতে আরম্ভ করিতে হইবে। এবং দ্বিতীয় চরণপীঠ উত্তমরূপে চালিত হইলে, প্রথম চরণপীঠের উপরিস্থিত পদ এককালীন আল্‌গা দিয়া প্রথম চরণপীঠকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় দণ্ডায়মান (perpendiqular) অবস্থায় আসিতে দিতে হইবে। এবং দ্বিতীয় চরণপীঠ প্রায় সমতল (horizontal) অবস্থায় আসিলেই প্রথম চরণপীঠ পুনরায় চাপিতে আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপে একখানি চরণপীঠ চাপিবার ও অন্য খানি আল্‌গা দিবার মধ্যবর্ত্তী কালে যাহাতে সুরের বিরাম না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকিতে হইবে। এরূপ স্থলে কেবলমাত্র একখানি চরণপীঠের চালিত অবস্থায় অন্যখানি চালিত করিলে সুরের বিরামের আশঙ্কা থাকে না।

শিক্ষার্থিদের যেমন অবিশ্রামে সুর দিতে শিক্ষা করা উচিত, সেইরূপ যাহাতে সুর একবার প্রবল ও একবার মৃদু না হইয়া, সমবল বিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য চরণপীঠকে সমান গতিতে চাপিতে অভ্যাস করা উচিত। এই প্রকার অবিশ্রামে সমবল বিশিষ্ট সুর দেওয়া, প্রথম শিক্ষার্থিদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ; এজন্য এই বিষয় আরো বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

দক্ষিণ অথবা বাম চরণপীঠ চাপিবার সময় ধীরে চাপিলে মৃদু সুর ও দ্রুত চাপিলে প্রবল সুর নির্গত হয়। কিন্তু একখানি চরণপীঠ ধীরে বা দ্রুত চাপিয়া শেষ করিলে, যখন ইহাকে আর চাপা যায় না, সেই সময় রীড এ (reed) বাতাস না পাওয়াতে সুর বন্ধ হইয়া যায়; এই সময় দ্বিতীয় চরণপীঠ চাপিতে আরম্ভ করিলে,

* ইউরোপীয় নাট্য সঙ্গীতে (dramatic music) ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। নাট্যসঙ্গীত সঙ্গীত চর্চ্চার চরম উন্নতির ফল। হিন্দু সঙ্গীতে ইহার প্রচলন নাই।

পুনরায় সুর নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে সুর একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় নির্গত হইতে থাকে; কিন্তু একখানি চরণপীঠ সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া শেষ করিতে না করিতে আর একখানি চাপিতে আরম্ভ করিলে, সুরের বিরাম হইতে পারে না। এজন্য দ্বিতীয় চরণপীঠের বাতাসের দ্বারা সুর নির্গত হইতে আরম্ভ হইলেই পা আল্‌গা দিয়া প্রথম চরণপীঠ ছাড়িয়া দিতে হয়; আবার একখান চরণপীঠ যেরূপ গতিতে চালিত হইবে, অন্য খানিও সেইরূপ গতিতে চালিত হওয়া উচিত। কারণ চরণপীঠের ঐরূপ বিভিন্ন গতিতে, সুর সমবলে নির্গত না হইয়া, একবার প্রবল ও একবার মৃদু হয়। সুতরাং সুরের ঐরূপ পরিবর্ত্তন কালে দম্‌কা সুর নির্গত হয়।

চরণপীঠ সম্পূর্ণ অবনত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইহাকে স্বস্থানে আসিতে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ এই সময় উহার উপর পা এর কিছুমাত্র ভার রাখা উচিত নয়।

হারমোনিয়মের প্রবল বা মৃদু সুর যাহাতে দম্‌কা না হইয়া অবিশ্রামে ও সমবলে নির্গত হয়, শিক্ষার্থিদের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা আবশ্যক। সেইজন্য একখানি চরণপীঠ চাপিয়া আর একখানি চাপিতে হইলে, পূর্ব্বচালিত চরণপীঠ যেরূপ গতিতে চাপা হইয়াছিল, অন্যখানিও ঠিক সেইরূপ গতিতে চাপা উচিত।

চরণপীঠের কার্য্য উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে হইলে, নিম্নোক্ত প্রণালীতে সাধন করিতে হইবে। যথা:— দক্ষিণ হস্তে মুদারার 'সা'র চাবি টিপিয়া পর্য্যায়ক্রমে দুইখানি চরণপীঠ এরূপে চালনা করিতে হইবে, যেন তদ্দ্বারা অতি মৃদু বা অতি প্রবল সুর নির্গত না হইয়া মধ্যবলবিশিষ্ট সুর নির্গত হয়। কারণ অতি মৃদু সুরকে অপরিবর্ত্তিত ভাবে স্থায়ী করা কঠিন। আবার অতি প্রবল সুরে প্রয়োজন বশতঃ ঘন ঘন চরণপীঠ পরিবর্ত্তন হেতু দম্‌কা সুর উৎপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা। এইজন্য প্রথমতঃ মধ্যবলবিশিষ্ট সুর দিতে চেষ্টা করা উচিত।
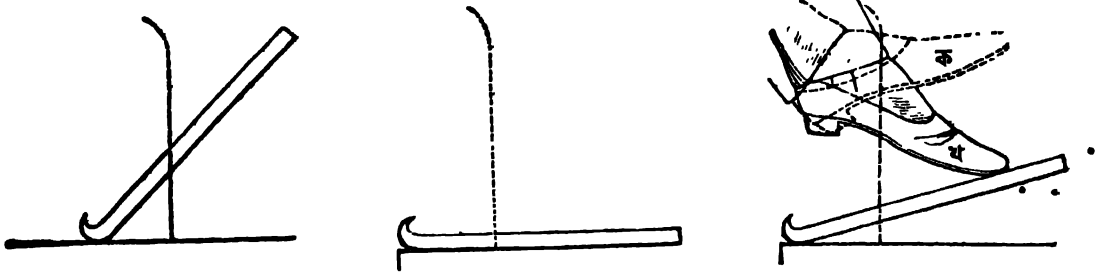
প্রথম চিত্রে চরণপীঠের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শিত হইয়াছে, দ্বিতীয় চিত্রে চরণপীঠ সম্পূর্ণরূপে চাপা হইয়াছে এবং তৃতীয় চিত্রে পদদ্বয়ের বিভিন্নাবস্থা দর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রে 'খ' চিহ্নিত পদ দ্বারা চরণপীঠকে চাপিয়া প্রায় শেষ করা হইয়াছে। এই সময় 'ক' চিহ্নিত পদ দ্বারা চরণপীঠকে চাপিয়া সুর নির্গত হইতে আরম্ভ হইলেই 'খ' চিহ্নিত পদ সম্পূর্ণ আল্‌গা দিয়া চরণপীঠকে স্বস্থানে আসিতে দিতে হইবে। এই সময় সুরের বিরাম বা পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা। এইজন্য এই সময় কিয়ৎকালের জন্য দুইখানি চরণপীঠ এককালীন চাপিতে হইবে। ইহাতে 'ক' চিহ্নিত পদ দ্বারা চরণপীঠকে চাপিতে আরম্ভ করিয়া 'খ' চিহ্নিত-পদের গোড়ালি নিম্ন ও অগ্রভাগ উচ্চ করিলে, উহার নিম্নস্থিত চরণপীঠ অনায়াসে স্বস্থানে আসিতে পারে। এইরূপে 'খ' চিহ্নিত পদের নিম্নস্থিত চরণপীঠ স্বস্থানে আসিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত ভস্ত্রাকে বায়ুপূর্ণ করিয়া, পুনরায় 'ক' চিহ্নিত পদের নিম্নস্থিত চরণপীঠকে সাবকাশ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। পদের গোড়ালির গ্রন্থীর নমনীয় শক্তি থাকাতে অনায়াসেই পদের গোড়ালি নিম্ন করিয়া অগ্রভাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ নিম্ন করিয়া গোড়ালি উচ্চ করা যায়। এইরূপে পদতলের গতি তুলাদণ্ডের

ন্যায় হওয়াতে. সহজে এবং সহসা সুর পরিবর্ত্তন করিয়া প্রবল হইতে মৃদু এবং মৃদু হইতে প্রবল করা যাইতে পারে। কিন্তু চরণপীঠের উপর সমগ্র পদতল সংলগ্ন রাখিয়া কেবলমাত্র পদাঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া সুরকে সহসা প্রবল বা মৃদু করা তত সহজ নয়।

শিক্ষার্থিদের তারার 'সার' চাবি টিপিয়া সুর দেওয়া অভ্যাস হইলে, দক্ষিণ হস্তে মুদারার 'গ' 'প' ও তারার 'সার এবং বাম হস্তে উদারার 'সা', 'প' ও মুদারার 'সা'র চাবি একত্রে টিপিয়া সুর দিতে অভ্যাস করিতে হইবে যথা:—

(দক্ষিণ হস্তে) সা প গ

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি সুর অবিরামে ও অপরিবর্ত্তিতভাবে দেওয়া অভ্যাস হইলে, দুই বা ততোধিক ষ্টপ টানিয়া ঐরূপে সুর দিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(বাম হস্তে) সা প সা

উল্লিখিত সাধন উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় E চিহ্নিত ষ্টপের দুই পার্শ্বের I চিহ্নিত দুইটি ষ্টপ্ টানিতে হইবে। তৎপরে তারার 'সা'র চাবি টিপিয়া অবিশ্রামে ও অপরিবর্ত্তিত ভাবে মৃদু সুর দিতে অভ্যাস করিতে হইবে। এবং একটি চাবি টিপিয়া মৃদু সুর দেওয়া অভ্যাস হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে মুদারার 'গ' 'প' ও তারার 'গ' এবং বাম হস্তে উদারার 'সা' 'প' ও মুদারার 'সা'র চাবি একত্রে টিপিয়া মৃদু সুর দিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

মৃদু সুর দেওয়া অভ্যাস হইলে, তারার 'সা'র চাবি টিপিয়া প্রবল সুর দিতে অভ্যাস করিতে হইবে; এই প্রকার সুর দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; কারণ ইহাতে চরণপীঠের দ্রুত সঞ্চালন আবশ্যক। সুতরাং ইহাতে মধ্যে মধ্যে সুরের বিরাম ও দমক্ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। এই সময় বাদকের সরলভাবে উপবেশনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

উপরোক্ত একটি চাবি টিপিয়া প্রবল সুর দিতে সক্ষম হইলে, দক্ষিণ হস্তে মুদারার 'গ' 'প' ও তারার 'গ'র এবং বাম হস্তে উদারার 'সা' 'প' ও মুদারার 'সা'র চাবি একত্রে টিপিয়া প্রবল সুর দিতে অভ্যাস করিতে হইবে। এবং উল্লিখিত চাবির সুরগুলি অবিশ্রামে ও সমবলে দিতে সক্ষম হইলে, দুই বা ততোধিক ষ্টপ্ টানিয়া ঐরূপ সুর দিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

অতঃপর শিক্ষার্থিদের কোন সুরকে মৃদু হইতে প্রবল ও প্রবল হইতে মৃদু করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। মৃদু হইতে প্রবল করিতে হইলে চরণ পীঠকে ক্রমশঃ শ্লথ হইতে দ্রুত গতিতে চাপিতে হয় এবং প্রবল হইতে মৃদু করিতে হইলে, চরণপীঠকে চাপিবার গতির ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হয়। মৃদু হইতে প্রবল করিবার কালে পায়ের গোড়ালি ক্রমশঃ আল্‌গা দিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা চরণপীঠ চাপিতে হয়। এবং প্রবল হইতে মৃদু করিবার সময় পদাঙ্গুলী ক্রমশঃ আল্‌গা দিয়া গোড়ালী দ্বারা চরণপীঠ চাপিতে হয়। শিক্ষার্থিদের এইগুলি অভ্যাস হইলেই হারমোনিয়ম বাদন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হইল এবং অবশিষ্ট বিষয় গুলি নিম্নোক্ত উপদেশ দ্বারা তাঁহারা অতি সহজে শিক্ষা করিতে পারিবেন। হারমোনিয়ম বাদনের আবশ্যকীয় সকল বিষয় অপেক্ষা যন্ত্রাচালনার কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ। উহা আরম্ভ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপদেশ গুলিতে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে যথা:—

---

* দুই বা ততোধিক সুর উপর্য্যুপরি লিখিত হইলে, হারমোনিয়মে ঐ সকল সুরের চাবি এককালে টিপিয়া, উহাদের সর্ব্বোপরিস্থ সুরের মাত্রাকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হইবে। এইরূপ বাদনকে ঐকাধ্বনি (chord) বাদন কহে।

হারমোনিয়মের পূর্ব্বোক্তরূপ আসন, হারমোনিয়ম হইতে ইহাকে উপযুক্ত অন্তরে স্থাপন, চরণপীঠের উপর পদদ্বয় স্থাপন, এবং পদদ্বয়ের নিয়মিত চালনার উত্তমরূপ অভ্যাস।

চরণপীঠ চালনার দ্বারা স্বরের ইচ্ছামত বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। অধিকন্তু পদদ্বয় চালনা উত্তমরূপ আয়ত্তাধীন হইলে, পদাঙ্গুলীর দ্বারা চরণপীঠকে কম্পিত করিয়া মনুষ্য কণ্ঠোৎপন্ন স্বরের ন্যায় কম্পিত শ্রুতিমধুর স্বর উৎপাদন করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ প্রকার স্বর সুশ্রাব্য বলিয়া উহার যদৃচ্ছা ব্যবহার করা উচিত নয়।

এক্ষণে চরণপীঠ ও ভস্ত্রার বিষয় বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইল। অতঃপর ষ্টপের বিষয় লিখিত হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সাধারণতঃ হারমোনিয়মের চাবির সীমা পাঁচ অষ্টক, কিন্তু ষ্টপের সাহায্যে স্বরের অষ্টকের সংখ্যার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ঐ ষ্টপগুলির মধ্যে হারমোনিয়মের ঠিক মধ্যস্থলে যে একটি, দুইটি বা তিনটি ষ্টপ দেখা যায়, তাহারা সারণাশ্রেণীর সমস্ত চাবির উপর কার্য্য করে। এবং ঐগুলির দক্ষিণ পার্শ্বে 1 হইতে 6 চিহ্নিত ষ্টপ্‌গুলি কেবলমাত্র সারণাশ্রেণীর দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের উপর এবং বাম পার্শ্বস্থ 1 হইতে 6 চিহ্নিত ষ্টপ্‌গুলি সারণাশ্রেণীর বামার্দ্ধভাগের উপর কার্য্য করে। এইরূপে কোন দিকের ষ্টপ্ টানিলে, কেবলমাত্র সেই দিকের অর্দ্ধশ্রেণী রীডে বাতাস লাগে; কিন্তু অপরার্দ্ধভাগে বাতাস লাগিতে পারে না। এজন্য কেবলমাত্র দক্ষিণ বা কেবলমাত্র বাম দিকের ষ্টপ্ খুলিলে, সারণাশ্রেণীর দক্ষিণার্দ্ধ বা বামার্দ্ধ ভাগ হইতে স্বর নির্গত হয়। কিন্তু অপরার্দ্ধ ভাগ হইতে স্বর নির্গত হইতে পারে না। এক দিকের কোন ষ্টপ্ খুলিয়া, যদি ঐ ষ্টপ উদ্ভূত স্বরের অষ্টক ও প্রকৃতি (quality) অনুযায়ী স্বর সারণাশ্রেণীর অপরার্দ্ধভাগ হইতে উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, অন্য দিকেও পূর্ব্বোল্লেখিত ষ্টপের সম-চিহ্নবিশিষ্ট ষ্টপ্ খুলিতে হইবে, যথা:—বাম দিকের (1) চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিলে, দক্ষিণ দিকেরও (1) চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিতে হইবে। দক্ষিণ দিকের (2) চিহ্নিত ষ্টপ্ খুলিলে, বাম দিকেরও (2) চিহ্নিত ষ্টপ খুলিতে হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কি জন্য সমগ্র চাবির কার্য্য এরূপ অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই, যে সঙ্গীতে স্বরের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য কখন কখন এককালীন বিভিন্ন প্রকারের (quality) খাদ ও উচ্চ স্বরের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হারমোনিয়মের সমস্ত ষ্টপ্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ ষ্টপ্‌গুলির মধ্যে যে যে প্রকার চিহ্নবিশিষ্ট ষ্টপ্ ছোট হারমোনিয়মে পাওয়া যায়, সেই সকল ষ্টপের স্বরের সহিত বৃহৎ হারমোনিয়মের সেইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট ষ্টপের স্বরের কিছুই প্রভেদ নাই।

(S) (0) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (EM) (G) (E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (0) (T)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ষ্টপ্‌গুলির দ্বারা সারণাশ্রেণীর দক্ষিণার্দ্ধভাগের ও বাম পার্শ্বস্থ ষ্টপ্‌গুলির দ্বারা সারণাশ্রেণীর বামার্দ্ধভাগের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু এক পার্শ্বস্থ ষ্টপের সহিত অন্য পার্শ্বস্থ সম-চিহ্নবিশিষ্ট ষ্টপের ঐক্য আছে। কেবলমাত্র নিম্নোক্ত ষ্টপগুলিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যথা:—দক্ষিণ দিকের শেষ সীমায় স্বর কম্পনের জন্য T চিহ্নিত ট্রেমলো (Tremolo) নামক ষ্টপ্* এবং বাম দিকের শেষ সীমায় স্বর মৃদু করিবার জন্য S চিহ্নিত সোরডীন (Sourdine) ষ্টপের দ্বারা দক্ষিণ দিক অপেক্ষা বামদিকের স্বর মৃদু করা যায়।

কোন কোন হারমোনিয়মের মধ্যস্থলে (EM) চিহ্নিত এক্সপ্রেশন এলামেন্ (Expression á la Maine)

* কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ভস্ত্রা চালনার উপদেশে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ ষ্টপের সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র পদ দ্বারা স্বর কম্পনের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

নামক ষ্টপ্ (G) চিহ্নিত গ্রাণ্ড জো (Grand Jeu) নামক ষ্টপ্ এবং (E) চিহ্নিত এক্সপ্রেসন (Expression) নামক ষ্টপ্ থাকে। কিন্তু (EM) চিহ্নিত ষ্টপ্ অল্প সংখ্যক হারমোনিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যস্থলের G চিহ্নিত গ্রাণ্ড জো (Grand Jeu) নামক ষ্টপ্ টানিলে, দক্ষিণ ও বামদিকের সমস্ত ষ্টপ্ খুলিয়া গিয়া অত্যন্ত প্রবল সুর নির্গত হয়।

(S) চিহ্নিত ষ্টপের ন্যায় (EM) চিহ্নিত ষ্টপ্ টানিলে, খাদ সুরগুলি মৃদু হয়।

(E) ষ্টপের দ্বারা সুরকে ইচ্ছামত প্রবল ও মৃদু করা যায়। এই ষ্টপ্ নিতান্ত প্রয়োজনীয়; এমন কি ইহা না থাকিলে সঙ্গীতের একটি পদও শুদ্ধরূপে বাজান যায় না। কেবলমাত্র কতিপয় অমনোযোগী বাদক স্বেচ্ছাক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ এই ষ্টপ ব্যবহার না করিয়া বাজাইতে ভালবাসেন। কারণ এরূপ বাদনে কোন ক্লেশ বা বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হয় না। এই ষ্টপ্ ব্যবহৃত হইলে সঙ্গীতে শ্রোতার মন মুগ্ধ হয় এবং ইহা ব্যবহার না করিলে সঙ্গীত একঘেয়ে হয়।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ (1) চিহ্নিত ফ্লুট (fluto) ষ্টপ্ এবং বাম দিকের ঐরূপ চিহ্নবিশিষ্ট করেঙলে (Cor Anglais) নামক ষ্টপ্ টানিলে, ফ্লুট এবং করেঙলে নামক দুইটি যন্ত্রের স্বর নির্গত হয়। এই দুইটি ষ্টপ্ খুলিলে পিয়ানোর ন্যায় নিম্ন উদারার সা হইতে অতি তারার উচ্চ সপ্তকের সা পর্য্যন্ত সুর পাওয়া যায়; অর্থাৎ বামদিকের করেঙলে ষ্টপে নিম্ন উদারার সা হইতে মুদারার গ ও দক্ষিণ দিকের ফ্লুট ষ্টপে মুদারার ম হইতে অতি তারার উচ্চ সপ্তকের সা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

হারমোনিয়মের ভস্ত্রা চালনা করিয়া চাবি টিপিলেই পিয়ানো যন্ত্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সুর নির্গত না হইয়া অত্যল্প মাত্র বিলম্বে নির্গত হয়; এই অভাব দূর করিবার জন্য কোন কোন হারমোনিয়মে কেবলমাত্র এক শ্রেণী রীডের নিম্নে কতকগুলি হাতুড়ী আবদ্ধ থাকে; উহাদের আঘাতমাত্র রীড্ কম্পিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুর নির্গত হয়। এই উপায়কে পার্কাশন্ অ্যাক্শন্ (percussion action) কহে। ইহার দ্বারা দ্রুত লয়ে এবং মৃদু সুরে বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। পার্কাশন্ বিশিষ্ট হারমোনিয়মের (1) চিহ্নিত দুইটি ষ্টপ টানিলে পার্কাশনের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। স্বল্প বিশ্রামিক (staccato) সুর বাজাইবার পক্ষে এই প্রকার ষ্টপ বিশেষ উপযোগী।

দক্ষিণ ও বামদিকের (2) চিহ্নিত ক্লারিনেট্ (Clarinet) এবং বোর্দোঁ (Bourdone) নামক ষ্টপ টানিলে, (1) চিহ্নিত ষ্টপের সুর অপেক্ষা এক অষ্টক নিম্নের সুর নির্গত হয়। কিন্তু (1) ও (2) চিহ্নিত ষ্টপের দ্বারা যতগুলি সুর পাওয়া যায়, সারণাশ্রেণীতে ততগুলি চাবি নাই।

হারমোনিয়ম বাদনের উপযোগী স্বরলিপির কোন স্থলে ষ্টপ টানিবার সঙ্কেত লিখিতে হইলে, সেই ষ্টপের চিহ্ন এইরূপ ( ) বন্ধনীর মধ্যে লিখিত থাকে। এবং কোন ষ্টপ বন্ধ করিবার সঙ্কেত লিখিতে হইলে, সেই ষ্টপের চিহ্ন বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়া তদুপরি এইরূপ (/) একটি কসি টানিতে হয়।

দক্ষিণ দিকের (3) চিহ্নিত ফাইফার্ (Fifre) বা পিকোলো (Piccolo) নামক ষ্টপ্ এবং বামদিগের ঐরূপ চিহ্নবিশিষ্ট ক্লারিয়ন (Clarion) ষ্টপের সুর উচ্চ ও স্বল্পবলবিশিষ্ট, কিন্তু অন্যান্য ষ্টপের সুরের সহিত যুক্ত হইলে, সুরের চাকচিক্যের অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এই দুইটি ষ্টপের সুর (1) চিহ্নিত ষ্টপের সুর অপেক্ষা এক অষ্টক বা (2) চিহ্নিত ষ্টপের সুর অপেক্ষা দুই অষ্টক উচ্চ। সুতরাং (1) (2) (3) এই তিনটি ষ্টপ টানিয়া কেবলমাত্র মুদারার 'সা'র চাবি টিপিলে, মুদারার, তারার ও অতি তারার সা এই তিনটি সুর একত্রে ধ্বনিত হয়।

দক্ষিণ দিকের (4) চিহ্নিত হটবয় (Hautbois) নামক ষ্টপ্ এবং বামদিকের ঐরূপ চিহ্নবিশিষ্ট "বেসোঁ (Basson) নামক ষ্টপের সুর (1) চিহ্নিত ষ্টপের সুরের সহিত সমান অষ্টকে অর্থাৎ সমান ওজনে থাকে। তবে পূর্ব্বোক্ত ষ্টপের সুর শেষোক্ত অপেক্ষা সামান্য উচ্চ। (4) চিহ্নিত ষ্টপের সুর (1) চিহ্নিত ষ্টপের সুরের সহিত যুক্ত হইলে, ইকোহর্ণ (Echohorn) ভিয়লন্‌চেলো (Violoncello) এবং স্কচ্ ব্যাগপাইপ (Scotch bagpipe) এই তিন যন্ত্রের সুর উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ (5) চিহ্নিত মুসেট্ (Musette) নামক ষ্টপের সুর (4) চিহ্নিত ষ্টপের সুরের সহিত সমপ্রকৃতি (quality) বিশিষ্ট। কিন্তু ইহার সুর (4 চিহ্নিত ষ্টপের সুর অপেক্ষা এক অষ্টক নিম্ন। ইহার সীমা মুদারার ম হইতে অতিতারার উচ্চ সপ্তকের সা পর্য্যন্ত। বামপার্শ্বস্থ (5) চিহ্নিত হার্প ইওলাইন্ (Harp eoline) ষ্টপের সুর হার্প বা জিথার (Zither) যন্ত্র অথবা সমসুর বিশিষ্ট একত্রে ধ্বনিত দুইখানি বেহালার সুরের ন্যায়। এই ষ্টপ্ টানিলে দুই শ্রেণী রীড্ একত্রে ধ্বনিত হয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্যটি অপেক্ষা অতি সামান্য মাত্র উচ্চ। এইজন্য এই দুই শ্রেণী রীড্ একত্রে ধ্বনিত হইলে সুরের কম্পন স্পষ্ট অনুভূত হয় এই ষ্টপের সুর (2) চিহ্নিত ক্লারিয়ন ষ্টপের সুর অপেক্ষা এক অষ্টক উচ্চ। গানের অথবা অন্য কোন যন্ত্রের সহিত মৃদুস্বরে সঙ্গত করিতে হইলে, এই ষ্টপ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ (6) চিহ্নিত ভয়েস্ সিলেষ্ট (Voix Celeste) এবং বাম পার্শ্বস্থ ঐরূপ চিহ্নবিশিষ্ট 'ভয়েস্ হিউমেন্' (Voix Humaine) নামক দুইটি ষ্টপের দ্বারা দুই শ্রেণীর রীড একত্রে ধ্বনিত হয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেও এক শ্রেণীর সুর অন্যটির অপেক্ষা অতি সামান্য উচ্চ।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ (7) চিহ্নিত ব্যারিটোন (Baryton) নামক ষ্টপের সুর চেরা এবং মুসেট্ ষ্টপের সুর অপেক্ষা এক অষ্টক নিম্ন।

দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ ফোর্ত্তে এক্সপ্রেসিফ্ (Forte Expressif) নামক ষ্টপের দ্বারা সুর প্রবল করা যায়। কিন্তু ঐ দুইটি ষ্টপ্ কেবলমাত্র ফ্লুট, করেঙ্লে, বোর্দো, ক্লারিনেট এবং ভয়েস্ সিলেষ্ট ব্যতীত অন্যান্য ষ্টপের উপর কার্য্য করে।

এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হারমোনিয়মে যতগুলি ষ্টপ্ পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের বিষয় লিখিত হইল। ড্রইং রুম মডেল (Drawing Room Model) অর্থাৎ বৈটকখানা ব্যবহৃত হারমোনিয়মে বাদকের দক্ষিণ ও বাম আঁটুর পার্শ্বে দুই খানি ছোট ছোট তক্তা থাকে; উহাদিগকে নী-সোয়েল্ (Knee swell) কহে, তন্মধ্যে দক্ষিণ নী-সোয়েলে দক্ষিণ আঁটু চাপিলে দক্ষিণ দিকের ও বাম নী-সোয়লে বাম আঁটু চাপিলে বামদিকের ষ্টপের সুর প্রবল হয়। এবং উহাদিগকে অল্গা দিলে পুনরায় সুর মৃদু হয়।

কোন কোন হারমোনিয়মের নী-সোয়েল সামান্য মাত্র চাপিলে, সুর অতিশয় প্রবল হয় এবং আল্গা দিলে অতিশয় মৃদু হয়। এই নী-সোয়েল বন্ধ থাকিলে, সমস্ত ষ্টপ্‌গুলি সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করে। এই প্রকার নী-সোয়েলকে ডবল এক্সপ্রেসন্ (Double Expression) কহে।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়মের দক্ষিণ দিকের (3) (4) (5) এবং (7) ও বামদিকের (3) (4) এবং (5) চিহ্নিত ষ্টপ্ টানিয়া চাবি অতি সামান্য মাত্র টিপিলেও স্পষ্ট সুর নির্গত হয়। ইহাদের সহিত অন্য ষ্টপ্ টানিয়া কোন চাবি সম্পূর্ণ টিপিলে, ঐ চাবি হইতে সামান্য অবনত চাবির সুর অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতি (quality) বিশিষ্ট সুর উৎপন্ন হয়। এইরূপে ষ্টপ্ টানিয়া দুই প্রকারে চাবি টিপিলে, তাহাকে 'ডবল টচ (Double Touch) কহে।

এই আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা ঐক্যধ্বনির (chord) কোন একটি সুরকে অবশিষ্ট সুর হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট করা যাইতে পারে।

এক্ষণে হারমোনিয়মের সমস্ত ষ্টপ্ এবং উহাদের কার্য্যের বিষয় উক্ত হইল। যে সকল শিক্ষার্থির উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য পাইবার সুবিধা নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশের দ্বারা অনেক উপকার হইবে। যাঁহাদের হারমোনিয়ম বাদনের উপযোগী স্বরলিপি আছে, তাঁহাদের পক্ষে ষ্টপের ঐ সকল উপদেশ তত প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। কারণ ঐ প্রকার স্বরলিপিতে ষ্টপ্ খুলিবার ও বন্ধ করিবার সংকেত লিখিত থাকে।

বাদকদিগের মধ্যে যাঁহাদের হারমোনিয়ম ছোট অর্থাৎ অল্প সংখ্যক ষ্টপ্ বিশিষ্ট; তাঁহারা (5) চিহ্নিত ষ্টপের পরিবর্ত্তে (2) চিহ্নিত ষ্টপ্ এবং (4) চিহ্নিত ষ্টপের পরিবর্ত্তে (1) চিহ্নিত ষ্টপ্ ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া এক বা দুই ষ্টপ্ বিশিষ্ট হারমোনিয়মের দ্বারা ষোল ষ্টপ্ বিশিষ্ট হারমোনিয়মের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।

ইতিপূর্ব্বে হারমোনিয়ম-সূত্রের প্রথম ভাগে যে সকল সাধনা, গৎ ও গানের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ে একই প্রকার স্বরলিপি দুই হস্তে বাজাইতে হয় যথা:—দক্ষিণ হস্তে সা গ প ঋ বাজাইলে, ঐ সময়ে বাম হস্তেও সা গ প ঋ বাজাইতে হয়। তবে প্রভেদ এই যে, দক্ষিণ হস্তের সুর অপেক্ষা বাম হস্তের সুরগুলিকে এক অষ্টক বা দুই অষ্টক নিম্নে বাজাইতে হয়।

অতঃপর সাধনা, গৎ ও গানগুলি সংযোগালঙ্কৃত করিয়া লিখিত হইবে। এরূপ স্বরলিপি বাজাইবার কালে দুই হস্তে একই প্রকার স্বরলিপি বাজাইতে হয় না যথা:—পার্শ্বস্থিত স্বরলিপিতে, দক্ষিণ হস্তে ঋ গ ম বাজাইবার কালে বাম হস্তে নি স ঋ বাজাইতে হইবে।

| ঋ́ গ́ ম́
নি সা ঋ

সংযোগালঙ্কৃত স্বরলিপির উচ্চ কুঞ্চিকার কোন পদে ও তাহার ঠিক নিম্নস্থিত খাদ কুঞ্চিকার পদে মাত্রা বিন্যাসের বিভিন্নতা থাকিলে ও মাত্রা-সংখ্যা সমান থাকে যথা:—

সা́ গ́ প́ ঋ́
| সা́ গ́ ম́

খাদ ও উচ্চ কুঞ্চিকার মধ্যস্থিত গণনার অঙ্কের* সহিত ঐ দুই কুঞ্চিকার সুরগুলির স্থায়ীত্ব স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য অঙ্কগুলির সহিত খাদ ও উচ্চ কুঞ্চিকার সুরগুলি এইরূপ : যোজক চিহ্নের দ্বারা যুক্ত থাকে। এইরূপ যোজক চিহ্নের দ্বারা কোন সুর কোন অঙ্কের সহিত যুক্ত থাকিলে, সেই অঙ্কের উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত সেই সুরকে স্থায়ী করিতে হইবে যথা:—পার্শ্বস্থিত স্বরলিপিতে I এর উচ্চারণ কালে সা বাজাইয়া তৎপরস্থিত অঙ্ক উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাকে স্থায়ী করিতে হইবে।

সা
:
I

যদ্যপি ঐ I এর সহিত খাদ কুঞ্চিকারও কোন সুর যুক্ত থাকে যথা:—পার্শ্বস্থিত উদাহরণে I এর সহিত খাদ কুঞ্চিকার সা ও গ যুক্ত আছে এজন্য I এর উচ্চারণ কালে সা ও গ এককালে বাজাইতে হইবে।

সা
:
I
:
গ

---

* অঙ্কের পরিবর্ত্তে টা টাই ইত্যাদি মাত্রা শব্দ হওয়া উচিত। কিন্তু এস্থলে সুরগুলি সহজে নির্দ্দেশ করিবার জন্য অঙ্ক লিখিত হইল।

যদি একটি অঙ্ক খাদ বা উচ্চ কুঞ্চিকার কোন স্বরের সহিত যোজক চিহ্নের দ্বারা যুক্ত থাকে এবং তৎপরস্থিত একটি বা ততোধিক অঙ্ক ঐ স্বর বা তৎপরস্থিত সেই কুঞ্চিকার অন্য কোন স্বরের সহিত যুক্ত না থাকে যথা :—পার্শ্বস্থিত স্বর বিন্যাসে 1 অঙ্ক উচ্চ কুঞ্চিকার সা'র সহিত যুক্ত আছে ; কিন্তু তৎপরস্থিত 2, 3 ঐ কুঞ্চিকার কোন স্বরের সহিত যুক্ত নাই। এরূপ স্থলে সা'র সহিত যুক্ত অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অযুক্ত অঙ্কগুলির উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত সা'র স্থিতি কাল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সা'কে 1 উচ্চারণ কালে বাজাইতে আরম্ভ করিয়া 2 এবং 3 এর উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হইবে।

সা গ
1 2 3 4
প ধ নি প

পার্শ্বস্থিত সংযোগালঙ্কৃত স্বরবিন্যাসে 1 অঙ্কটি খাদ কুঞ্চিকার প' এর সহিত যুক্ত আছে ; কিন্তু তৎপরস্থিত 2, 3, 4 ঐ কুঞ্চিকার কোন স্বরের সহিত যুক্ত নাই ; এজন্য প'কে 1, 2, 3, 4 অঙ্কের উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হইবে। আবার 1 অঙ্কটি উচ্চ কুঞ্চিকার সার সহিত যুক্ত, কিন্তু তৎপরস্থিত 2 ঐ কুঞ্চিকার কোন স্বরে যুক্ত নাই। এজন্য 1 2 উচ্চারণ কালে সা বাজাইতে হইবে। তৎপরে (3 ঐ কুঞ্চিকার গ'র সহিত যুক্ত থাকাতে এবং 4 তৎপরস্থিত কোন স্বরে যুক্ত না থাকাতে) 3 4 উচ্চারণ কালে গ বাজাইতে হইবে। অর্থাৎ 1 2 উচ্চারণের সহিত উচ্চ কুঞ্চিকার সা ও 3 4 উচ্চারণের সহিত উচ্চ কুঞ্চিকার গ এই দুইটি বাজাইবার কালে খাদ কুঞ্চিকার প'কে স্থায়ী করিলে, সা ও গ'কে প'র বাদন কাল পর্য্যন্ত অথবা প'কে সা ও গ'র বাদন কাল পর্য্যন্ত প'কে স্থায়ী করা হইবে।

সা গ
1 2 3 4
প

পরস্থিত সংযোগালঙ্কৃত স্বরবিন্যাসে খাদ কুঞ্চিকার সা কে 1 2 উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিয়া গ ম কে 3 4 উচ্চারণ কালে বাজাইতে হইবে এবং খাদ কুঞ্চিকার সা কে 1 2 উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী করিবার কালে, উচ্চ কুঞ্চিকার সা ও গ পর পর বাজাইতে হইবে। কারণ 1 2 অঙ্কের সহিত উচ্চ কুঞ্চিকার সা এবং গ যোজক চিহ্নের দ্বারা যুক্ত আছে। এইরূপে উচ্চ কুঞ্চিকার সা গ ও খাদ কুঞ্চিকার সা বাজান হইলে 3 উচ্চারণ কালে উচ্চ কুঞ্চিকার প ও খাদ কুঞ্চিকার গ বাজাইয়া পরে 4 উচ্চারণ কালে উচ্চ কুঞ্চিকার ধ ও খাদ কুঞ্চিকার ম বাজাইতে হইবে।

সা গ প ধ
2 3
সা গ ম

পার্শ্বস্থিত সংযোগালঙ্কৃত স্বরলিপির বিন্যাসে 1 এর সহিত উচ্চ কুঞ্চিকার প যুক্ত আছে ; এজন্য 1 উচ্চারণ কালে প, 2 এর সহিত ধ যুক্ত আছে ; এজন্য 2 উচ্চারণ কালে ধ, & এবং 3 এই দুইটির প্রথমটির সহিত নি যুক্ত আছে* এজন্য & এবং 3 উচ্চারণ কালে নি, 3 এর পরস্থিত & এর সহিত সা যুক্ত আছে ; এজন্য & উচ্চারণ কালে সা এবং 4 এর সহিত ধা যুক্ত আছে, এজন্য 4 উচ্চারণ কালে ধা বাজাইতে হইবে।

প ধ নি সা ধা
1 2 & 3 & 4
সা ম গ প

খাদ কুঞ্চিকার সা 1 এর সহিত যুক্ত, এজন্য 1 উচ্চারণ কালে সা বাজাইতে হইবে। ম স্বর 2 এবং & এই দুইটির প্রথমটির সহিত যুক্ত ; এজন্য 2 এবং & উচ্চারণ কালে ম বাজাইতে হইবে। গ স্বর 3 এবং & এই দুইটির প্রথমটির সহিত যুক্ত, এজন্য 3 এবং & উচ্চারণ কালে গ বাজাইতে হইবে এবং প 4 এর সহিত

* এস্থলে মাত্রানাম 'আ'র পরিবর্ত্তে & লিখিত হইল।

যুক্ত এজন্য 4 উচ্চারণ কালে প বাজাইতে হইবে। সুতরাং 1 উচ্চারণ কালে এককালে উচ্চ কুঞ্চিকার প ও খাদ কুঞ্চিকার সা বাজাইতে হইবে। 2 এবং & উচ্চারণ কালে সমানভাবে উচ্চ কুঞ্চিকার ধ এবং নিম্ন প্রথমার্দ্ধ এবং খাদ কুঞ্চিকার ম বাজাইতে হইবে। 3 এবং & উচ্চারণ কালে সমানভাবে উচ্চ কুঞ্চিকার নিম্ন শেষার্দ্ধ এবং সা ও খাদ কুঞ্চিকার গ বাজাইয়া 4 উচ্চারণ কালে উচ্চ কুঞ্চিকার ধ এবং খাদ কুঞ্চিকার প বাজাইতে হইবে।

অতঃপর স্বরলিপির উপরে বন্ধনীর মধ্যে কোন ষ্টপের চিহ্ন লিখিত থাকিলে, সেই ষ্টপ্ টানিয়া স্বরলিপি বাজাইতে হইবে।

(1) বেহাগ—কাওয়ালী।

০ | ১ | + | ৩

সাঁ গাঁ | মাঁ । | পাঁ মাঁ | গাঁ পাঁ |
1 2 3 4 | 1 2 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4
সা প গ প | ঋ প । প | গ প ঋ প | সা প গ প |

সাঁ পাঁ মাঁ গাঁ গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | ৩ গাঁ ঋাঁ সাঁ ||
1 2 3 4 1 2 3 4 | 1 2 3 4 || অন্তরা
গ প গ প ঋ প সা প সাঁ মাঁ | পাঁ সাঁ ||

সাঁ গাঁ গাঁ মাঁ গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ গাঁ | পাঁ মাঁ | গাঁ পাঁ |
1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4
সাঁ পাঁ গাঁ পাঁ সাঁ গাঁ পাঁ সাঁ | গাঁ পাঁ | সাঁ গাঁ |

গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | ৩ গাঁ ঋাঁ সাঁ | সাঁ | গাঁ | মাঁ পাঁ |
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4
সা প গ প | ম প সা | সা প গ প | সা প গ প | ঋ প ঋ প |

৩ | ০ | ১ | + | ৩
| গাঁ | পাঁ মাঁ | গাঁ মাঁ পাঁ মাঁ | গাঁ ঋাঁ | সাঁ ||
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4
| সা প গ প | গ প ঋ প | সা প গ প | গ প ম প | সাঁ ||

(1) (2) বিভাস—কাওয়ালী

গ্রাম পরিবর্ত্তন।

স্বরের ব্যবধান ;—'সা ঋ গ ম প ধ নি' ও তৎপরবর্ত্তী 'সা' এই আটটী স্বরের পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধান, অর্থাৎ এক স্বর হইতে তৎপরস্থিত স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতা, সকল স্থানে সমান নাই, যথা ;—'সা' হইতে 'ঋ' যত উচ্চ, 'ঋ' হইতে 'গ', 'ম' হইতে 'প', 'প' হইতে 'ধ' ও 'ধ' হইতে 'নি' প্রায় তত উচ্চ, কিন্তু 'সা' হইতে 'ঋ' যত উচ্চ 'গ' হইতে 'ম' ও 'নি' হইতে তৎপরবর্ত্তী 'সা' প্রায় তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ।

পূর্ণ ও অর্দ্ধান্তর ;—'সা' হইতে 'ঋ', 'ঋ' হইতে 'গ', 'ম' হইতে 'প', 'প' হইতে 'ধ' ও 'ধ' হইতে 'নি' র ব্যবধানকে পূর্ণান্তর, এবং 'গ' হইতে 'ম' ও 'নি' হইতে তৎপরবর্ত্তী 'সা' র ব্যবধানকে অর্দ্ধান্তর কহে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে অষ্টকের প্রথম হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, চতুর্থ হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ ও ষষ্ঠ হইতে সপ্তম পূর্ণান্তর ; এবং তৃতীয় হইতে চতুর্থ, ও সপ্তম হইতে অষ্টম, অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট।

বিকৃত অর্থাৎ কোমল ও কড়ি স্বর ;—'সা' হইতে পূর্ণান্তরে অর্থাৎ 'ঋ' তে না উঠিয়া অর্দ্ধান্তরে উঠিলে যে স্বর পাওয়া যায়, তাহা 'ঋ' অপেক্ষা কোমল, এজন্য ইহাকে কোমল 'ঋ' কহে। ঐ কোমল 'ঋ' আবার 'সা' অপেক্ষা কড়ি অর্থাৎ উচ্চ, এই নিমিত্ত ইহাকে কড়ি বা তীব্র 'সা' ও কহে। * ঐরূপ 'ঋ' ও 'গ' মধ্যস্থ স্বর কড়ি 'ঋ' বা কোমল 'গ', 'ম' ও 'প' র মধ্যস্থ স্বর কড়ি 'ম' বা কোমল 'প', 'প' ও 'ধ' র মধ্যস্থ স্বর কড়ি 'প' বা কোমল 'ধ', ও 'নি' র মধ্যস্থ স্বর কড়ি 'ধ' বা কোমল 'নি'। 'গ' ও 'ম', এবং 'নি' 'সা' অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট, সুতরাং ইহাদের মধ্যস্থ কড়ি বা কোমল স্বর নাই। এইরূপে এক অষ্টকে স্বাভাবিক বিকৃত স্বরের মধ্যে বারটি অর্দ্ধান্তর পাওয়া যায় ; যথা ;—

স্যা ১ স্যা বা ঋ ২ ঋ ৩ ঋ বা গ ৪ গ ৫ ম ৬ ম বা প ৭ প ৮ প বা ধ ৯ ধ

১০ ধ বা নি ১১ নি ১২ সা ‖ *

গ্রাম ;—কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর আটটি স্বর লইয়া এক গ্রাম হয়। 'সা' হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অষ্টম স্বর 'সা' পর্য্যন্ত লইয়া যে গ্রাম হয় তাহাকে স্বাভাবিক গ্রাম কহে ; কারণ ইহাতে কোন বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'সা' ব্যতীত অন্য কোন স্বরকে আশ্রয় করিয়া গ্রাম করিতে হইলে, ঐ গ্রামের প্রথম ও অষ্টম স্বরের মধ্যস্থ স্বরগুলির ব্যবধানকে স্বাভাবিক অর্থাৎ 'সা' গ্রামের স্বরগুলির ব্যবধানানুযায়ী সন্নিবেশিত করিতে হইবে ; যথা :—

'ঋ' কে আশ্রয় করিয়া গ্রাম করিলে, 'ঋ' প্রথম ও 'গ' দ্বিতীয় ; কিন্তু 'ম' তৃতীয় হইতে পারে না ; কারণ দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পূর্ণান্তর হওয়া আবশ্যক, 'গ' ও 'ম' অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট, অতএব স্বাভাবিক 'ম' র পরিবর্ত্তে কড়ি 'ম' তৃতীয় হইবে। 'প' চতুর্থ 'ধ' পঞ্চম, ও 'নি' ষষ্ঠ হইবে ; কিন্তু 'সা' সপ্তম হইতে পারে

না, কারণ ষষ্ঠ হইতে সপ্তম পূর্ণান্তর হওয়া আবশ্যক। 'নি' ও 'সা' অর্দ্ধান্তরবিশিষ্ট; অতএব স্বাভাবিক 'সা' র পরিবর্ত্তে কড়ি 'সা' সপ্তম, এবং 'ঋ' অষ্টম হইবে; যথা—'ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ'।

কোমল 'গ' কে গ্রাম করিলে 'গ ম প ধ নি সা ঋ গ' হয়। এইরূপে উপরোক্ত নিয়মে সমস্ত স্বাভাবিক কোমল ও তীব্র স্বর আশ্রয়ে গ্রাম করা যাইতে পারে।

যে স্বরকে আশ্রয় করিয়া গ্রাম করা যায়, সেই স্বরের নামেই গ্রামের নাম হইয়া থাকে 'সা' কে আশ্রয় করিয়া যে গ্রাম হয় তাহাকে 'সা' গ্রাম, 'ঋ' কে আশ্রয় করিয়া যে গ্রাম হয় তাহাকে 'ঋ' গ্রাম কহে, ইত্যাদি।

'সা' গ্রাম ব্যতীত অন্য গ্রামকে বিকৃত গ্রাম কহে; কারণ 'সা' গ্রাম ব্যতীত অন্য সকল গ্রামেই বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়।

সা ঋ গা ম প ধ নি এই সাতটি স্বরের পর পর ইংরাজী CDEFGABতে এবং কোমল স্বরকে ইংরাজী flat স্বর এবং কড়ি স্বরকে sharp স্বর কহে যথা:—কোমল গ কে E flat কড়ি ম কে F sharp ইত্যাদি

কণ্ঠ বা অন্য যন্ত্রের সহিত হারমোনিয়মের সঙ্গত।

এই বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, অন্য এক ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। সাহায্যকারী প্রথমে হারমোনিয়মের স্বরে গলা বা যন্ত্র মিলাইয়া, প্রথমে কোন গান বা গৎ এর প্রথম দুইটি স্বর গান করিবেন বা বাজাইবেন ও হারমোনিয়ম বাদককে মনোযোগের সহিত শুনিয়া ঐ দুইটি স্বর স্মরণ রাখিতে বলিবেন। তৎপরে ঐ দুইটি স্বর গান করা বা বাজান শেষ হইলে, হারমোনিয়ম বাদককে ঐ দুইটি স্বর বাজাইতে বলিবেন। এ বিষয়ে হারমোনিয়ম বাদক যতবার অকৃতকার্য্য হইবেন, ততবার সাহায্যকারী প্রথমে দুইটি স্বর বাজাইয়া বা গান করিয়া হারমোনিয়মে ঐ দুইটি স্বর বাজাইতে বলিবেন। এইরূপে হারমোনিয়ম বাদক কৃতকার্য্য হইলে, সাহায্যকারী স্বরলিপির তিনটি স্বর বাজাইয়া বা গান করিয়া হারমোনিয়ম বাদককে বাজাইতে বলিবেন। এইরূপে কৃতকার্য্য হইলে উক্ত প্রণালীতে চারিটি স্বর, তৎপরে পাঁচটি, পরে ছয়টি এইরূপে স্বরের সংখ্যা বাড়াইয়া উহাদিগকে বাজাইতে বলিবেন।

পূর্ব্বোক্ত সাধনা, গৎ ও গানগুলি যে সকল নিয়মে অঙ্গুলী-চিহ্নিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত কতিপয় স্থলে ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ প্রকার ব্যতিক্রম অতি অল্প স্থানেই দৃষ্ট হয়; এজন্য ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।

এই উদাহরণে কোমল গাঁর উপর হইতে দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় অঙ্গুলী তুলিয়া না লইয়া ঘর্ষণের দ্বারা ঋার উপর লইয়া যাইতে হইবে, যথা :—

৪ ৩ ২ — ১ +
ম গ গ সা ঋা নি

কখন কখন দক্ষিণ হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলীর উপর দিয়া তৃতীয় অঙ্গুলী লইয়া যাইতে হয়, যথা :—

+ ১ ১ ৪ ৩ ৪
ম ধ সা ম ম ম

কখন কখন অষ্টমান্তরের দুইটি করিয়া সুর একত্রে দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার কালে, কাল চাবিতে দক্ষিণ হস্তের তৃতীয়াঙ্গুলী ব্যবহৃত হয়, যথা :—

ধ ধ প ম ম
ধ ধ প ম ম
+ ১ +

পার্শ্বস্থিত উদাহরণে দক্ষিণ হস্তের প্রথমাঙ্গুলীর দ্বারা কাল চাবি টিপিবার কালে, বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রথমাঙ্গুলীর নিম্নে রাখিতে হইবে, যথা :—

সাঁ নি সাঁ ঋা সাঁ ঋা নি
ধ ধ ধ নি ধ ম প

নিম্নলিখিত উদাহরণে বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা কড়ি ম বাজাইলে, সাধনাশ্রেণীতে অঙ্গুলী উল্লঙ্ঘণের অথবা এক সুরে ঐ দুই প্রকার অঙ্গুলীর ব্যবহারের* আবশ্যক হইবে না। কিন্তু ঐ সুরে প্রথম অঙ্গুলী ব্যবহার করিলে, দুইবার অঙ্গুলীর উল্লঙ্ঘনের ও দুইটি সুরের প্রত্যেকটিতে দুই প্রকার অঙ্গুলীর ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে। নিম্নলিখিত উদাহরণে সুরগুলির উপরে প্রথমোক্ত প্রণালীতে অঙ্গুলীচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে এবং সুরগুলির নিম্নে দ্বিতীয়োক্ত প্রণালীতে অঙ্গুলীচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে।

যথা

৩ ৪ ৩ ২
নিঁ সাঁ গ ম নিঁ সাঁ নি ধ
২ ১ ১ ২

১ + ১ ২ + +
পঁ ঋাঁ নি ঋা পঁ ম প ধ . নিঁ ম গ ম নিঁ সাঁ নি ধ
+২ +

১ + +
পঁ ঋাঁ নি ঋা পঁ
+২

* কোন সুরে দুই প্রকার অঙ্গুলী চিহ্ন থাকিলে, ঐ সুরের চাবি প্রথম [illegible] অঙ্গুলীর দ্বারা টিপিতে হইবে। পরে উহার স্থায়ী কালের মধ্যে দ্বিতীয় চিহ্ন অঙ্গুলীর দ্বারা ঐ চাবি টিপিয়া, প্রথম [illegible] তুলিয়া লইতে হইবে। কিন্তু অঙ্গুলীর পরিবর্ত্তন কালে বাদ্যেতে চাবি [illegible] দেখা [illegible] হয়, [illegible] দৃষ্টি [illegible]।